নবীন তপস্বিনী

নাটক

শ্রী দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

"ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।"
শকুন্তলা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

মৃজাপুর, অপর সর্কিউলার রোড, নং ২৪ বাইলেন,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭৪। ডিসেম্বর।

মূল্য—এক টাকা।

অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

একাত্মবরেষু।

সোদরসদৃশ বঙ্কিম!

তুমি আমাকে ভাল বাস বলেই হউক, অথবা তোমার সকলি ভাল দেখা স্বভাবসিদ্ধ বলেই হউক, তুমি শিশুকালাবধি আমার রচনায় আমোদিত হও। আমার "নবীন তপস্বিনী" প্রকৃত তপস্বিনী—বসন ভূষণ বিহীন—সুতরাং জনসমাজে যদি "নবীন তপস্বিনীর" সমাদর হয় তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়-গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে। কিন্তু "নবীন তপস্বিনী" সুরূপা হউন আর কুরূপা হউন, তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই; অতএব, প্রিয়দর্শন! সরলা অবলাটী তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি।

অভিন্নহৃদয়

শ্রী দীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রমণীমোহন, রাজা।

জলধর, মন্ত্রী।

বিনায়ক, সহকারী মন্ত্রী।

মাধব, রাজার বয়স্য।

বিদ্যাভূষণ, সভাপণ্ডিত।

রতিকান্ত, সদাগর।

বিজয়, তপস্বিনীর পুত্র।

গুরুপুত্র, পণ্ডিতগণ, প্রজাগণ, ঘটকগণ,
বাহক চতুষ্টয়, ইত্যাদি।

কামিনীগণ।

মালতী, রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী।

মল্লিকা, বিনায়কের স্ত্রী এবং মালতীর
মামাতো ভগিনী।

জগদম্বা, জলধরের স্ত্রী।

সুরমা, বিদ্যাভূষণের স্ত্রী।

কামিনী, বিদ্যাভূষণের কন্যা।

তপস্বিনী,

শ্যামা, তপস্বিনীর সহচরী।

পাঁচটী বালিকা।

নবীন তপস্বিনী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্ত সদাগরের বাড়ী।

এক দিক্ হইতে মালতী অপর দিক্ হইতে
মল্লিকার প্রবেশ।

মাল। কিলো মল্লিকে হাঁসি যে গালে ধরে না।

মল্লি। ও ভাই বড় রঙ্গের কথা শুনে এলেম, মহারাজ নাকি বিয়ে কর্‌বেন।

মাল। মাইরি? মিছে কথা।

মল্লি। মাইরি মালতি, তোর মাতা খাই।

মাল। ছোট রাণী মলে রাজার এত শোক্ করা কেবলই মৌখিক—আর বিয়ে কর্‌বেন না, অরণ্যে যাবেন, তীর্থ কর্‌বেন, তপস্বী হবেন, সকলি কথার কথা।

মল্লি। আহা দিদি! আমরাই মরি ভাতার ভাতার করে, ওরা কি আমাদের মনে করে. ওদের মত বেইমান্ আর কি আছে! যখন কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন, বল্‌তে কি তখন ভাই বোধ হয় মিন্‌সে বুঝি আমায় বই আর জানে না, আমি মলে মিন্‌সে বুঝি সমরণে যাবে। মরে বাঁচার ওষুধ পাই তবে মরে দেখি, আবার বিয়ে করে কি না।

মাল। আহা! বড় রাণী এখন থাক্‌লে সুখ হতো।

মল্লি। হ্যাঁ ভাই ছোট রাণী কি যথার্থ বিষ খাইয়েছিল?

মাল। না বোন্ কারো মিছে দোষ দেব না, বড় রাণী বিষ খেয়ে মরেন নি। ছোট রাণী, মহারাজা, আর রাজার মা বড় রাণীকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছেন। ছোট রাণীর সতিন, সে কল্যে নিন্দে নেই, এমন পোড়ার-মুখো শাশুড়ী ভাই কখন দেখিনি; রাজা যদি কোন দিন সকুকরে বড় রাণীর ঘরে যেতেন, বুড়ো মাগী রায় বাগিনীর মত এসে পড়্‌তো।

মল্লি। রাজরাণীই হন্ আর রাজকন্যাই হন্, ভাতারের সুখ না থাক্‌লে কোন সুখ ভাল লাগে না।

সোনা দানা দুদের বাটী।
দুও মেগের ওঁচ্‌লা মাটী॥

মাল। আহা বোন্ তাই কি তিনি ভাল খাওয়া পরা পেতেন, রাজরাণী ছিলেন বটে, কিন্তু কখন ভাল কাপড় পর্‌তে পান্‌নি, পেট্টা ভরে খেতে পান্‌নি, বেয়ারাম হোলে চিকিৎসা হতোনা, পিপাসায় একটু জল দেয় এমন একটি দাসী ছিল না; শাশুড়ী যে যন্ত্রণা দিয়েচেন, বড় রাণীর বিনা চক্ষের জলে একটি দিনও যায় নি।

মল্লি। তবে ঐ বুড়োমাগীই বড় রাণীকে মেরেচে—না?

মাল। না লো না, বড় রাণীকে কেউ মারেনি, কিন্তু ছোট রাণী যদি কবিরাজকে হাত্ কত্তে পাত্তেন, তা হলে বড় রাণীকে বিষ খাওয়াতেন, তার আর কোন সন্দ নাই।

মল্লি। তবে বড় রাণী কেমন করে মলেন?

মাল। ও ভাই শুন্‌বি, মহারাজ যদিও ছোট রাণী আর মায়ের ভয়েতে বড় রাণীর ঘরে যেতে পাত্তেন না, কিন্তু সুযোগ পেলে কখন কখন তাঁর ঘরে যেতেন, কপালক্রমে বড় রাণীর পেট্

হলো, বড় রাণীর পেট্ হয়েছে শুনে শাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উঠ্‌লো, বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজ্‌রাতে লাগ্‌লো।

মল্লি। আহা! কি গুণের শাশুড়ী গো, ইচ্ছে করে পাদব-জল খাই।

মাল। তার পর ভাই মাগী রাষ্ট করে দিলে বড় রাণীর কুচরিত্র ঘটেচে। আহা! বড় রাণীর খেদের কথা মনে হলে আজও চক্ষে জল আসে। শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনে তাঁর মাতায় যেন বজ্রাঘাত হলো, হাপুশ নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মল্লি। ভাল, মহারাজ কেন বল্যোন না তিনি গোপনে গোপনে বড়রাণীর ঘরে যেতেন।

মাল। মহারাজ মানুষ হোলে বল্‌তেন, তা উনি তো মানুষ নন, উনি ছোট রাণীর "রামবল্লভ", প্রথমে বড় রাণীকে সান্ত্বনা কল্যোন যে এমন আহ্লাদের বিষয় নিয়ে খেদ করা উচিত নয়, তার পর যাই ছোটরাণী কল টিপে দিলে, ওমনি সব ভুলে গেলেন, স্ত্রী-হত্যা কত্তে বস্‌লেন, মায়ের কাছে ভয়েতে স্বীকার কল্যোন, বড় রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ছিল না।

মল্লি। বলিস কি, মাইরি? এমন কথাতো কখন শুনিনি, সাদে বলি পুরুষ এক জাত সতন্তর—

মধু পান কত্তে পারি।
মাচির কামড় সইতে নারি॥

বিস্তর বিস্তর ভাতার দেখিচি, এমন ভাতার ভাই কখন দেখিনি—বড় রাণী কি কল্যোন?

মাল। আহা! ভাই, ভাতারের মুখে বড় কথা শুন্‌লে, গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছে করে, এতে কি প্রাণ বাঁচে, বড় রাণী স্বামীর মুখে অখ্যাতি শুনবে মাত্র জলে ডুবে মলেন।

মল্লি। আহা! আহা! ও যাতনার ঐ ওষুধ, আমার গা টা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে; মহারাজ স্ত্রী হত্যা কল্লেন?

মাল। মহারাজ প্রথম প্রথম বড় অসুখী হয়েছিলেন, রাজ-সিংহাসনে বসে থাকুতেন আর দুই চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়্‌তো; বাড়ীর ভিতর কোন খেদ কত্তে পাত্তেন না।

মল্লি। আর ঘেন্নার কথা বলিস্ নে, পোড়া কপাল অমন খেদের।

বলে।

মাচ মরেচে বেরাল কাঁদে শান্ত কল্যে বকে।
ব্যাঙ্গের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চকে॥

মাল। রাজা ভাই কেমন এক রকম মানুষ; বড় রাণীকে মনে মনে ভালবাস্‌তেন, কিন্তু ছোট রাণী ওঠ্ বল্যে উঠ্‌তেন, বস্ বল্যে বস্‌তেন, ছোট রাণীর মুখ ভারি দেখ্‌লে কেঁপে মত্তেন।

মল্লি। ছোট রাণী নাকি রাজারে কি খাইয়েছিল?

মাল। তুই ভাই ও কথা তুলিসনে, কে কোথা হতে শুন্‌বে, গোরিবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

মল্লি। উঃ মগের মুল্লুক আর কি? প্রাণ আর টান্‌তে হয় না।

মাল। ওকথা যাক্, মেয়ে স্থির হয়েচে?

মল্লি। রাজার আবার মেয়ের ভাবনা কি, পথ থাক্‌লে তোমার আমার ইচ্ছে হয়।

মাল। পোড়ার মুখ আর কি—তুই যেমন মেয়ে।

মল্লি। তাকি ভাই, কপালের কথা বলা যায়, তুই যদি রাজার নজোরে পড়িস্, এই তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন্ত্রীর নজোরে পড়েচিস্।

মাল। পোড়া কপাল আর কি,—আর শুনিচিস্ জগদম্বা

আবার আমার সঙ্গে ঝকড়া করে, বলে আমি নাকি তার ভাতারকে মন্ত্রণা দিচ্চি।

মল্লি। আহা, তাঁর ভাতারের যে রূপ, পাড়ার মেয়েরা কাজেই পাগল হয়। পেট্ এম্নি বেড়েচে, নাই চুল্কোবার যো নেই, হাত তত দূর যায় না; বর্ণটিতো ভেলকালী, তাতে আবার এক এক খানি দাদ হয়েচে, চেহারার চটক্ দেখে কে? ঠোঁট দুখানি যেমন কাল তেমনি মোটা, কসের কাছটি শাদা, আর অল্প অল্প লাল। চক্ষু দুটি যেমন ছোট তেমনি খোল্লো, তাতে আবার আড়্ নয়নে চাওয়া হয়। তুমি যদি ভাই রাগ না কর তোমার বাড়ী ওরে এক দিন আনি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।

মাল। তা না কল্যেও ও ক্ষান্ত হবে না।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। তোমরা কি পরামর্শ কর কি হয় তার ভাব ভক্তি বুঝ্তে পারি না।

মাল। আমরা অবলা, পরামর্শ আবার কি কর্‌বো। তুমি সর্ব্বদাই অস্থির হোয়ে বেড়াও কেন?

রতি। যার জ্বালা সেই জানে, সদাগরি কত্তে হয় তো বুঝ্তে পারি; পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করা আর ঝাপ্টাকাটা সহজ কর্ম্ম।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনি দিন কত বাড়ী থাকুন, মালতীকে বানিজ্য কত্তে পাঠান, দেখ্তে দেখ্তে আপনার ঘর টাকায় পরিপূর্ণ করে দেবে।

রতি। মল্লিকে, তুই তায় জ্বালাস্‌নে ভাই, তোর ভাতার মচ্চে লিখে লিখে, তুই টিপ্ কেটে আঁচল ধরে ইয়ার্কি দিতে এইচিস্।

মল্লি। আমার ভাতার আমায় এমনি ইয়ারকি দিতে বলেচে।

রতি। তবে দাও।

বিনায়কের প্রবেশ।

মল্লি। (বিনায়কের নিকটে গিয়া) তুমি আমায় টিপ্ কেটে ইয়ার্‌কি দিতে বলনি? সদাগর মহাশয় টিপ্ দেখে রাগ কচ্চেন।

বিনা। দেখ, তোমার বোনাই যেন টিপ্ চেটে খান্ না।

রতি। বিনায়ক তুমিও ওদের দিকে হলে।

মাল। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই স্ত্রীতে বেশ বিন্যাস করে।

রতি। তবে পাড়া বেড়াতে টিপ্ কেন?

মল্লি। সদাগর মহাশয়, মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখ্‌বেন, নইলে কোন্ দিন আপনার হাতে টুক্‌নি দিবে।

রতি। তোমরা যে রত্ন চাবি দিলেও যা, না দিলেও তা।

মাল। তুমিও যেমন, মল্লিকে তোমায় খ্যাপাচ্চে।

রতি। আমি তো আর খেপ্‌চিনে।

মল্লি। খ্যাপো আর না খ্যাপো আমি বলে কয়ে খালাস্।

রতি। তুই বাড়ী যা, তোর ভাতার ডাক্‌তে এয়েচে।

মল্লি। বুঝিচি, খেপ্‌বের সময় হয়েচে, আমি চল্যেম, মালতী ঘাটে যাবার সময় ডেকে যাস্—এস ভাই আমরা বাড়ী যাই।

[বিনায়ক ও মল্লিকার প্রস্থান।

মাল। তুমি যার তার কথায় কাণ দাও কেন?

রতি। আমার মন্‌টা বড় উচাটন হয়েচে, শুন্‌চি আমায় ত্বরায় বিদেশে যেতে হবে।

শীল। তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর একা থাকতে পার্‌বো না, তোমায় না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ যে করে, তা আমিই জানি।

রতি। “পথে নারী বিবর্জিতা,” তাকি নিয়ে যেতে পারি, কপালে ভোগ্‌ থাকেতো একাই ভুগ্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার উদ্যান।

জলধরের প্রবেশ।

জল। মালতী এই রমণীয় উদ্যানে জলক্রীড়া করিতে আসে, আমি ত্রিভঙ্গ হোয়ে এই খানে দাঁড়াই, শিস্‌ দিতে থাকি, বংশি-ধ্বনি বিবেচনা করে সেই রমণীমণি রাধাবিনোদিনী আমার নিকটে আস্‌বেন। (শিস্‌ দেওন)। বংশিধারীর মত আর কিছু থাক্‌ না থাক্‌ বর্ণটি আছে। এইতো রূপ, এতেই জগদম্বার গৌরব কত, এমন স্বামী যেন আর কারো হয়নি, একথা এক দিকে সত্য বটে। আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক—কোকিলগঞ্জিনী, স্বরে? না, বর্ণে; বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্ম-চক্ষু দেখ্‌তে পেলে না, কেন তিনি কি অতি লজ্জাশীলা? তা নয়, চোয়াল্‌ দুখানি এম্‌নি উঁচু, নয়নযুগল নয়নগোচর হয় না, যদি

চিত হোয়ে শুয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল ঢেকে থাকে, গড়াতে পায় না এমনি খোল; আহা! যখন হাঁসেন, যেন মুলোর দোকান খুলে বসেন; নাক দেখ্‌লে সূর্পণখা লজ্জা পায়; আর কাজে কাজেই গজেন্দ্রগামিনী, কারণ দুই পায়েতেই গোদ আছে। কথা কন্ আর অমৃত বর্ষণ হোতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল গায় থুতু লাগে। যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেমনি সুভদ্রা, যেমন জলধর তেমনি জগদম্বা। (শিস্ দেওন) মালতী আজ্ কি আস্‌বে না? আহা! মালতী যদি আমার মাগ্ হতো, তা হলে যে কি কত্তেম তা কি বল্‌বো। মালতীর নামে একটি কবিতা করি, (চিন্তা।) হয়েচে।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

(পরিক্রমণ ও দূরে অবলোকন) আঃ, কোথায় ভাবৃচি মালতী, এ দেখ্‌চি কি না বিদ্যাভূষণ।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। মন্ত্রিবর, রাজবাড়ীর সমাচার কি?

জল। নিম্ রাজি হয়েচেন্।

বিদ্যা। তবে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে আর অমত নাই?

জল। মহাশয় রাজার মত কখন থাকে, কখন থাকে না, তার নিশ্চয় কি। রাজা, আদুরে ছেলে, আর দ্বিতীয় পক্ষের মাগ, এ তিনই সমান, কখন্ কি চায় তার ঠিকানা নেই, আর চেয়ে না পেলে পৃথিবী রসাতলে যায়।

বিদ্যা। বলি তবে কোন্ পাত্রীটি স্থির হলো?

জল। যাঁহারা পাত্রী দেখিতে অনুমতি পেয়েছিলেন

জল। ছিনে জোঁক, কাঁটালের আটা, আর ভট্টাচার্য্য বামন, অল্পে ছাড়ে না; আপদ্ গেল, আমি আশা কচ্চি মাল[illegible], এলো কি না বিদ্যাভূষণ। (শিস্ দেওন)

মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন,
পাইগো তার।

(নেপথ্যে মলের শব্দ)

মলেতে মোল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার,
বাঁচিনে আর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ।

এইতো আমার মনঃপিঞ্জরের হিরেমন এলো, এখন কেন কবিতাটি বলি না—

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মল্লি। আমরি, আমরি, মর্ম্মেরি ভুল।

জল। মল্লিকে তোমাকে আর বল্‌বো কি—

মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্তমধুব্রতঃ।
আমি মধুব্রত, চতুষ্পদ,—না ষট্‌পদ্।

মল্লি। সত্যের দ্বারে আগড় নাই, যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন।

জল। মালতীর মুখে কথা নাই।

মল্লি। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

মাল। মর্ মর্—মন্ত্রিমহাশয়, আপনি রাজমন্ত্রী, রাজার অধিকারে যত মেয়ে আছে, তাদের সতীত্ব রক্ষা করবেন, আপনার পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি ঘাটের পথে আমাদের এরূপ বিরক্ত করেন, আমরা রাজবাটীতে জানাব

জল। মালতি! যার নামে নালিস কর্‌বে, তারি কাছে বিচার, রাজা ... কিছুই দেখেন না—আমি তোমার সহিত বাদানুবাদ কত্তে চাই না, আমার এই মাত্র বক্তব্য, তোমার বাঁ পায়ের চরণ-পদ্ম অনুমতি করিলেই আমি পায় পড়ে থাকি।

মল্লি। আপনি জগদম্বার সম্বল। জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল, আমরা আপনাকে নিতে পারি?

জল। মল্লিকে, আমি জগদম্বার ছিলেম, কিন্তু মালতী আমায় কিনে নিয়েচে।

মল্লি। মালতী বুঝি ধোপার ব্যবসা আরম্ভ করেচে?

জল। মল্লিকে, তোমার কথাগুলিন যেন আকের টিক্‌লি, আমার হয়ে মালতীকে দুটো কথা বলো, মালতীর জন্যে আমি সর্ব্বত্যাগী হয়েচি।

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।

মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মাল। মহাশয়, আপনি আমায় যেরূপ বল্‌চেন যদি আপনার জগদম্বাকে কেহ এরূপ বলে, তা হলে আপনি কি করেন?

জল। তা হলে আমি পঞ্চাননের পূজা দিই, আর মনে প্রবোধ দিতে পারি, যে আমার মত আরো নিঘিন্নে মানুষ আছে।

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, জগদম্বা যেন মুচি মাগী, আপনি তারে স্পর্শ করেন কেমন করে?

জল। জলশুদ্ধির বচন আওড়াই, তবে সে জাবে যাই, মল্লিকে, "গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি" পাঠ করিলে এঁদোপুকুরের পানা পচা জলও শুদ্ধ হয়, তেমনি আমার জগদম্বার স্পর্শ।

মল্লি। তবে আর আমাদের বিরক্ত কচ্চেন কেন?

জল। বার মাস পানাজলে নেয়ে মরি, এক দিন লাল-দিগিতে যেতে ইচ্ছা হয়।

মাল। চল্ মল্লিকে, সন্ধ্যা হলো।

(যাইতে অগ্রসর)

জল। যার জন্যে বুক ফাটে,
সে আমারে এঁকে কাটে।

মালতি! তুমি অধমকে বধ না করে যেতে পার্‌বে না।

(পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান)

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে, কুল॥

মাল। মহাশয়, ঘাটের পথে এরূপ কচ্চেন, কেউ দেখ্‌তে পাবে।

মল্লি। মালতী একেবারে বার আনা রাজি হয়েচে, এখন কেবল স্থানাভাব।

জল। মল্লিকে, তুমি আমার বিন্দে দূতী, যাতে মালতী যুবতী লাভ হয় তার উপায় কর।

মল্লি। মহাশয়, পায় পড়ারে পারা ভার, আপনার উপর মালতীর দয়া হয়েচে, আপনি এখন স্থান আর দিন স্থির করুন। মালতীর বাড়ীতে আপনি কি যেতে পারেন না?

জল। আমার খুব সাহস আছে, কিন্তু পরের বাড়ীতে যাওয়া প্রাণ হাতে করে; একাজে মারামারি কথায় কথায়। তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার না?

মল্লি। আর জগদম্বা যদি দেখ্‌তে পায়?

জল। আমি আট্ ঘাট্ বন্দ কর্‌বো, সে দিকে কারো যেতে দেব না। (চাবি দিয়া) এই চাবিটী রাখ, কল্য সন্ধ্যার পর কেলি-

গৃহের চাবি খুলে তোমরা তথায় থাক্‌বে, আমি অবিলম্বে হুজুরে হাজির হবো।

মল্লি। পাকা হয়ে রইল, এখন পথ ছাড়ুন, আমরা ঘাটে যাই।

জল। দেখ যেন ভুলো না।

মল্লি। মহাশয়, প্রেমের তারে হাত পড়েচে, আর কি ভোলা যায়?

যার সঙ্গে যার মজে মন।
কিবা হাড়ী কিবা ডোম।

মাল। তুই যে এখনি অবশ হলি।

মল্লি। আড় নয়নের এমনি জোর।

জল। মালতি, তুমি যে শাড়ীখান্ পরে সে দিন রাজবাড়ী গিয়েছিলে, সেই শাড়ীখান্ পরে যেও।

মল্লি। আমি কেবল ধামাধরা, মন্ত্রি মহাশয়, আমায় কিছু বল্যেন না, এত অপমান, আমি যাব না।

মাল। না গেলে, আমারি ভাল।

জল। মল্লিকে, তুমি আর এক দিন যেও।

মল্লি। না, আমি কালই যাবো—মালতি, তোর মনে এই ছিল, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল, আমি সদাগরকে বলে দেব।

জল। না মল্লিকে, তারে বল না, আমি কারো বঞ্চিত করবো না।

মাল। বল্লিই বা, মন্ত্রিমহাশয় কি, আমায় দুটো খেতে দিতে পারবেন না?

জল। মালতি, তোমায় আমি মাথায় করে রাখ্‌তে পারি, কেবল জগদম্বার ভয়, সে কথায় কথায় মারে ধরে।

মল্লি। (জগদম্বাকে দূরে দেখিয়া) বল্‌তে না বল্‌তে, ঐ দেখ দশ দিক্ আলো করে জগদম্বার উদয় হচ্চে।

জল। তাইতো, আমি যাই, মালতি, মনে রেখ—

জগদম্বার প্রবেশ।

জগ। ও পোড়াকপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ী যাওয়া, তোমার আর মরণের জায়গা নেই, ঘাটের পথে পোড়া-কপাল পোড়াচ্চো।

জল। (মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) ওঁরাই আমারে ডেকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন, আমি কি কারো দিকে উঁচু নজোরে চাই।

[জলধরের প্রস্থান।

জগ। পাড়ার্ পোড়াকপালীরে, পাড়ার্ সর্ব্বনাশীরে, পাড়ার সাত গতর খাগীরে, পাড়ার গস্তানীরে, পাড়ার পাড়াকুঁদুলীরে, এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার কত্তে যায়; ঘাট মানে না, পথ মানে না, মাঠ মানে না, বড় লোক দেক্‌লে ডেকে কথা কয়; ও মা কোথায় যাব, কি লজ্জা, কলি কালে হলো কি, যেমন দিই-চিস্ তেমনি পেইচিস্, ভাল দিয়ে আস্‌তিস্ মন্ত্রীর মাগ্ হতে পেতিস্।

মাল। হ্যাঁগা বাছা, আম্‌রা কি দেশে আর লোক পেলেম্ না, তোমার "পঞ্চরত্ন" নিয়ে টানাটানি কচ্চি।

জগ। আমি আর ছেনালের কথায় ভুলিনে, আমি স্বচক্ষে দেখিচি, পোড়াকপালীরে ঘরে থাকুতে না পারিস্, নাম লেখাগে, নতুন নতুন পুরুষ পাবি, কত রাজা পাবি, কত মন্ত্রী পাবি।

মল্লি। মাগী সকল গায় থুতু দিলে গো, আয় ভাই ঘাটে যাই, গা ধুইগে।

মাল। বাছা আমরা নাম লেখাব কি দুঃখে? আমাদের সিন্দুক পোরা টাকা রয়েচে, বাক্স পোরা গহনা রয়েচে, প্যাঁটরা পোরা কাপড় রয়েচে, সোনার চাঁদ ভাতার রয়েচে, তাদের যেমন মনোহর রূপ, তারা তেমনি আমাদের ভাল বাসে, তোমার যেমন পোড়ার বাঁদর ভাতার, তেমনি তোমাকে ঘৃণা করে, তোমারি উচিত নাম লেখান—

মল্লি। তা হলে লোকের একটা উপকার হয়—

জগ। আমি বেশ্যা হলে আমারি পরকাল যাবে, লোকের উপকার হবে কি?

মল্লি। পুরুষদের রাতবেড়ান দোষটা সেরে যায়।

জগ। আমি সব কথা তোদের ভাতারকে বলে দেব, তোরা পাড়া মজালি, তোদের জন্যে কেউ ভাতার নিয়ে ঘর কত্তে পারে না।

মল্লি। আমরা হাজার মন্দ হই, তুমি যদি ঘরের ছেলে শাসিত করে রাখতে পার, কেউ তারে যাদু করে নিতে পার্‌বে না।

জগ। আমি তা আর চাবি দিয়ে বাক্সর ভিতর রাখ্‌তে পারিনে, তোরা যদি ওরে ত্যাগ করিস্, তা হলে আমি বাঁচি।

মাল। তুমি বাছা পাগল, আমরা কুলকামিনী, আমরা কি কখন পর পুরুষ স্পর্শ করি—যদিও কোন কুলকামিনী কুপথে যেতে ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে পারে না, অমন্ কদাকার, পেটমোটা, ঢেঁকিরামকে কেউ মকের পতি কত্তে পারে?

মল্লি। আমি যদিও পাত্তেম তা আর পারিনে, একে ঐরূপ, তাতে জগদম্বার গোময় মুখে মুখ দিয়েচে, সেই মুখ দিয়ে এতক্ষণ পচা জাবের জল নির্গত হচ্ছিল। যথার্থ বল্‌চি, আমি সে আশা একে বারে ছেড়ে দিলেম—এই ন্যাও বাছা, তোমাদের বৈটক্‌খানার

চাবি ন্যাও, মন্ত্রিবর স্থির করেচেন, কাল সন্ধ্যার পর মাধবীকে লয়ে তথায় কেলি কর্‌বেন। (চাবি দেওন)

মাল। বাছা, তুমি কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের কেলিগৃহে, আমি যে শাড়ী পাটিয়ে দেব, তাই পরে বসে থেকো, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে, আমরা তোমার ভাতারকে নষ্ট কচ্চি, কি তিনি আমাদের নষ্ট কচ্চেন।

জগ। বটে, বটে, কপালে আগুন লেগেচে, এমন করে ড্যাক্‌রা আমার মাতা খাচ্চে, কাল্‌ যদি ধত্তে পারি, এর শাস্তি দেবো, ঝাঁটা দিয়ে বিষ্‌ ঝাড়ান্‌ ঝাড়্‌বো, মালতি তুই শাড়ীখান পাটিয়ে দিস্‌ বাছা।

[জগদম্বার প্রস্থান।

মল্লি। ভাল মজার কল পাতা গেল, এখন ইঁদুর পড়্‌লে হয়। আমরা ভাব্‌ছিলাম, মাগীকে খুঁজে পাটিয়ে দিতে হবে, মাগী কিনা আপ্‌নি এসে উপস্থিত।

স্বুরমা এবং কামিনীর প্রবেশ।

মাল। কামিনীর যেমন রূপ, তেমনি বর জুটেচে, কামি-নীর অঙ্গে কোন খুঁত নেই, কাঁচা সোনার মত বর্ণ, মুখখানি যেন ছাঁচে তোলা, চক্ষু দুটি যেন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েচে, এমন মেয়ে নইলে রাজসিংহাসনে কি শোভা পায়? মল্লিকে, দেখেচিস্‌, কামিনীর চুল মাটিতে লুটিয়ে যায়। (চুল দর্শায়ন)

স্বুর। মহারাজের সহিত কামিনীর বিবাহের কথা হচ্চে বটে, কিন্তু আমি তা দিতে দেব না—আমার কচি মেয়ে, শক্কুর

মুখে ছাই দিয়ে, গত বৎসরে পনের বৎসরে পড়েচে, আমি এমন বালিকা তেজ্‌বরে রাজাকে দিতে পারি? বাছা শাস্ত্রে বলে—

যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ
কিং কুলেন ধনেন বা॥

মল্লি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আপনিই মায়ের মত মা, অন্য মায়ে কেবল টাকা খোঁজে, আর মান খোঁজে, আপনি কেবল পাত্রের গুণ খোঁজেন।

সুর। বাছা, আমার সাত নাই, পাঁচ নাই, একটি মেয়ে, আমি কি প্রাণ ধরে অসাজন্ত বরে দিতে পারি? আমার কামিনীর যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, কেউ বাড়ী বেড়াতে এলে, বাছা আহ্লাদে আট্‌খানা হন্‌, কত যত্ন করেন, কত আদর করেন, কত কথা বলেন। গল্প শুন্‌তে বড় ভাল বাসেন্‌, কত শাস্ত্র শিখেচেন, কত পুঁতি পড়েচেন।

মাল। রাজার বয়স্‌ অনেক হয়েছে তার সন্দেহ কি, তাতে আবার বড়রাণীর সঙ্গে যে ব্যবহার করেচেন, তা কামিনীই যেন জানে না, আপনার তো স্মরণ আছে, আমাদেরও একটু একটু মনে পড়ে।

সুর। সে কথায় আর কাজ্‌ কি।

মাল। তা মা, আপনার কামিনী যে রূপবতী, কামিনীকে যে বিয়ে কর্‌বে, সেই রাজা হবে।

সুর। মা, যার মনের সুখ আছে, সেই রাজা; আমার কামিনীর যদি মনের মত বর হয়, আর জামাই যদি কামিনীকে ভাল বাসে, তা হলে, তার সুখে কামিনী রাণী, কামিনীর সুখে সে রাজা।

মাল। আপনার যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই হবে;

সুর। আমি ভাল ছেলে পেলেই বিয়ে দেব, কারো নিষেধ শুন্‌বো না, ওঁরা রাজবাড়ীতে কর্ম্ম করেন, ভাবেন, রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ে সুখী হবে।

কামি। মল্লিকে তুমি কাল আমাদের বাড়ী যেতে পার্‌বে? আমি একখানি নতুন্ পুঁতি পেইচি, তোমার সঙ্গে একত্রে পড়্‌বো।

মল্লি। কি পুঁতি পেলে ভাই, রাজা দিয়েচেন না কি?

কামি। আমি ফুল তুলে আনি।

[কামিনীর প্রস্থান।

মাল। তুই এমন লজ্জা দিতে পারিস্, অন্য মেয়ে হলে, তুই যেমন, তেমনি জবাব পেতিস্।

সুর। মল্লিকে ছেলে কাল হতে এমনি আমুদে।

মাল। কামিনীর মত্ কি, তা জান্‌তে পেরেচেন?

সুর। কামিনী বালিকে, ওকি ভালমন্দ বিচার কত্তে পারে, না ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে। ভাবভক্তিতে বোধ হয়, রাজাকে বিয়ে কত্তে কামিনীর ইচ্ছে নেই।

মল্লি। তা রাজাকেই দেন, আর অন্য কাহাকেই দেন, মেয়ের বয়েস হয়েচে, বিয়ে দিতে আর দেরি কর্‌বেন না।

মাল। কেন, তোমায় কামিনী কিছু বলেচে নাকি?

মল্লি। বলুক্ আর না বলুক্, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মাল। তুমি কি এমনি বয়সে বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছিলে?

মল্লি। মনের কথা খুলে বল্যেই পাগল বলে, আমিই হই, আর তুমিই হও, আর কামিনীর মাই হন্, সকলেই এক সময়ে

পাগল হয়েছিলেন। কামিনীর মনের ভাব যে বুঝতে পারে, সেই বল্‌তে পারে, কামিনী বিয়ে কত্তে চায়; কি না।

সুর। কামিনীর ইচ্ছে হয়েচে কিনা, তা ধর্ম্ম জানেন, কিন্তু আমার ইচ্ছে ত্বরায় বিয়ে দিই, বেশ, দুটিতে আমোদ আহ্লাদ করে, পড়া শুনা করে, কথোপকথন করে, দেখে সুখী হই।

মল্লি। (বিজয় ও কামিনীকে দেখিয়া) ঐ দেখ তোমার কামিনী বর নিয়ে আস্‌চে।

দুটি ছোট ছোট গোলাপ ফুল হস্তে
কামিনীর প্রবেশ।

একটি বড় গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর পশ্চাৎ
বিজয়ের প্রবেশ।

সুর। কি মা কামিনী, ভয় পেয়েচ—আপনি কে বাছা? এই নবীন বয়েসে কার সর্ব্বনাশ করেচ বাপু? তোমার মা কি করে প্রাণ ধরে আছে বল দেখি? তুমি কি দুঃখে তপস্বী হয়েচ বাপ্? আমার কামিনী কি তোমায় কিছু মন্দ বলেচে?

বিজ। না মা, আপনার কামিনী অতি সুশীলা, কামিনীর মুখে কখনই মন্দ কথা বার হতে পারে না—আমি এই রাজ-বাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হয়ে বকুল-তলায় বিশ্রাম কচ্ছিলেম, ইতিমধ্যে কামিনী সেখানে গিয়ে ফুল তুলতে লাগ্‌লেন, এই ফুলটি অনেক যত্ন করেও পাড়্‌তে পাল্লেন না, কাঁটার ভিতর যেতে পাল্লেন না, ফুল পাড়্‌তে না পেরে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন, আমি বিবেচনা কল্লেম, আমায় পেড়ে দিতে বল্‌চেন, আমি কাঁটার ভিতরে গিয়ে অনেক যত্নে ফুলটি পাড়্‌লেম, আমি যতক্ষণ ফুলটি পাড়্‌তে লাগ্‌লেম, কামিনী ততক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার বোধ

হলো, গোলাপটি কামিনীর মন অতিশয় মোহিত করেচে, ফুলটি তুলে কামিনীর হাতে দিতে গেলেম, কামিনী লজ্জা বোধ করে এ দিকে এলেন, আমি কামিনীর মনোরঞ্জন এই গোলাপটি হাতে করে কামিনীর পশ্চাতে এলেম।

সুর। ফুল নাওনা মা, কোন ভয় নেই—ইনি সামান্য তপস্বী নন, ইনি কোন দেবতা, স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে তপস্বীর বেশে বেড়াচ্চেন—তুমি ফুল পাড়্‌তে পাল্লে না, তপস্বী পেড়ে দিলেন, তা নিতে দোষ কি?

কামি। আমি ছুটি আপনি তুলে এনিচি।

সুর। তা হক্, আর একটি ন্যাও।

মল্লি কামিনীর সাহস হবে, জটাধারী তপস্বীর হাত হতে ফুল নেবে? তপস্বী, আমার হাতে দাও আমি কামিনীকে দিচ্চি।

বিজ। আচ্ছা আপনিই কামিনীকে দেন। (ফুলদান)।

মল্লি। কামিনী, আমার হাতে নিতে ভয় আছে!

(কামিনীর ফুল গ্রহণ)

কামি। এ ফুলটি খুব নস্ত।

মল্লি। হর পূজে বর মিল্লো ভাল,
এতদিনের পর বুঝি তপস্বিনী হতে হলো—

কামি। আমি ঘাটে যাই, (কিঞ্চিৎ গিয়া) মল্লিকে আস্‌বে?

সুর। বাছা, তুমি কেমন করে এমন বয়সে জননীকে ফাঁকি দিয়ে এসেচ? তোমার শোকে তোমার মা আত্মহত্যা করেচেন—আহা, এমন ছেলে যাকে মা বলে, তার সার্থক জীবন, তার প্রাণ প্রফুল্ল হয়, তোমার মা কি আছেন?

বিজ। মা গো, আমার জননী তপস্বিনী, তিনি দিবানিশি জগদীশ্বরের ধ্যান করেন, আমি যখন মা বলে তাঁর পর্ণকুটীরে

প্রবেশ করি, তিনি অমনি আমাকে কোলে লয়ে মুখ চুম্বন করেন, আর কারো সঙ্গে কথা কন্ না, তাঁর একটি সহচরী আছে, সেই সর্ব্বদা কাছে থাকে।

সুর। আহা বাছা, তুমি যাকে মা বলে ডাকো, তার কিছুরি অভাব নাই, তোমার জননী, কুঁড়ে ঘরে তোমায় কোলে করে, গণেশজননী হয়ে বসে থাকেন।

মাল। তোমার বয়স্ কত হবে?

বিজ। আমার বয়সের কথা মাকে জিজ্ঞাসা কল্লে তিনি আমার মুখ চুম্বন করে রোদন কত্তে থাকেন, কোন প্রত্যুত্তর দেন না, আমি তাঁকে ও কথা আর জিজ্ঞাসা করিনে, বোধ করি, সতের বৎসর হবে।

মল্লি। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

মল্লি। তুমি এমন করে বেড়াও কেন, রাজার বাড়ি কোন কর্ম্ম নিয়ে এই খানে বাস কর, তোমার মাকে প্রতিপালন কর।

বিজ। মা গো, আমি জননীর অমতে কোন কর্ম্ম কর্ত্তে পারিনে, জননী যদি মত দিতেন, তবে এত দিন আমি সুবর্ণ নগরের রাজমন্ত্রী হতে পাত্তেম, সেখানকার রাজা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা দানও কত্তে চেয়ে ছিলেন। জননী এ কথা শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক, রোদন কত্তে লাগ্‌লেন, তদবধি বিষয় আশায় জলাঞ্জলি দিয়েচি, এক্ষণে কেবল তদ্‌গতচিত্তে পূর্ণব্রহ্মের আরাধনা কচ্চি, আর জননীর সেবায় রত আছি।

মল্লি। যদি আপনার জননী মত দিতেন, তা হলে কি রাজকন্যাকে বিয়ে কত্তেন?

বিজ। রাজকন্যার রূপ লাবণ্য উত্তম বটে, কিন্তু তাঁর যে অহঙ্কার, তাতে আমার মত দুঃখী, তাঁর কাছে প্রীতি পেতে

পারেনা, আমি স্থির করেছিলেম, জননী যদি অমত না করেন, তবে মন্ত্রীর কর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বো, কিন্তু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌বো না।

সুর। আহা! বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী, তুমিই তাঁর সর্ব্বস্ব ধন, বোধ করি, তিনি বড় দুঃখিনী। তুমি যদি আমাদের বাড়ীতে এক দিন এস, তোমার কাছে তোমার জননীর সকল কথা শুনি, আমাদের বাড়ীর ঐ মন্দির দেখা যাচ্চে—চল্ মালতি, আমরা ঘাটে যাই, বেলা গেল।

[বিজয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজ। একি তাপসের মন!—অচল অটল
হরিণনয়না মুখ পুণ্ডরীক হেরে—
এমন ব্যাকুল? যেন মণিহারা ফণি,
কিম্বা সরোবরনীরে—মোহন মুকুর—
বিচঞ্চল শশধর কলেবর, যবে
পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে, তাপসের কুল,
কূল হতে লয় বারি কমণ্ডলু ভরি।
কত দেশে শত শত কুলকমলিনী—
অনঙ্গরঙ্গিণী কিবা ত্রিদেব ঈশ্বরী—
হেরেছি নয়নে, কিন্তু হেন নব ভাব
আবির্ভাব কভু নাহি হয় মম মনে—
চলে না চরণ আর সরে না বচন,
পাগলের মত প্রাণ—সতত অধীর—
সজোরে বক্ষের দ্বারে প্রহারে আঘাত,

চপল চরণে যেতে স্থিরসৌদামিনী
পাশে—বালা অচতুরা সরলতাময়,
নলিনী নয়ন টানা সরম তুলিতে।
কামিনীর মুখশশী—নব কমলিনী
নিরমল—হেরি ইচ্ছা দ্বাদশ লোচনে।
সৌন্দর্য্যভাণ্ডার এই অসীম জগৎ;
বিরাজে রতন রাজি কত রূপ ধরে,
সে সব দেখিতে মন হয় উচাটন,
সে সব দেখিতে চেষ্টা অনেকেই করে—
বারি বরিষণ পরে অম্বরের পথে
শরদের শশধর অতি মনোহর,
কে সুখী না হয় হেরে সে শশি মাধুরী?
উষায় অপূর্ব্ব শোভা মানসসরসে—
শিশিরাভিষিক্ত পদ্ম—পতির বিরহে
জলজ সুন্দরী যেন কেঁদেছে নিশিতে—
ফুটিল আনন্দে যেন হাঁসিল সোহাগে
পাইয়ে বিবাগি পতি বিরহিণী বালা
না মুছে নয়ন। করে সন্তরণ সুখে
মরালের মালা, হেঁসে হেঁসে ভেসে যায়
কমলিনী কাছে; সুখী সঙ্গিনীর সুখে।
হেরিলে এমন শোভা কে সুখী না হয়?
মহীধর পরে শোভে কমলার তরু,
কমলা কদম্ব ভার ভরে অবনত—
সুপক্ক সোনার বর্ণ—কামিনী কুন্তলে

যেন মণিপুঞ্জ বিরাজিত মনোহর।
এ শোভা দেখিতে কেবা না হয় ব্যাকুল?—
তপনতনয়া-তটে ময়ূর ময়ূরী,
বিস্তার করিয়া পুচ্ছ নয়ননন্দন
প্রেমানন্দে নাচে সুখে—এ শোভা হেরিয়ে
মোহিত না হয় কেবা এ মহীমণ্ডলে।
বিকালে বারিদ কোলে আলো করি দিক্
উদিলে ইন্দ্রের ধনু—বিবিধ বরণ
নয়ন রঞ্জন—কে না চায় তার দিকে?—
হেরিলে এ সব শোভা প্রকৃতির ঘরে
আনন্দিত হয় মন বিধির বিধানে।
এরূপ আনন্দ জন্য আমি কি আবার
হেরিতে বাসনা করি সে বিধুবদন?
আহা মরি কার সনে কিসের তুলনা!
শশধর সনে দীপ, সিন্ধু সনে কূপ!
যে সুখে হয়েছি সুখী হেরে কামিনীরে,
পবিত্র সে সুখ রাশি, নবীন, নির্ম্মল।
আদরে গোলাপে ধরে—পয়মন্ত ফুল—
কামিনী কোমল করে চাহিলাম দিতে,
সলাজে সরলা বালা তুলিয়ে বদন—
আধ মুকুলিত আঁখি লাজে—হেরিলেন
তাপসের মুখ, হলো সরমে কম্পিত
কামিনী-অধর সুধাধার, সমীরণে
কাঁপে যথা গোলাপের দাম মনোরম।

সে সময় আহা মরি কি শোভা ধরিল
অরবিন্দ-বদনীর মুখ-অরবিন্দ!
নবভাবে মত্ত মন উন্মত্ত হইল—
অবনীর আধিপত্য—অপার সম্পত্তি
রয়েছে বিলীন যাতে—হীন বোধ হলো
সে শোভার কাছে। অবহেলা করিলাম
অমরাবতীর সুখ মনের আনন্দে।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, রবি, শশধর,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগকুল,
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, অধর-কম্পনে
কামিনীর, দীপ্তিমান্, মনের হরিষে।
সরলা সুশীলা বালা হেরিল গোলাপ,
নেবো নেবো মনে কিন্তু নিতে নাহি পারে,
সরম ফিরায়ে নিল কামিনীর কর।
লাজমাখা মুখশশী হেরিলাম যাই
নব বাসনার সৃষ্টি অমনি হইল
মনে—ইচ্ছা হলো ধীরে ধীরে ধরি কর,
করি দান নিরমল পবিত্র চুম্বন,
কামিনীর সুবিমল কপোল-কমলে,
মরালগামিনী কিন্তু—সরমের লতা—
মরাল-গমনে গেলা জননী-নিকটে।
নবীন বাসনা মম—বিমত্ত বারণ—
নিবারণ কিসে করি বিনা বিধুমুখ।

কামিনী কমল-মুখে পাইলাম জ্ঞান,
বিধির সৃজন মধ্যে মহিলাপ্রধান,
পয়োধি প্রবাল ধরে, মণি মহীধর ;
অপার আনন্দ ধরে রমণী-অধর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার কেলিগৃহ।

মহারাজ আসীন।

রাজা। আমায় আবার লোকে কন্যা দান কত্তে চায়, আমি কি নরাধমের ন্যায় কাজ করিচি, আমি কি কাপুরুষ, আমি কি দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় দস্যু, আমি যে অবলাকে শাস্ত্রমত সহধর্ম্মিণী কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে প্রাণেশ্বরী বলে আলিঙ্গন কর্‌লেম, আমি যে অবলাকে পাটরাণী কর্‌লেম, যে অবলার পতিগত প্রাণ ছিল, যে অবলা রাত্রি দিন পতির সুখ স্বচ্ছন্দ কামনা করিত, আমি সেই অবলাকে কি ক্লেশ না দিইচি। প্রমদা আমার খেতে পান নি, পর্‌তে পান নি ; ছোট রাণীর দাসীদের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার ক্রয় হয়েচে কিন্তু বড় রাণী নিজেও বস্ত্র অলঙ্কার পেতেন না। জননী আমার বড়রাণীকে কি কোপ-নয়নে দেখ্‌লেন, এক দিনের তরেও বড় রাণীকে সুখী হতে দিলেন না, আমি জননীকে কিছুই বুঝালেম না, প্রমদার প্রতি তাঁর স্নেহের পুনঃসঞ্চারের কোন উপায় কর্‌লেম

না, মাতা ঠাকুরাণীর বৈরভাব দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ছোট রাণীর নবীন প্রেমে আবদ্ধ হলেম, ভ্রমেও বড়রাণীর দুর্গতির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তেম না, তখন ভবিষ্যৎ ভাবৃতেম না. ছোট রাণীকে লয়ে দিন যামিনী যাপন কর্‌তেম।

ও জগদীশ্বর! আমি অবশেষে কি মূঢ়ের কর্ম্ম করেছিলেম! বড়রাণী মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হলেন, পাপ পৃথিবী পরিত্যাগের বিধান কর্‌লেন। জননী গিয়েছেন, ছোটরাণী গিয়েছেন, আমিই কেবল বড়রাণীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার প্রতিফল ভোগ কর্‌চি। আহা! আমি যদি এরূপ ব্যবহার না কর্‌তেম, আমি আপনার বিবাহের উদ্‌যোগ না করে এত দিনে রাজপুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ কর্‌তে পার্‌তেম। প্রাণেশ্বরি, তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা, তুমি স্বর্গে গিয়েছ, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, আমার নরকেও স্থান হবে না।

সকলে পাগল হয়েচে, নতুবা এমন নরাধমের বিবাহের কথা উল্লেখ করে? আমি কি আর কোন রমণীর পাণিগ্রহণে সাহসী হই। ওরা বিয়ের উদ্‌যোগ করুক, আমি তুষানলের আয়োজন করি। বিদ্যাভূষণের কন্যা দেশ-বিখ্যাত সুন্দরী, তাহার স্বভাব অতি সরল, আমি কি এমন পবিত্র নারীরত্ন গ্রহণ করে তাহাকে যাবজ্জীবন দুঃখিনী কর্‌তে পারি? কামিনীকে দেখ্‌লে, আমার মনে বাৎসল্য ভাব উদয় হয়। ওঃ! কি মনস্তাপ! (চিন্তা)

মাধবের প্রবেশ।

মাধ। মহারাজ, এখন একবার সভাস্থ হতে হবে। বিবাহের রাত্রে যেমন সভা হয়, আজো তেমনি হয়েছে; যে সকল কন্যা দেখা গিয়েচে, তাদের বর্ণনা শুনে অদ্য সম্বন্ধের স্থিরতা হবে।

রাজা। সভার কিরূপ শোভা হয়েচে, বল দেখি।

মাধ। মহারাজ, সিংহাসনের কাছে জাম্বুবান্ পেট উঁচু করে বসে আছেন—

রাজা। তোমার ভাষায় বল্যে, কিছুই বোঝা যায় না।

মাধ। মহারাজ, মন্ত্রী জলধর পেট উঁচু করে বসে আছেন; জলধরকে মন্ত্রী করে রাজত্বের নিন্দা হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রী কেবল নামে, রাজকার্য্যে কোন ক্ষমতা নাই। বিনায়ক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আর সভায় কি দেখ্‌লে?

মাধ। সিংহাসনের ডান দিকে আর্কফলা মাথায় দিয়ে সংক্রান্তি মহাপুরুষেরা নস্য গ্রহণ কচ্চেন। আর কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর ন্যায় বায়াম্ন রকম মুখভঙ্গিমা দেখাচ্চেন (নস্য লওয়া এবং মুখভঙ্গিমা দর্শায়ন) আর ন্যায়শাস্ত্রের বিচার কত্তে কত্তে হাতাহাতির পূর্ব্বলক্ষণ দেখে এইচি।

রাজা। তুমি অধ্যাপকদিগের এরূপ বর্ণনা কচ্চো, তোমার প্রতি তাঁহারা রাগ কত্তে পারেন।

মাধ। মহারাজ, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে, তেমনি নেবে; মহারাজ, এক দিন আমার এক জন ভট্টাচার্য্যের আর্কফলা ধরে টান্‌তে বড় ইচ্ছে হলো, যা থাকে কপালে ভেবে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চৈতন্য ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিলাম, ব্রাহ্মণ চিত হয়ে পড়ে, সাড়েসতেরো গণ্ডা বেল্লিক, মুখ দিয়ে নির্গত কল্যে, আমি সিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বল্যেম, ঠাকুর মহাশয়, অমনি জল হয়ে গেলেন।

রাজা। প্রিয় মাধব, তোমায় মনের কথা বল্‌তে কি, আমি বড় রাণীর শোকে অধীর হইচি, আমি সভাতেও যাব না, বিয়েও কর্‌বো না।

মাধ। মহারাজ, কাণ কাঁদেন সোনারে, সোনা কাঁদেন কাণেরে, চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণদের তিন পুরুষের মধ্যে একটি বিয়ে হয়

না, আপনার বিয়ের নামে দেড় কাহন মেয়ে জুটেছে। আপনি যদি স্পষ্ট বলেন যে বিয়ে কর্‌বেন না, মেয়ের বাজার একবারে নরম হয়ে যায়। মহারাজ, আজ কাল দর খুব বেড়েচে। আমি ভেবেছিলেম, এই বার অল্প দরে একটা শ্যালেখেগো পাঁটি কিনবো, তা মহারাজ, এগোনো যায় না, বাজার ভারি গরম।

রাজা। শ্যালেখেগো পাঁটি কিরূপ?

মাধ। আজ্ঞে এই, গন্না কাটা মেয়ে।

রাজা। মাধব, তুমি যদি যথার্থ বিবাহ কর, আমি উত্তম পাত্রী অন্বেষণ করে তোমার বিয়ে দিই।

মাধ। মহারাজ, মাধবীলতা বিরহে মাধব কি বেঁচে আছে? মাধব মরে ভূত হয়েছে, ভূতের কি আর বিয়ে হয়।

রাজা। মাধব, মাধবীলতা তোমায় বিয়ে করেনি, বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিল, তুমি তাতেই এই ব্যাকুল, আর আমি আমার পাটরাণী প্রমদা বিরহে জীবিত আছি, আশ্চর্য্য!

মাধ। মহারাজ,

মনে মনে মিল,
লেগে গেল খিল,

বিয়ে করি আর না করি, যখন সে আমায় ভাল বাসতো, আমি তাকে ভাল বাসতেম, তখন বিবাহের বাবা হয়েছিল। (দীর্ঘনিশ্বাস) গতানুশোচনা নাস্তি, বিরহ ব্যাটার আজো বিষ-দাঁত পড়েনি।

রাজা। মাধব, অবলা কি প্রবলা! এমন পাগলের মনকেও বিমোহিত করেচে।

মাধ। মহারাজ, সভায় চলুন।

রাজা। গুরুপুত্র সভাস্থ হয়েছেন?

মাধ। আজ্ঞা, তিনি আগত প্রায়; আপনার যেমন মন্ত্রী, তেমনি গুরুপুত্র; মন্ত্রির বুদ্ধিটি বার-হাত কাঁকুড়ের তের হাত

ছিঃ, এমন প্রকাণ্ড পেট, তবু বুদ্ধির কানা বেরিয়ে থাকে, আর গুরুপুত্র তো মার্‌লে কোঁক্ করেন না, পাছে ক উচ্চারণ হয়।

রাজা। বোধ করি, তুমি গুরুপুত্রের বিচার দেখনি, গুরুপুত্র সকলকে পরাজয় করেচেন।

মাধ। মহারাজের গুরুপুত্র, বড় বাপের ব্যাটা, উনি সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ওঁয়াকেতো কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে পারে না, যদি কেহ ওঁয়াকে লক্ষ্য করে তর্ক কত্তে চায়, খোসামুদেরা অমনি বলে "এ অতিব্যাপকতা, গজেন্দ্র গণেশ গজানন তর্কপঞ্চাননের পুত্রের সহিত তর্ক কাহারো সম্ভবে না।" মহারাজ, পরীক্ষা করা সহজ, দেওয়াই কঠিন। বাঁধা বাঘের ন্যাজ টান্‌লিই যদি বাঘ মারা হয়, তবে গুরুপুত্র সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করেছেন। মহারাজ, তর্কালঙ্কার মহাশয় আমারে বলেচেন, গুরুপুত্র কিছুই জানেন না, কেবল সভার দিন খুঁজে খুঁজে, হাতে বহোরে নম্বা, আসর গরম করা, গোটা কতক কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান, আর সকল লোকে ধন্য ধন্য করে।

রাজা। তুমি এত সংবাদ কোথায় পাও?

মাধ। মহারাজ, আমার কাছে মেকি চালান ভার। সভায় চলুন, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।

[মাধবের প্রস্থান।

রাজা। যে মনোমোহিনী বিনে বিমনা এ মন—
স-নীর নয়ন সদা সরে না বচন।
সে বিনে সান্ত্বনা এ মনে কেমনে করি,—
কেশরী-কামিনী বিনে কে তোষে কেশরী?

প্রাণ পরিহরি পাপ করি পরাভূত।
মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসুত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

জলধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পণ্ডিতগণ,
ঘটকগণ ইত্যাদি আসীন।

বিনা। গুরুপুত্রকে সংবাদ পাঠান যাক্।

বিদ্যা। মহারাজের আস্‌বের সময় হয়েছে, গুরুপুত্রের এই সময় আসাই কর্ত্তব্য।

মাধবের প্রবেশ।

মহারাজের আস্‌বের বিলম্ব কি?

মাধ। আর বিলম্ব নাই—মন্ত্রী মহাশয়! পেট্ গুড়িয়ে নেন্, পেট্ গুড়িয়ে নেন্, মহারাজ আস্‌চেন।

বিদ্যা। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীরতো কোনরূপ পীড়ায় আচ্ছন্ন হয় নি? "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"।

বিনা। মহারাজ শারীরিক উত্তম আছেন, কিন্তু মানসিক বড় অসুখী।

প্রথম পণ্ডিত। "চিন্তাজ্বরোমনুষ্যাণাং"—প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর বিরহটা অতি প্রচণ্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্য্য কি? ভার্য্যার বিয়োগে গৃহশূন্য বলে।

জল। অসারে খলু সংসারে,
সারং শ্বশুরকামিনী—

যা হক্ এখন পুরাতন অনল তোলা কর্ত্তব্য নয়।

বিদ্যা। শোক সম্বরণ পুর্ব্বক পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে মহারাজের মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।

রাজার পুত্র নাই সুতরাং বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম পণ্ডিত। পুং—ত্র, পুত্র, পুং নামে যে নরক আছে, তাহা হইতে কেবল পুত্রের দ্বারাই ত্রাণ হয়, এই জন্য পুত্র না থাকলে, দ্বিতীয় পক্ষেই হউক, আর তৃতীয় পক্ষেই হউক, বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে
সে কেবল পিত্তি রক্ষে।

বিদ্যা। মাধব, স্থিরোভব।

গুরুপুত্রের প্রবেশ।

জল। প্রভুর আগমনে সভা পবিত্র হলো, প্রভুর চরণরেণুতে মনের গাড়ু মাজলে খুব্ ফর্সা হয়।

গুরু। মহারাজের আসবের বিলম্ব কি?

বিদ্যা। আগতপ্রায়।

প্রথম পণ্ডিত। কিরূপে অনুমান কল্যো, ওহে ও বিদ্যাভূষণ, কিরূপে অনুমান কল্যো ?

বিদ্যা। কেন না হবে, যে হেতু "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ," এই হচ্চে ন্যায়শাস্ত্রের শিরোভাগ অনুমান খণ্ড, ইহাতে সন্দেহ কি ?

প্রথম পণ্ডিত। অত্র কো ধূমঃ কো বা বহ্নিঃ ?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আহা, হা, তুমি কিছুই বুঝ্লে না, তুমি এতে আবার প্রশ্ন কচ্চো ? হস্তিমূর্খের সহিত বিচার !

গুরু। স্থিরো ভব, ও তর্কালঙ্কার ভায়া, স্থিরো ভব, বিদ্যা-বাগীশকে বুঝায়ে দাও।

প্রথম পণ্ডিত। তর্কালঙ্কার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কত্তে যান, তুমি বোঝো কি হ্যাঁ, কেবল ষাঁড়ের মত তুমি চীৎকার কত্তে পারো, ব্যাকরণ জান না, ন্যায়ের বিচার কত্তে এসেচ, আমরা অনেক পড়ে পণ্ডিত হইচি, আজো আমার হাতে ভাতের কাটির কড়া আছে, আমি তোমার সঙ্গে এক সভায় বিচার করি, তোমার শ্লাঘা জ্ঞান কত্তে হয়—

দ্বিতীয় পণ্ডিত। ওহে ও বিদ্যাবাগীশ ! ক্ষান্ত হও, এস্থলে মাধব ধূম—

প্রথম পণ্ডিত। এই বিদ্যা বের্ য়েচে—মাধব হস্তপদ বিশিষ্ট জীব, ধূম অচেতন পদার্থ, মাধব কি প্রকারে ধূম হতে পারে, বল দেখি, এত বড় অর্ব্বাচীন আর আছে।

গুরু। চেঁচাও কেন ; শোন না। তর্কালঙ্কার কি বল্‌ছিলে বলো।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। বিদ্যাবাগীশ, তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, আজ জান্‌লেম, তুমি অতি অপদার্থ।

প্রথম পণ্ডিত। কি বল্‌ছিলে বলো।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এস্থলে মাধব ধূম, রাজা বহ্নি, মাধবের আগমনেই রাজার আগমন উপলব্ধি হচ্চে, এ যদি না অনুমান হয়, তবে অনুমান খণ্ডটা ভাগাড়ে ফেলে দাও, আর তার সঙ্গে তুমিও যাও।

গুরু। তর্কালঙ্কার, আরে ও তর্কালঙ্কার, বিবাদের প্রয়োজন কি? আমি একটা শ্লোক বলি।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞা করুন।

গুরু। ভূত বাসরঃ, ঘোজো ঘন্টা, কেলি কুঞ্চিকা, তিন্দিপালঃ—তন্ন তন্ন করে মীমাংসা কর।

প্রথম পণ্ডিত। এমন শ্লোক ইতিপূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

বিদ্যা। আহা! স্বর্গীয় গজেন্দ্র গণেশ গজানন তর্কপঞ্চাননের ঘরে ন্যায়শাস্ত্রটা পুনর্জ্জীবিত হয়েচে, মূর্ত্তিমান বিরাজ কচ্চে, এমন শ্লোক কি আর কোথায় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। শ্লোকটা আর এক বার পাঠ করুন।

গুরু। ভূত বাসরঃ, ঘোজো ঘন্টা, কেলি কুঞ্চিকা তিন্দিপালঃ।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (স্বগত) বিদ্যাবাগীশকে ভাগাড়ে না পাঠিয়ে, গুরুপুত্রকে পাঠালে ভাল হতো। (প্রকাশে) আজ্ঞা, আমি মর্ম্মই গ্রহণ করিতে অশক্ত, কোন অর্থই সংগ্রহ হয় না, আপনি কোন শব্দ ত্যাগ করে বলেন্‌নি তো?

বিদ্যা। এ কেমন কথা, এ কেমন কথা, (জিব কেটে ঘাড় নেড়ে) গজেন্দ্র গণেশ গজানন নন্দন, দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন, ইনি যদি ভ্রান্তি ক্রমে কোন শব্দ ত্যাগ করেন সে শব্দ ত্যাগেরি যোগ্য।

গুরু। তর্কালঙ্কার কবিতার গভীর ভাব গ্রহণে পরাঙ্মুখ, ব্যাপকতায় পারদর্শিত্ব প্রকাশ কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহাশয়, কবিতার যে গভীর ভাব, ডুবুরী নামাতে হয়—

বিদ্যা। কিও, কিও, তর্কালঙ্কার! গুরুপুত্রের কথায় এই উত্তর।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) গুরুপুত্র বল্লেও হয়, গরুপুত্র বল্লেও হয়।

গুরু। কি হে তর্কালঙ্কার, কি বল্‌চো?

মাধ। আজ্ঞা, আপনার গুণই ব্যাখ্যা কচ্চেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। এ শ্লোক মীমাংসা কর্ত্তে গেলে, অনেক বাদানুবাদ কত্তে হয়, আপনার সহিত তর্ক করা সম্ভবে না। যদ্যপি বিদ্যাভূষণ দাদা অগ্রসর হন, তবে এই বিষয়ের বিচার হয়।

মাধ। উদোর বোঝা, বুদোর ঘাড়ে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়! একটা জলপাত্র আন্‌তে বল্‌বো?

বিদ্যা। ওহে তর্কালঙ্কার, পরাজয় স্বীকার কর, প্রাগ-ল্‌ভ্যের প্রয়োজন নাই।

মাধ। তর্কালঙ্কার মহাশয়, ঢাকের বাদ্য কোন্ সময় ভাল লাগে, জানেন? যে সময়টি চুপ্ করে, আপনি হার মান্‌লেই যদি ঢাক থামে, তবে আপনি হার মানুন।

প্রথম পণ্ডিত। মহাশয়, আপনার পিতার কুশাসন বহন করে কত লোক পণ্ডিত হয়েচে, আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় অপমান কি? শ্লোকের মীমাংসা আপনিই করুন।

গুরু। ভাল কথা—"ভূত বাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা ভিন্দিপালঃ" ভূত বাসরঃ যোজো ঘণ্টা, "ভূত বাসর" অর্থে বয়ড়া "যোজো ঘণ্টা" অর্থে হাতির গলায় ঘণ্টা।—"ভূত বাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ" কেলি কুঞ্চিকা বলে,

ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, "ভিন্দিপাল" অর্থে দেড় হেতে খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্লেই দেড় হাত লম্বা একটি খেটে বোঝাবে, পাঁচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয়—এ সকল অনেক পর্য্যটনে সংগ্রহ করা গিয়াছে; যদি বিশ্বাস না হয়, অমরকোষ আনয়ন কর, একটি একটি কথা মিলিয়ে লও। (পেটে হাত বুলাইয়ে বাতাস দেয়ে।

মাধ। মহাশয়, আপনি এঁদের পক্ষে ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল।

রাজার প্রবেশ এবং সিংহাসনে
উপবেশন।

বিদা। জগদীশ্বর, মহারাজ রমণীমোহনকে চিরজীবী করুন, মহারাজ, পূর্ণ ব্রহ্মের করুণানুকুল্যে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন, পিতার ন্যায় প্রজা প্রতিপালন করুন, পাপাত্মাদিগের বিনাশ করুন।

গুরু। পরমেশ্বর মহারাজের মঙ্গল করুন—মহারাজের বিবাহের দিন স্থির করা বিধেয়, পাত্রী স্থির হয়েছে, সকলেই বিদ্যাভূষণদুহিতা কামিনীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া রাজমহিষীর যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা যে যে পাত্রী দেখে এসেছেন, তাহা বর্ণনা করিলে ভাল হয়।

রাজা। প্রয়োজনাভাব।

গুরু। লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ নির্ব্বাহ হয় না, ঘটকেরা যিনি যাহা দেখে এসেছেন, বলুন, সভাস্থ লোক শুনে বিচার করুন।

রাজা। প্রভুর যে অনুমতি।

বিনা। ঘটক মহাশয়েরা অগ্রসর হউন।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, আমি পাত্রী অন্বেষণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম পারে গমন করেছিলাম, রাজসভায় কাহারো আবিদিত নাই, সেই স্থানেই হরিণপরিহীন-হিমকর-বদনা সীমন্তিনী সম্ভূত হয়, সুবিমল সজীব সরোজিনীর সরোবরই সেই।

মাধ। ঝুমুর ওয়ালীরেও ঐ পার হতে আসে—আপনি রাঢ়ে গিয়েছিলেন, মেয়ে দেখ্‌তে, যে দেশে কাঁচা কলায়ের ডাল, আর টকের মাচ খায়, সে দেশে আবার ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

প্রথম ঘটক। আপনার ভূগোলবৃত্তান্তে যথেষ্ট দখল—কোথায় গঙ্গার পশ্চিম তীর, কোথায় রাঢ়—

মাধ। এ পিট, আর ও পিট, গঙ্গার পশ্চিম তীরেই রাঢ় আরম্ভ।

প্রথম পণ্ডিত। অন্যায় তর্ক করেন কেন? গঙ্গার পশ্চিম তীর পবিত্র স্থান, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন মহিলার অসদ্ভাব নাই।

মাধ। যে একটি আদ্‌টি ছিল, তা বিলি হয়ে গিয়েচে।

বিনা। আচ্ছা, ঘটকের বর্ণনা শোনা যাক্‌।

প্রথম ঘটক। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক পাত্রী দেখ্‌লেম, একটিও মনোনীত হয় না, কোন না কোন দোষ পাওয়া যায়। এক রমণীর অতিপরিপাটী রূপ, চপল চন্দ্রোয় পদার্পণ করেচেন, কিন্তু তাঁর গমনটী স্বাভাবিক চঞ্চল; এক সুলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, প্রীতিপ্রদ পোনেরোয় অবস্থান, কিন্তু তাঁর বচনে মিষ্টতা নাই; এক প্রমদার যেমন গজেন্দ্রগমন, তেমনি মধুর বচন, রূপেরতো কথাই নাই, সুমধুর ষোলোয় আর থাকেন না, কিন্তু তাঁর চাওনিটে কেমন কেমন; এক বিলাসিনী গৌরব-রঙ্গিণী, কোন পুরুষ তাঁর মনে ধরে না, তিনি এ দেমাক্‌ কল্যেও কত্তে পারেন, তাঁর তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণের জ্যোতি, তাঁর শ্রব-

নয়ত লোচন, কপোলযুগল যেমন কোমল, তেমনি সুন্দর; তাঁর কথারতো কথাই নাই,—বীণার বাদ্য, কোকিলার গীত, তার কাছে মিষ্ট নয়, আদরিণী সগৌরবে সুধার সভেরোয় সাঁতার দিচ্চেন; সুধাংশুবদনীর এক দোষ আছে, সেই দোষে সকল সৌন্দর্য্য বিকল হয়েচে—হাঁসলে দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। এই রূপে একটি দুটি দেখিতে দেখিতে দ্বাদশটি মেয়ে দেখা হইল, একটিও মহারাজের যোগ্য বিবেচনা হইল না। অবশেষে চন্দনধামে এক সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, সুপণ্ডিতা, সুলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন, মেয়ে দেখাতে কত মেয়ে এলো, তার সংখ্যা নাই; কেহ বলে, রাজার বয়স্ কত; কেহ বলে, এমন মেয়ে আর পাবে না; কেহ বলে এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই; এইরূপে কামিনীগণ ঘটকদিগকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়, তাহারা ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে পারে না; আমি মেয়েদের কথায় কাজ ভুলি না, আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ্‌লেম, এই কামিনী রাজসিংহাসনের যোগ্য, এবং স্থির কর্‌লেম, যদি আর ভাল না দেখা যায়, তবে এই প্রমদাই মহীপতিকে পতিত্বে বরণ কর্‌বেন।

জল। বয়স্ কত?

প্রথম ঘটক। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে।

মাধ। কিছু দিন খড় গোবর চাই।

প্রথম ঘটক। মহারাজ, পরিশেষে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বিদ্যাভূষণ সত্যপণ্ডিত মহাশয়ের তনয়াকে দর্শন কর্‌লেম; মহারাজ, এমন মেয়ে কখন নয়নগোচর হয়নি, পৃথিবীতে এমন মেয়ে কখন জন্মায় নি, বোধ হয়, ভগবতী আবার মানবলীলা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেচেন; অথবা রামচন্দ্র কলিতে অবতার হয়েচেন, তাঁহার অন্বেষণে পতিপ্রাণা জানকী অবনীতে প্রবেশ করেচেন। এমন ভুবনমোহন রূপ, এমন সরল ভাব, এমন নম্র প্রকৃতি,

কখন দেখা যায় নি ; কামিনী, কামিনীকুলের গৌরব ; কামিনী, কামিনীকুলের অহঙ্কার ; কামিনী, কামিনীকুলের শ্লাঘা। যত রমণী দেখে এসেচি তারা তারা, কামিনী সুধাংশু। কামিনীর হস্ত দুইখানি মৃণাল অপেক্ষাও সুকোমল, অঙ্গুলি গুলি চম্পকাবলী, করতল অতি কোমল, স্বভাবতই অলক্ত-সিক্ত। মহারাজ, এ সকল রাজলক্ষ্মীর লক্ষণ। কামিনী রাজ্ঞী হবেন, তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) আর কোন ঘটক উপস্থিত আছেন?

দ্বিতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে মহা ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালাসঙ্কুল পদ্মা নদী পার হইয়া সত্যবান্ সেনের রাজ্যে উপস্থিত হলেম।

গুরু। আহা! তুমি অতি মনোরম্য স্থানে গিয়াছিলে, সেখানে অনেক ভদ্র লোকের বসতি, কুলীনের বাসস্থানই সেই, সেখানকার রীতি নীতি অতি চমৎকার।

মাধ। সেইতো খয়ে রাঁড়ের দেশ?

গুরু। আহা! এমন কথা কখন বলো না, সত্যবান্ রাজার রাজ্যে বিধবারা তাম্বূল ভক্ষণ করে না, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকে।

মাধ। তবে একাদশীর দিন সেখানে অত খই দই বিক্রী হয় কেন?

দ্বিতীয় ঘটক। একাদশীর দিন সেখানে বিধবারা কেহ কেহ খই দই খেয়ে উপবাস করেন, কেহ কেহ নিরম্বু উপবাস করেন।

বিদূ। কিরূপ মেয়ে দেখে এসেচেন, তাহা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় ঘটক। সত্যবান্ রাজার বাড়ীর অনতিদূরে আমি এক পরমা সুন্দরী রমণী দর্শন কর্‌লেম—সুকেশা, সুনাসা, পক্কবিম্বা-ধরা, পীনপয়োধরা, বিপুলনিতম্বা, কিন্তু রহস্যের বিষয় এই, তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপিও নাকের মধ্যস্থলে একটি নলোক দোদুলা-

স্নান রহিয়াছে, তাহা দেখলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর—আমার হাঁসি আপনিই এলো, মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হলো, আমাকে মারবের উদ্‌যোগ কল্লো—কেহ বলে, হাস্ দিলে ক্যান্; কেহ বলে, মাগীবারী আইচো নাহি; কেহ বলে, হালা পো হালারে অ্যাচ্ছা চরে বৈকুন্টে পাডায়ে দেই। মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নাই, সেখান হইতে পলায়ন কল্যেম।

মাধ। বাঙ্গালরা কি মাত্তে জানে?

দ্বিতীয় ঘটক। তার পরে ধলেশ্বরীর তীরে একটি বাছের বাছ মেয়ে দেখতে পেলেম, বালিকাটির রূপলাবণ্যের তুলনা নাই; লজ্জাশীলা, নম্রা, বিদ্যাবতী। তাঁর নামটি শুনতে বড় ভালও নয়, বড় মন্দও নয়—

মাধ। নামটি কি?

দ্বিতীয় ঘটক। ভাগ্যধরী—নামেতে আসে যায় কি, রূপ গুণ থাকলেই হলো—কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করিলে কমলিনীর সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্যের অন্যথা হয় না। বিবেচনা করেছিলেম, এই বালিকাটিই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত, কিন্তু সভাপণ্ডিত মহাশয়ের দুহিতা দেখে, আর কাহাকেই সুবিহিতা বোধ হয় না। কামিনী, দেবী কি মানবী, তার নির্ণয় হয় না; কামিনী মরাল-গতিতে গমন করেন, আর একা বেণী পদ চুম্বন করিতে থাকে। কামিনী যার সহধর্ম্মিণী হবেন, তাহারি জীবন সার্থক।

তৃতীয় ঘটক। মহারাজ আমি দক্ষিণ পথাভিমুখে গমন করে-ছিলেম—

মাধ। দোর পর্য্যন্ত নাকি?

তৃতীয় ঘটক। আমি কিছু করে আসিতে পারি নাই। মহারাজ, দক্ষিণ দেশের মেয়েরা গাত্রে হরিদ্রালেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায়, যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে।

জল। তাহারা সুন্দরী কেমন?

তৃতীয় ঘটক। চোক্ ছিঁড়ে ফেলি—কালো বর্ণ, খাটো চুল, কোটর চক্ষু, মোটা পেট, যার সাত পুরুষে বিবাহ না করেচে, সেই দক্ষিণে গিয়ে বিবাহ করুক।

মাধ। তবে মন্ত্রি মহাশয়কে পাঠালে হয়।

তৃতীয় ঘটক। একটি পাঁচ পাঁচি মেয়ে দেখ্‌লেম, অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নয়, কিন্তু আবাগের বেটী এম্‌নি কাচা এঁটে শাড়ী পরেচে, আমি অবাক হয়ে রইলেম; যে বিদ্যাধরীরে মেয়ে দেখাতে এনেছিলেন, তাঁদেরও কাচা আঁটা। একে মোটা পেট, তাতে কাচা দিয়ে কাপড় পরা, ষোল হাত শাড়ীর কম চলে না, আমি ভেবে চিন্তে দেশে ফিরে এলেম। মহারাজ, বিদ্যাভূষণ-নন্দিনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, কামিনীর তুল্য সুরূপা রমণী দেবতার দুর্ল্লভ; এমন ধর্ম্মশীলা, সুশীলা মহিলা দেশে থাক্‌তে, বিদেশে পাত্রী অন্বেষণ, বৃথা কাল হরণ মাত্র।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কামিনী যাকে মা বলে, সেইই ধন্যা, কামিনী যাকে পিতা বলে, সেইই সুখী—আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েচে, অদ্য কোন বিষয় নির্দ্ধারিত হতে পারে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জলধরের কেলিগৃহ।

জগদম্বার প্রবেশ।

জগ। আজ্ তোমারি এক দিন, আর আমারি এক দিন, এই মুড়ো ঝাঁ্যাটা মুখে মার্বো তবে ছাড়্বো। পোড়া কপালীর ব্যাটা, এতে বিশ্বাস করে, এই ই আশ্চর্য্য, তাদের হলো সোমত্ত বয়েস্, ভরা যৌবন, তারা ওঁয়ার রসিকতায় ভুলে, দড়োদড়ি ওঁয়ার বৈটকখানায় আস্তে যাচ্চে? পোড়ার মুখ, এই ছলনা বুঝ্তে পারে না, মন্ত্রীর কর্ম্ম করে কেমন করে? সেবার গুণী গয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলান্ডাই ঢলালে, কত মিনতি করে, পায় হাতে ধরে, চুপ্ চাপ্ করিয়ে দিলেম। তাতো লজ্জা নাই, চিচি উলে গেলে আরতো মনে থাকে না। রাগের মাত্তায় যা বলি টলি, মালতীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব্ ধীর, শান্ত। আমার ভয় করে ঐ মল্লিকে ছুঁড়ীকে, ছুড়ী যেন আগুনের ফুল্কি, যার চালে পড়্বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। (আপনার অঙ্গ দর্শন করিয়া) এত বয়েস্ হয়েচে, তবু ভাল শাড়ী খানি পরিচি, কেমন দেখাচ্চে, তা তোর যদিই ভাল লাগে, আমারে বল্লিইত হয়, আমি আবার কালাপেড়ে ধুতি পরি, সিঁত্তেয় সিঁতি দিই, ঝাপ্টা কাটি, মিন্সে তা কর্বে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাক্ দিয়ে বেড়াবে। আমি ঘোম্টা দিয়ে চুপ্ করে বসি, যদি ধত্তে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে মা বলিয়ে নেবো, তবে ছাড়্বো।

নেপথ্যে। (শিস্ দেওন)

জগ। আস্‌চে, আমি ঘোমটা দিয়ে বসি। (ঘোম্‌টা দিয়ে উপবেশন)

জলধরের প্রবেশ।

মাল্‌তী, মালতী, মালতী ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে কুল॥

মালতি, তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না, কিন্তু আমার মনে মনে খুব্ বিশ্বাস ছিল যে, কথা দিয়ে নিরাশ কর্‌বে না।—

মরদ্‌কি বাত্।
হাতিকি দাঁত্॥

আমি এই জন্যে সদাগরকে আরব দেশে পাঠাইবার পথ কর্‌লেম, রাজা এক প্রকার পাগল হয়েচেন, কিছুই দেখেন না, আমি ফাঁকে তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করে লইচি, যে জিনিস আন্‌বের অনুমতি হয়েচে, সে জিনিসও পাওয়া যাবে না, সদাগরও ফিরে আসবে না। সুতরাং তুমি ঘোম্‌টা খুলে প্রেমসাগরে ডুব্ দিতে পার্‌বে। তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, এখন আমার জগদম্বার যা হয়, একটা হলেই, নির্ভয়ে তোমার যৌবন-নৌকার দাঁড়ী হই। (জগদম্বার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে)

মালতী, মালতী, মালতী ফুল।
মজালে, মজালে, মজালে কুল॥

জগ। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) জগদম্বা থাকুতে আমার কপালে সুখ হবে না।

জল। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতি, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, যদি অনুমতি দাও, এক চুঁডে জগদম্বারে জলসই করি, আহা! তুমি হস্তগত হয়েছ, আর আমারে কে পায়; জগদম্বাকে বিয়ে করে এনিচি, একেবারে বৈতরণী পার কত্তে পার্‌বো না, কিন্তু তার বেঁচে মরা, তোমার মন্‌ সাফ্‌ কর্‌বের দাসী হয়ে থাক্‌তে হবে।

জগ। যদি জগদম্বা আমার কথা না শোনে।

জল। না শোনেন, সাঁড়াসী দিয়ে একটি একটি কাঁচা মুলো তুল্‌বো—আহা! জগদম্বা আবার সেই মুলোদাঁতে মিসি দেন, লোকে জিজ্ঞাসা কল্যে বলেন, দাতের শূলুনী হয়েচে।

জগ। জগদম্বা মলে তুমি কি কর?

জল। একতাল গোবর এনে, মুখের একটি ছাপ্‌ তুলে নিই—অমন্‌ কোঠর চক্ষু, অমন মনিপুরী নাক, অমন্‌ হাব্‌সির অধর, অমন্‌ মুলোদন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়নগোচর হবে না। সুতরাং একখান ছাপ্‌ রাখা কর্ত্তব্য।

জগ। জগদম্বা যদি বেরিয়ে যায়?

জল। কি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন্‌, সে দিকে তোপ্‌ পড়ে পড়ে হয়েচে, তাতে আবার বার মাস দশ মাস পেট, লোকে দেখ্‌লে বলে, নকুল সহদেবের জন্ম হবে।—মালতি! তুমি আমার মন্দোদরী, এস, আমোদ করি, সে সুর্পণখার কথা ছেড়ে দাও।

জগ। তবে তুমি কি তার ভাই?

জল। এক সম্পর্কে বটে।

জগ। তুমি তার কেমন ভাই?

জল। আমি তার ছি ভাই, এদেশে এমন্‌ মাগ্‌ নেই যে, সময় বিশেষে স্বামীকে ছি ভাই বলে না।—মালতি, আমি প্রেমের

পাঠশালায় ক, খ, লিখি, আমি জানিনে, ঘোমটা আমায় খুল্‌তে হবে, কি তুমি আপনি খুল্‌বে।

জগ। ঘোম্‌টা খুল্‌বের সময় হলে আমি আপনিই খুল্‌বো। তোমার কথা শুনে, আমার অঙ্গ শীতল হয়ে যাচ্চে।

জল। আমার আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্, রসিকতাটি খুব্ আছে, মেয়ে মানুষকে কথায় তুষ্ট কত্তে পারি।

জগ। তবে গুণী দেশ মাথায় করেছিল কেন?

জল। তার কারণ ছিল—তখন আমি জানতাম, মুখ ফুটে বলতে পার্‌লেই মেয়ে মানুষে নিরাশ করে না, আমি আগে কিছু সূত্রপাত না করে, গুণীকে একটা তামাসা করে ছিলাম. ছেলেমানুষ, তামাসা বুঝ্‌তে পারে নি, হিতে বিপরীত করে ফেল্‌লে।

জগ। তুমি যথার্থ বল, তারে কি বলেছিলে।

জল। মালতি, তোমার কাছে মিথ্যা বল্যে চোদ্দ পুরুষ নরকে যায়—আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিনি—এই বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্যেম, গুণো, তোমার স্বামী দেশে নাই, কোকিলের ডাক্ কেমন লাগে? ছোট লোকের মেয়ে, এই কথাতেই কেঁদে ফেল্‌লে। ছোট লোকের ঘরে সতী থাকে, তাকি আমি জানি? তা হলে কি অমন কথা বলি—এমনিই বা কি বলিচি, হেসে উড়িয়ে দিলেও দিতে পাত্তো।

জগ। তোমার জগদম্বা সতী কেমন?

জল। যার সিন্ধুকে টাকা নাই, তার চোরের ভয় কি? সে সিন্ধুক খুলে শুতে পারে। কিন্তু তা বলে তাকে সাহসী বলা যায় না। জগদম্বার আস্‌বাবের মধ্যে মূলো দাঁত, আর মণিপুরী নাক, তাই রক্ষা কচ্চেন বলেই তাঁকে সতী বল্‌তে পারি নে। তবে তাঁর মনের ভিতর কি আছে, তা জগদম্বাই জানেন। যদি তেমনি

তেমনি পুরুষ লাগে, তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ক দিন রক্ষা হয়? তোমায় দিয়েই কেন দেখ না।

জগ। জগদম্বার উপর তোমার কখন সন্দ হয়েছিল?

জল। আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, কখন হয় নি।—জগদম্বার সতীত্ব মাণিক, তাঁর রূপের গড়ে আটক্ আছে। যদি কেহ অগ্রসর হয়, গড়ের দ্বারে ছুটি মত্তহস্তী দেখে ফিরে আসে।

জগ। হাতী এলো কোথা হতে?

জল। বাছার ছুই পায়েতে ছুটী গোদ।

জগ। (ঘোমটা খুলে) তবে রে আঁটকুড়ীর ব্যাটা, এমনি উন্মত্ত হয়েচ, মাগকে বাছা বল্‌চো, তোমার আদ্ হাত দড়ী যোড়ে না, যে গলায় দাও?

জল। ও মা তুমি! ও মা তুমি! সর্ব্বনাশ করিচি, কেউটে সাপের ল্যাজ মাড়িয়ে ধরিচি! জগদম্বা, রাগ করোনা, আমি তোমা বই আর জানি নে—

জগ। (ঝ্যাঁটা প্রহার করিতে করিতে) গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, এমন পোড়া কপাল করেছিলেম, এমন পোড়ার দশা আমার, আমায় কেন মুন খাইয়ে মারেনি—আমার আপনার ভাতারের মুখে এমন ব্যাখ্যানা, আমি আজ গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌বো, আমি আজ জলে ঝাঁপ দেবো, তোর সংসার নিয়ে তুই থাক্। (ক্রন্দন) আমার সাত জন্ম অধর্ম্ম ছিল, তাই তোর হাতে পড়েছিলেম।

জল। জগদম্বা, তুমি বই আর আমার কেউ নাই, তুমি রাগ করো না, আমি তামাসা করে বলিচি।

জগ। তুমি আর জ্বালান্ জ্বালিও না, তোমার আর কাটা-ঘায়ে মুনের ছিটে দিতে হবে না। আমি মরি ওঁনার জন্যে,

উনি আমার মুখের ছাপ্ নেন, উনি সাঁড়াসী দিয়ে আমার মুলো দাঁত তোলেন—সর্ব্বনাশীর ব্যাটা, রাগেতে গা কাঁপ্‌চে।

জল। আমার কিছু দোষ নাই।

জগ। আবার ঐ মুখে কথা কচ্চিস্, ঝাঁটা গাছটা গেল কোথায়, আর একবার ভূত ঝাড়ান্ ঝাড়িয়ে দিই। (ঝাঁটা গ্রহণ)

জল। জগদম্বা, আমি তোমারে খুব ভাল বাসি—

জগ। তোর মুখে ছাই, তোর সর্ব্বনাশ হক্, দূর হ এখান হতে (ঝাঁটার আঘাত দ্বারা জলধরকে ফেলিয়া দেওন)। তোর হাতে পড়ে এক দিনের তরে সুখী হলেম না, আমি মরি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝকড়া করে, উনি তাদের কাছে আমার এমনি নিন্দে করে বেড়ান, ছিক্‌লো ছি,—ভাত দেবার ভাতার নন, নাক কাটবার গোসাঁই। আমার বার মাস, দশ মাস পেট, আ-মর্।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) জগদম্বা, আমি তোমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কর্‌চি, আর কখন কোন দোষ হবে না (হস্ত বিস্তার করিয়া) আমি শপথ করে বল্‌চি—

জগ। (জলধরের হস্তে ধাক্কা দিয়ে) আমি মালতীর দাসী, আমার মাতায় হাত দিয়ে দিব্বি কল্লে তোমার মালতী রাগ কর্‌বে।

জল। জগদম্বা, আমাকে মাপ্ কর, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌বো। আমি এই নাকে খত্ দিচ্চি (নাকে খত্ দেওন)

জগ। আচ্ছা, মালতী আর মল্লিকেকে মা বলে ডাক্।

জল। হ্যাঁ, তা তুমি বল্লিই হলো।

জল। আমাকে তুমি বাছা বলেচো, আমার মা বলায় তোমার সম্পর্ক বাদ্‌বে না, বল, মালতী আমার মা, মল্লিকে আমার মা।

জল। মালতী তোমার মা, মল্লিকে তোমার মা।

জগ। সর্ব্বনাশীর ব্যাটা, আমার রাগ বাড়াতে লাগলো, যা বল্‌বি তো বল্‌, নইলে মুড়ো ঝাঁটা গালে পুরে দোবো।

জল। জগদম্বা, যা হোক্, এক রকম চুকে বুকে গেল, এখন আর দিন দুই যাক্, তার পর যা হয়, তা করা যাবে।

জগ। আমার পোড়া কপাল পুড়েচে, আমি তোমারে আর কিছু বল্‌বো না, আমি আত্মহত্যা কর্‌বো, (গালে মুখে চড়াইতে, চড়াইতে) আমারে সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়।

জল। জগদম্বা রাগ করো না, বলি।

জগ। আচ্ছা বলো।

জল। দুজনকেই বল্‌তে হবে? আজ্ এক জনকে বলি, কাল এক জনকে বলবো।

জগ। (গালে মুখে চড়াইতে, চড়াইতে,) আমার এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে।

জল। বলি—আজ্ মল্লিকেকে বলি, কাল মালতীকে বল্‌বো।

জগ। আমি রাঁড় হয়েচি, আমার শাড়ী পরা ঘুচে গেচে, আমি একাদশী কচ্চি, হাতে আর গহনা রেখিচি কেন, (হাতের পঁচে, বাউটি, তাবিজ, খুলে, জলধরের গায় ফেলিয়া) এই ন্যাও, এই ন্যাও, এই ন্যাও।

জল। বলি—কি, কি বল্‌তে হবে—

জগ। বল, মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার মা।

জল। মল্লিকে আমার মা, মালতী আমার—ভাইরে নারে, নাইরে নারে না।

জগ। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (ঝাঁটার আঘাতের দ্বারা জলধরকে ফেলাইয়ে) থাক্, তোর মালতীকে নিয়ে, আমি এখনি মর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

জল। (গাত্রোত্থান করিয়া) এটা ঝকমারির মাস্তুল।—কিসে কি হলো, কিছুই জান্তে পাল্লেম না—যা হোক্, আর দুই এক দিন না দেখে, সম্পর্ক বিরুদ্ধ করা উচিত নয়।

যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে-পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো হতে পারে কাল॥

নেপথ্যে। তোমার নাক কাট্‌বো, কাণ কাট্‌বো, তোমার নাদা পেটা জলধরকে বলি দেব, তার পর ঘরে দ্বারে আগুন দিয়ে গলায় দড়ী দেবো।

জগদম্বার পুনঃপ্রবেশ।

জগ। সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো, সদাগর আস্‌চে, তুমি এদিকে এস, আমার বড় ভয় কচ্চে।

জল। (কাপড় পরিতে পরিতে) তোমার ভয় কচ্চে, আমার হাত পা পেটের ভিতর গিয়েচে, আমি পুকুরের জলে ডুবে থাকিগে।

জগ। পর পুরুষের কাছে রেখে যেওনা; যাও যে! যাও যে! লোকে প্রাণ দিয়ে মাগ রক্ষা করে।

জল। জগদম্বা! আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

[বেগে প্রস্থান।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। তবে মালতী! এই তোমার সতীত্ব, এই তোমার ভাল বাসা—তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধর্ম্ম—তোমরা দাঁড়ে বসো, ছোলা খাও, রাধাকৃষ্ণ বলো, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল কাটো, তুমি যে নেমোকহারামি করেচো, একটি লাটিতে মাতাটি দোফাক করে ফেলি—

জগ। আমি জগদম্বা, আমি জগদম্বা। (ঘোম্‌টা মোচন)

রতি। রাম! রাম! রাম! (জগদম্বার পদদ্বয় দর্শন করিয়া) না, পেত্নী, না, জগদম্বাই বটে—মল্লিকে আমাকে যথার্থই খেপায়, আমায় বলে দিলে মালতী এখানে এসেচে—আমিও তেমনি কাণপাতুলা, বাড়ী না দেখে ওমনি চলে এলেম।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

জগ। একেই বলে চোরের উপর বাট্‌পাড়ি—ভাগ্‌গি পালাইনি, তা হলেই দৌড়ে গিয়ে লাটি মার্‌তো, আর ক্যাঁক করে প্রাণটা বেরিয়ে যেতো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাভূষণের খিড়কির সরোবর।

তপস্বিনীর বেশে কামিনীর প্রবেশ।

কামি। এই রূপেই পাগল হয়, রাজরাণীর বেশ করে দেখ্‌লেম, তা আমায় কিছুমাত্র সাজে না, পরে কত যত্নে এই তপস্বিনীর বেশ ধারণ কল্লেম, আহা! এ পবিত্র বেশে আমায়

কেমন দেখাচ্চে, আমি আপনার বেশে আপনি মোহিত হচ্চি। আহা! সেই নবীন তাপস-জননী দিবা-যামিনী কেবল জগদীশ্বরের ধ্যান করেন,—আমি এই উচ্চ আল্‌সের উপর বসে, সেই দুঃখিনী তপস্বিনীর ন্যায় একবার নির্ম্মলচিত্তে চিন্তামণির ধ্যান করি। (আল্‌সের উপর উপবেশনানন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (স্বগত) কি মনোহর রূপ! কি অপূর্ব্ব শোভা! তৃষিত নয়ন! জীবন সার্থক কর, বড় ব্যাকুল হয়েছিলে। আহা! প্রাণ আমার আর ভিতরে থাক্‌তে পারে না, দ্বার মোচন কর বলিয়া, বক্ষে সজোরে প্রহার কচ্চে। প্রাণ! সেই খান হতেই দর্শন কর, সেই খান হতেই পরিতৃপ্ত হও। কামিনী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেচেন, কামিনী পদচুম্বিত-কেশে জটা নির্ম্মাণ করেচেন, কামিনী পিঙ্গল-বস্ত্রে গাছের বাকল প্রস্তুত করেচেন, ঘাটের আলসে কামিনীর বেদী হয়েচে। আহা! এবেশে কামিনীর লোকাতীত রূপ লাবণ্য কি রমণীয় হয়েচে! রাজার উদ্যানে কামিনীকে যেরূপ দেখেছিলেম, তার শতগুণে সুন্দরী দেখিতেছি, আহা! কামিনী যেন স্বয়ং আরাধনা মূর্ত্তিমতী হয়েচেন। কামিনীর এ ভাবের ভাব কি? সেই গোলাপটি কামিনী কেশের উপর রেখেচেন। আমি এই কামিনী-ঝাড়ের অন্তরালে দাঁড়ায়ে কামিনীকে দর্শন করি, ভাব গতিকে ভাব বুঝ্‌তে পার্‌বো। (কামিনী ঝাড়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

কামি। আহা! তপস্বিনী, সেই দুঃখিনী তপস্বিনী দিন-যামিনী এইরূপ ধ্যানে রত থাকেন। আহা! তাঁর মন সতত শান্তি-সলিলে ভাস্‌তে থাকে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) জগদীশ্বর!—রে

অবোধ হৃদয়! রে ক্ষিপ্ত মন! রে পাগল প্রাণ! কার জন্য ব্যাকুল হতেছ? মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে দেবতাকে বাঞ্ছা করা পরিতাপের কারণ। এমত অসঙ্গত আশা কখন করো না। তিনি মনুষ্য নন। জননী দেখিবামাত্র বলেচেন, তিনি ব্রহ্ম লোক পরিত্যাগ করে তপস্বিবেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আমি সেই সময় একবার তাঁর মুখমণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর্‌লেম, লজ্জায় মুখ উঠ্‌লো না। হে গোলাপ! (মস্তক হইতে গোলাপ ফুল গ্রহণ) তোমায় কে চয়ন করেচে? তোমায় কে হাতে করে আমায় দিতে এসেছিল! তুমি তাঁর করকমল স্পর্শ করেছ। আহা! তুমি যখন সেই পদ্মহস্তে অবস্থান করিতেছিলে, আমি দেখ্‌লেম, গোলাপে গোলাপ বিরাজ কচ্চে। গোলাপ, তুমি মলিন হচ্চো কেন? তুমিও কি সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়েচ? তোমার প্রাণও কি তিনি অপহরণ করে গিয়েচেন? তোমার মনও কি কাননে কাননে তাঁর অন্বেষণ করে বেড়াচ্চে! তোমার চিত্তও কি সেই দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে ডাকতে ব্যগ্র হয়েচে? নতুবা তুমি সেই দেবাত্মাকে দর্শনাবধি এই অভাগিনীর ন্যায় শুষ্ক হচ্চো কেন? গোলাপ! তোমার আশা নীতিবিরুদ্ধ নয়, ফুলের দ্বারাই দেবারাধনা হয়; আমার আশা, বিপর্য্যয়।

বিজ। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, না কামিনীর অমৃত বচনে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতেছি। কামিনীর চিত্ত কি সরল, কামিনীর স্বভাব কি উদার, কামিনীর প্রণয় কি পবিত্র— কোথায় রাজরাণী, কোথায় তপস্বিনী; কোথায় স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন, কোথায় পর্ণ-কুটীরে বাস; কোথায় সম্ভ্রান্ত মহিলামণ্ডলীর উপর আধিপত্য, কোথায় দুঃখিনী তপস্বিনীর সেবিকা। মন! স্থির হও, বীণাপাণি আবার বীণায় হস্ত দান করেচেন।

কামি। গোলাপ,—তুমি আমার মনোরঞ্জন, তোমায়

দেখিলে আমি চরিতার্থ হই, তোমায় দিয়ে আমি মানস-মন্দিরে নবীন জটাধারীর পূজা করি, তিনি প্রসন্ন হয়ে অধীনীকে দেখা দেবেন। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফুল প্রদান) কই গোলাপ! দেব্‌তো প্রসন্ন হলেন না, আর কোন্ ফুল দিয়ে তাঁর অর্চ্চনা করি।

কে তোষে কুসুম কুলে তপস্বীর মন?

বিজয়। (প্রকাশে)

কামিনী, কামিনী ফুল তপস্বি-রমণ।

কামি। (লজ্জায় নম্রমুখী)

বিজয়। কামিনি, তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করে অবধি আমি পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। উন্মনা হয়ে ভাবিতে ছিলাম, কি প্রকারে আর একবার তোমার মুখ-কমল নয়নগোচর কর্‌বো। কামিনি, একাগ্রচিত্তে আশা করিলেই আশার সুসার হয়।

কামি। এ আমাদের খিড়্‌কির সরোবর—আপনি এখানে এলেন কেমন করে?

বিজয়। বিধুমুখি, তোমার জননী আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন। তিনি আমার মাতার দুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্যেই আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন, আমি সেই কাহিনী বল্‌তে যত হোক্ না হোক্, তোমার মুখ-কমলিনী দেখ্‌তে তোমাদের ভবনে আস্‌তেছিলেম। বাটীর অনতি দূরে শ্রবণ কর্‌লেম, তোমার জননী ও আর আর সকলে রাজবাটী গমন করেচেন, শুনে একেবারে হতাশ হলেম, ইতি মধ্যে জান্‌তে পারলেম, তোমার শরীর অসুস্থ, তুমি বাটীতে আছ, আরও জান্‌লেম, পদ্মিনীনাথ যখন পদ্মিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময় তুমি এই

সরোবরতীরে ভ্রমণ করে বেড়াও, এই জন্যেই আমি এখানে আগমন করিচি।

কামি। এ যে আমাদের খিড়্কির পুকুর, এ বাগানে তো কখন পুরুষ আসে না, আপনাকে এখানে দেখে, আমার গা কাঁপ্চে।

বিজয়। কামিনি, গা কাঁপ্বার কোন কারণ নাই, তপস্বীরা বনবাসী, বনচর নয়, তারা অপদেবতাও নয়, দেবতাও নয়।

কামি। হে জটাধারী, সে বিবেচনায় আমার কলেবর কম্পিত হচ্চে না। এখানে পাছে আপনাকে দেখে, কেহ কুবচন বলে।

বিজয়। কামিনি, যে যা বলুক, বিচার করে বল্বে, আমি রাজরাণীর কাছেও আসিনি, রাজকন্যার কাছেও আসিনি, কোন গৃহস্থ অবলার নিকটেও আসিনি, আমি আমার সহধর্ম্মিণী নবীন তপস্বিনীর নিকট এসেচি।

কামি। (স্বগত) কি লজ্জা! (অবনতমুখী)

বিজয়। হে তপস্বিনি! যদ্যপি চঞ্চল তাপস আপনার কোন অসম্মান করে থাকে, আপনার ধর্ম্ম বিবেচনা করে ক্ষমা করুন।

কামি। তাপসদিগের মন সরলতায় পূর্ণ; তাঁরা কখন কাহারো অসম্মান করেন না।

বিজয়। কামিনি! আমি তোমার চিত্তের ভাব অবগত হইচি; আমার অন্তঃকরণের কথা শ্রবণ কর—তোমার মধুর স্বভাবে, তোমার সুশীলতায়, তোমার অকৃত্রিম প্রণয়ে, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে, আমার মন মোহিত হয়েচে, আমার তীর্থ পর্য্যটন কল্পনা দূরীভূত হয়েচে, আমার মন সংসারাশ্রম-সুখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছে, আমি স্থির করিচি, যদি তুমি আমার জীবন পবিত্র

কর, তবে আমি তপস্বীর আচার পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই। কামিনি! জগদীশ্বরের আরাধনা সকল স্থানেই সমান সম্পাদন হয়, ভ্রমবশতঃ লোকে বলে, সংসারে থেকে জগদীশ্বরের আরাধনা হয় না। কামিনি, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হলে ধর্ম্ম-প্রতিপালনের সহায়তা ব্যতীত ব্যাঘাত জন্মায় না।

কামি। হে তাপস, আমরা অবলা, অবলার প্রাণ অতি কোমল—আনন্দে অবলার মন একেবারে প্রফুল্ল হয়, নিরানন্দে একেবারে অধঃপতিত হয়, আপনার অদর্শনে আমি উন্মাদিনী হয়েছিলেম, আপনার প্রসঙ্গে যদি কোন অসঙ্গত কথা বলে থাকি, মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি তপস্বিনীর বেশে ধরা পড়িচি, আমার মনের ভাব অব্যক্ত নাই—অধীনীর বাসনানুসারে আপনার কর্ম্ম কত্তে হবে না; দাসীর মতামত কি, প্রভুর সুখেই সুখী, প্রভুর দুঃখেই দুঃখী; আপনি যখন তপস্বী, আমি তখন তপস্বিনী; আপনি যখন সন্ন্যাসী, আমি তখন সন্ন্যাসিনী; আপনি যখন গৃহী, আমি তখন গৃহিণী; আপনি যখন রাজা, আমি তখন রাণী।

বিজয়। সুমধুর বচনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হলো। কামিনি! তোমার অধরদর্শনাবধি অধীর হয়েছিলেম।

কামি। প্রাণবল্লভ—হে তাপস, আমি আপনার জননীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইচি, আমি আপনার বাম পার্শ্বে দাঁড়ায়ে, তাঁকে একবার মা বলে ডাকি আমার বড় ইচ্ছে। প্রাণ-নাথ! তোমার নিকটে জননী তাঁর দুঃখের কথা বলেন না, তুমি পুরুষ, তা শুন্‌তেও ব্যগ্র হও না, আমি তাঁর মনের কথা বার্‌করে নিতে পার্‌বো।

বিজয়। প্রাণেশ্বরি! জননী তোমাকে দেখ্‌লে আনন্দিত হবেন, তোমার কাছে তিনি কোন কথাই গোপন রাখ্‌বেন না। প্রাণাধিকে! এখন কি প্রকারে আমরা প্রকাশ্য পরিণয়ের উপায়

করি। জননী আমার, তোমার স্বভাব চরিত্রের কথা শুন্‌লে পরম সুখী হবেন, তিনি কখন অমত কর্‌বেন না। এখন, তোমার মাতা পিতা কোন আপত্তি না করেন তা হলেই সর্ব্বপ্রকারে সুখী হই।

কামি। হৃদয়বল্লভ, আমি যখন সে ভাবনা করি, তখন আমার আত্মা পুরুষ উড়ে যায়। জননী আমার অতি বুদ্ধিমতী, তাঁর উদার স্বভাব, তিনি ঐহিকের সুখ অপেক্ষা পরকালের সুখ বাঞ্ছা করেন; তিনি শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ অনুসন্ধান করেন। আমার মত জান্‌তে পার্‌লে, তিনি কখন অমত কর্‌বেন না। কিন্তু পিতা আমার, বামন পণ্ডিত মানুষ, আমাকে মহারাজকে দান করে রাজার শ্বশুর হবেন, এই আশাতেই আহ্লাদিত হয়ে রয়েচেন; এ সংবাদ শুন্‌লে আত্মহত্যা করেন কি, কি করেন, আমি তাই ভেবে কাতর হচ্চি।

বিজয়। বিধুবদনি, আমি পাছে তোমার পিতার মনোদুঃখের কারণ হই।

কামি। পিতা, মায়ের কথা কখন কাটেন না, বোধ করি, মা বিশেষ করে অনুরোধ কর্‌লে, অমত কর্‌বেন না—সে যা হয়, পরে হবে, প্রাণবল্লভ, তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ কর্‌লেম, তুমি যেন কখন দাসীকে চরণ ছাড়া করোনা।

বিজয়। পঙ্কজনয়নে! আমার বড় ভয়, পাছে আমা হতে তোমার সরল মনে কোন ব্যথা জন্মে।

কামি। প্রাণবল্লভ! জননী বুঝি এসেচেন, আমায় বাড়ীর ভিতরে না দেখতে পেলে এই দিকে আস্‌বেন।

বিজয়। আদরিণি! আমি তোমার কাছে বসে, সব ভুলে গিইচি, আমি কেবল অনিমিষ লোচনে ঐ মুখচন্দ্র দেখ্‌তেছি—

কিন্তু আমার এক্ষণে বিদায় লওয়াই বিধি; এই অঙ্গুরী তোমার অঙ্গুলীতে দিয়ে যাই। (অঙ্গুরীয়দান)

কামি। তোমায় মা আস্‌তে বলেছিলেন।

বিজয়। কামিনি! সে কথা তোমার মনে করে দিতে হবে না, সে কথা আমার মনে গাঁথা রয়েচে, আমি কাল আবার আস্‌বো—তবে যাই।

কামি। "যাই" অপেক্ষা "আসি" শুন্‌তে বেশ।

বিজয়। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) তবে আসি, (কিঞ্চিৎ গমন) প্রাণাধিকে! একটি কথা জিজ্ঞাসা করে যাই, কাল কখন্ আস্‌বো?

কামি। কাল বিকেলে এসো—জননী বুঝি আস্‌চেন—

বিজয়। আমিও চল্লেম, প্রেয়সি! সুধা ফেলে যেতে পারিনে। শশিমুখি! প্রাণ রইল প্রাণের কাছে।

প্রস্থান।

কামি। প্রাণনাথ বাগানের বার হন্ নাই, মন এর মধ্যে এত ব্যাকুল, এখন সমস্ত রাত্রি যাবে, কাল সমস্ত দিন যাবে, তবে প্রাণনাথের দেখা পাবো। জননী শুনে কি বল্‌বেন তাই ভাব্‌চি; জগদীশ্বর বিপদ্ উদ্ধারের কর্ত্তা। (কিঞ্চিৎ গমন)

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। হ্যাঁ মা কামিনি, সন্ধ্যাকালে একাকিনী পুকুরের ধারে বেড়াচ্চো? একে এই গাটা কেমন কেমন করেচে—ওমা! একি বেশ হয়েচে, অবাক।

সলাজে কামিনীর প্রস্থান।

আমি যা ভেবে ছিলাম তাই, আমি মল্লিকে মালতীকে

তখন বলিচি, বিজয় কামিনীর শুভদৃষ্টি হয়েচে, পরস্পরের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েচে। না হবে কেন? অমন নবীন অপরূপ রূপ দেখলে, কার মন না মোহিত হয়? বাছার যেমন বর্ণ, তেমনি গঠন, কথা গুলিন মধুমাখা। শত্রুমুখে ছাই দিয়ে আমার কামিনীরও মুনিমনোহর রূপ। যদি আমার অনুধাবন যথার্থ হয়, তবে বিজয় কামিনীর বিয়ে দেব, কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না, পৃথিবী সুদ্ধ লোক এক দিকে আর আমি একা এক দিকে—কামিনী লজ্জায় কারো কাছে কিছুই বল্‌বে না, আমি আপনিই জিজ্ঞাসা করবো।—আমার কামিনী রাজরাণী না হয়ে তপস্বিনী হবে! তা মনে কল্যে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়। তপস্বী কি আশ্রমবাসী হবেন না, আমি কি তাঁর জননীর মত্‌ কত্তে পার্‌বো না!

ইতি নিষ্ক্রান্তা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্তের শয়নঘর।

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ।

মাল। তুই তাই ভিতরে ভিতরে এমন রঙ্গ করিচিস্‌; কিন্তু, তাই একটা কাটাকাটি না হয়ে যে অম্‌নি অম্‌নি গেছে সুখের বিষয়। উনি যে রাগী জগদম্বা যে আস্ত মাতা নিয়ে গেচে, তার বাপের ভাগ্যি।

মল্লি। মাগি যে গালাগালি দেয়, ভাবলেম, এই যাত্রায় কিছু হয়ে যায় যাক।

মাল। আমি ওঁরে আজ্ সব্ খুলে বলি ; এর একটা প্রতীকার করুন—জানি কি ভাই, মেয়ে মানুষের চরিত্র চিনের কাগচ, জলের ছিটেয় গলে যায়, কোন্ দিন কে কি রটিয়ে দেবে।

মল্লি। তা হলে আমোদ বন্দ হয়।

মাল। ভাই, গৃহস্থের মেয়েদের এই আমোদে আপদ্ ঘটে।

মল্লি। বোধ হয়, এ ঝ্যাটার পর আর আসবে না।

মাল। পাগলের কি জ্ঞান জন্মায় ?—রাজমন্ত্রী বটে, কিন্তু এক কড়ার বুদ্ধি নাই—পোড়ার মুখো মিন্‌সে ভাবে, উনি রাজি হলেই অর্দ্ধেক কর্ম্ম গোচাল।

রতিকান্তের প্রবেশ।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, জগদম্বা আপনাকে ডেকেচে।

রতি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) শনিবারের আর চারি দিন আছে।

মাল। কেন নাথ, তোমায় এমন দেক্‌চি কেন, তুমি মল্লিকের কথায় উত্তর দিলে না, তোমার বিরস বদন হয়েচে, আমি কি কোন অপরাধ করিচি।

রতি। মালতি, তুমি সহস্র অপরাধ করিলেও আমার বিরস বদন হয় না—যাতে আমি নিরানন্দ হইচি, তা এতেই প্রকাশ হবে। (পত্র দান)

মাল। এ যে রাজার মোহর, রাজার স্বাক্ষর।

মল্লি। দেখি, দেখি, (পত্র গ্রহণ) বস্ ভাই, আমি পড়ি—(পত্র পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর
কুশলালয়েষু।

যে হেতু অপ্রকাশ নাই, যে, মহারাজ রমণীমোহন রাজকার্য্য পরিহার পুরঃসর সতত নির্জ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন

করেন, রাজ-কবিরাজ দক্ষিণ-রায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, আরব দেশোদ্ভব "হোঁদোল কুঁত্কুতের" বাচ্চার তৈল সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকার হইতে পারে। অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কুঁত্কুঁতের বাচ্চা পাওয়া যায় না, অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি-পত্র প্রাপ্তি মাত্র তুমি আরব দেশে গমন করিবে, আর যত দিন হোঁদোল কুঁত্কুঁতের বাচ্চা না প্রাপ্ত হও, ততদিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারের সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে পায়, তোমাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

যদি এ স্বাক্ষর মহারাজের হয়, তবে তিনি যথার্থই ক্ষিপ্ত হয়েচেন।

রতি। আমার বিরস বদনের কারণ শুন্‌লে—মালতি, আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে এতদিনের পথ যাবো, আর ফিরি কি না সন্দেহ, হোঁদোল কুঁত্কুঁতের নাম শুনিনি, হোঁদোল কুঁত্কুঁতে কোথায় পাবো; আমার সর্ব্বনাশের জন্যেই হোঁদোল কুঁত্কুঁতের নাম হয়েছে।

মল্লি। আমি হোঁদোল কুঁত্কুঁতের বাচ্চা দেখিনি, কিন্তু ধাড়ী দেখিচি; যদি বলো, আমি ধাড়ী হোঁদোল কুঁত্কুঁতে ধরে দিতে পারি।

রতি। মল্লিকে, এ কি তামাসার সময়—কারো সর্ব্বনাশ, কারো পরিহাস। যার নাম কেহ শুনেনি, তুমি তার ধাড়ী ধরে দিতে পারো।

মল্লি। যথার্থ বল্‌চি, আমি হোঁদোল কুঁত্কুঁতে দেখিচি, হোঁদোল কুঁত্কুঁতের উপদ্রবে পাড়ার মেয়েরা ঘাটে যেতে পারে না।

মাল। মল্লিকে যা বল্‌চে মিথ্যে নয়।

রতি। তুমিও বিদ্রূপ কত্তে লাগ্‌লে।

মাল। আমি যখন তোমার দুঃখে আমোদ কচ্চি, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাকবে।

মল্লি। সদাগর মহাশয় আমার কাছে নিগূঢ় কথা শুনুন —মন্ত্রী জলধর ঘাটের পথে আমাদের ত্যক্ত করেন, আমাদিগের দেখে হাঁসেন, গান করেন, কবিতা আওড়ান, আমরা তাঁকে জব্দ কর্‌বের জন্যে মিছে মিছি রাজি হয়ে, তাঁর বৈটকখানায় যেতে স্বীকার করেছিলেম, তার পর জগদম্বাকে আমাদের বদলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার পর যা, তা তুমি জান। এক্ষণে মন্ত্রী মহাশয় তোমাকে কোন রকমে বিদেশে পাঠায়ে দিয়ে, মালতীর উপর উপদ্রব কর্‌বেন! রাজা মনস্তাপে অধীর হয়েচেন, যে যা লয়ে যায়, তাই স্বাক্ষর করেন। এ অনুমতি-পত্র মন্ত্রী করেচে, রাজা কিছুই জানেন না।

রতি। বটে, বটে, আমি এখনি সেই নাদাপেটার মাতা কাট্‌বো, না হয়, তাতে মহারাজ প্রাণদণ্ড কর্‌বেন।

মাল। তুমি এমন উতলা হলে, হিতে বিপরীত হয়ে উট্‌বে। আমরা যা বলি, তাই করো, রবিবারে রাজাজ্ঞাও পালন হবে, মন্ত্রীও শাসিত হবে।

রতি। মালতী মল্লিকে মিলে আকাশের চাঁদ ধত্তে পারে, হোঁদোল কুঁতকুঁতে ধরবে, আশ্চর্য্য কি, কিন্তু দেখ যেন কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।

মল্লি। তোমার কোন ভয় নাই। তুমি একখানি লোহার খাঁচা প্রস্তুত করো, আর সব আমরা কর্‌বো।

মাল। খাঁচার দ্বারটি খুব বড় হয়, যেন মানুষ অক্লেশে যেতে আস্‌তে পারে।

রতি। বুঝিচি, বেশ পরামর্শ করেচ, আমি কালই খাঁচা এনে দেবো, কিন্তু রবিবারে হোদোল কুঁতকুঁতে না পেলে আমার নিস্তার নাই।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। ওলো, রাজার বিয়ের কি হলো ?

মল্লি। কামিনী কাজ গুচিয়েচে, এখন যা করেন জগদম্বা।

মাল। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, কামিনী যেমন মেয়ে, তপস্বী তেমনি পাত্র; আমার যদি মেয়ে থাক্‌তো, আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

মল্লি। মেয়ে নাই, মেয়ের মাকে দান কর।

মাল। মল্লিকে, তুমিই না বলে ছিলে, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়।

মল্লি। হ্যাঁ তোমার গলা ধরে বল্‌তে গিয়েছিলেম।

মাল। সুরমার আর ছেলে পিলে নাই, বিজয় যদি এখানে ভরাভর দেয়, তা হলে বিয়ে দিলে ক্ষতি নাই।

মল্লি। না ভাই, তা হলে কামিনীর সুখ হবে না, ঘর-জামায়ে ভাতার কেমন যেন ভাই ভাই ঠেকে।

মাল। সুরমার আর কেহ নাই, কাজেই জামাই ঘরে রাখ্‌তে হবে।

মল্লি। যা হক, এখন দুই হাত এক হলে আমি বাঁচি, কামিনী মাগ্‌খেগো ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়।

উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাভূষণের বাটীর প্রাঙ্গন।

বিদ্যাভূষণ এবং সুরমার প্রবেশ।

সুর। তোমার মত নিষ্ঠুর হৃদয় আর কারো নাই, তোমারি মান বাড়্‌লো, মেয়ের কি সুখ হলো।

বিদ্যা। সুরমে, তুমি এমন বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা বল্যে, মেয়ের সুখের সীমা নাই—লোকে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে, রাজ্যেশ্বরী হও, মুক্তার মালা গলায় দাও, পাটের শাড়ী পরিধান করো, পাঁচ জনকে প্রতিপালন করো; যাহা উল্লেখ করে মেয়েরে লোকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি কামিনীর জন্যে সেই সকল সংগ্রহ করিচি, আরো মেয়ের সুখ হলো না।

সুর। তোমায় আমি আর কত বুঝাবো, তোমার মত যার বয়েস, যে অমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী সত্ত্বে আবার বিয়ে করেছিল, যে ভ্রমেও একবার বড় রাণীকে দেখ্‌তো না, যে অবশেষে স্ত্রী হত্যা পুত্র হত্যা করেচে, সে কি কখন আমার কামিনীকে সুখী কত্তে পারে? তুমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, লোভেতে অন্ধ, কিসে কি হয়, কিছুই দেখ না, রাজার নাম শুনেই উন্মত্ত হয়েচ, আমার কামিনী গালার চুড়ি পরে মনের সুখে থাক।

বিদ্যা। রাজা আর চুই বিয়ে কর্‌বেন না।

সুর। করুন আর না করুন, আমার কামিনীকে পাবেন না—তোমার এত ভাবনা কি, যে বিষয় করেচ, দশটা সংসার

প্রতিপালন হতে পারে; দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে, তাকে কি তুমি পুষ্‌তে পার্‌বে না? একটি ভাল ছেলে দেখে কেন বিয়ে দিয়ে ঘরে রাখ না; তুমি তা কর্‌বে না, তা কল্যে যে আমি সুখী হবো।

বিদ্যা। আচ্ছা, আচ্ছা,—একটা কথা বলছিলাম কি,—রাজা অতিশয় ব্যগ্র হয়েচেন।

সুর। বড় রাণীকে বিয়ে কর্‌বের সময়েও এমনি ব্যগ্র হয়েছিলেন—তুমি আর ও কথা কেন তোলো, দুটো দুটো মেয়ে যে বরে খেয়েচে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের বিয়ে হয় না।

বিদ্যা। আমাকে লোকে দেখ্‌লেই বলে, বিদ্যাভূষণের সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর হলেন।

সুর। তুমি রাজবাড়ী যাচ্চো যাও, আমায় যদি অমন করে জ্বালাও, আমি এই দণ্ডে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাবো, তারা আমাদের দুজনকে খেতে দিতে পারবে, পেটে স্থান দিয়েচে, হাঁড়িতেও স্থান দিতে পার্‌বে।

বিদ্যা। আমি চল্যেম—তবে মন্ত্রীকে বলিগে, ব্রাহ্মণীর মত হয় না, অন্য কোন মেয়ে এনে রাজমহিষী করো, মেয়ের অভাব কি, কত কত দেবকন্যা উপস্থিত আছে।

সুর। তুমি আমায় যেমন ত্যক্ত কচ্চো, তুমি দেখ্‌বে, তোমায় জিজ্ঞাসা করবো না, বাদ করবো না, আমি সেই তপস্বীর সঙ্গে কামিনীর বিয়ে দেবো।

বিদ্যা। না, না, সহসা সেটা করো না, সে তপস্বী নয়, তাকে আমি দেখিচি, সে হাঘরেদের ছেলে—আমি আর কিছু বলবো না, আমি চল্যেম।

[বিদ্যাভূষণের প্রস্থান।

সুর। লজ্জাবনতমুখী কামিনী আমায় স্পষ্ট কিছু বল্যেন না, কিন্তু আমি বাছার অন্তঃকরণের ভাব জান্তে পেরেচি; জগদীশ্বর! কামিনী আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শশধর, তোমার কৃপায় কামিনী যেন যাবজ্জীবন সুখী হয়, বিজয় যেন আশ্রমবাসী হতে অমত না করেন।

কামিনীর প্রবেশ।

কামি। মা আমি একটি কথা বলি, কথাটি শুন্‌বেন তো, রাগ কর্‌বেন না তো?

সুর। তোমার কোন কথায় আমি রাগ করিচি মা।

কামি। মা, নাপ্‌তেদের শৈল বেলে পাতরে ভাত খায়, আমি বলেছিলাম, শৈল যদি ভাল পড়া বল্‌তে পারো, তোমায় এক খানি থাল দেবো; মা সেই দিন হতে সে এমন মন দিয়ে পড়্‌চে, দুই মাসের মধ্যে একখানি পুস্তক সায় করেচে, হ্যাঁ মা তাকে আমার ছোট থালখানি দেব?

সুর। হ্যাঁমা কামিনি, এই কথার জন্যে তুমি এত ভীত হয়েছিলে—সে থালখানি তোমার মামা আদর করে দিয়েছিলেন, সে খানি তুমি শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেও, তার চেয়ে আর একখানি ভাল থাল তাকে দাওগে।

কামি। তবে যে থালখানি রথের সময় কিনে ছিলাম, সেই খানি দিইগে—দেখ মা, শৈল এমন মিষ্টি কথা কয়, এমন কথন শুনিনি, শৈল যেন পটের ছবিটি, সাত বছরের মেয়েটি বাড়ীর কত কাজ করে।

সুর। কামিনি, তোমার কাছে এখন কটি মেয়ে পড়ে মা?

কামি। সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী গেছে, এখন পাঁচটি মেয়ে পড়ে, সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী যাবার সময়, আমার ভাল শাড়ীখান

তারে দিলেম, সুলোচনা কত আহ্লাদ কল্যে, সুলোচনার মা কত আশীর্ব্বাদ কত্তে লাগ্‌লো, দেখ মা, এরা দুঃখিনী, পুরাণ শাড়ীখানি পেয়ে এত আহ্লাদ।

সুর। সুলোচনা তোমায় মা বলে ডাক্‌তো?

কামি। সুলোচনা মা বল্‌তো, এরাও আমাকে মা বলে ডাকে।

সুর। (ঈষৎ হাস্য বদনে) মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী গেল, কিন্তু মার বিয়ে হলো না। ও মা কামিনি, তোমার অঙ্গুলে এ অঙ্গুরী এলো কোথা হতে, এ যে অমূল্য নিধি—(হস্ত ধারণ করিয়া) দেখি দেখি—তোমায় এ অঙ্গুরী কে দিলে মা? আমি যে এ আংটিটি তপস্বীর হাতে দেখেছিলেম। তপস্বী দিয়েছেন নাকি? চুপ করে রইলে যে বাছা! (স্বগত) তবে আর বিবাহের বাকি কি? (প্রকাশে) এ ত সাধারণ লোকের আভরণ নয়, তপস্বীর তনয় এমন অঙ্গুরী কোথায় পেলেন? (অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া অবলোকন)

বিজয়ের প্রবেশ।

সুর। এস, বাবা এস।

বিজ। মা গো, আমি কাল এখানে এসেছিলেম, আপনি রাজবাড়ী গমন করেছিলেন।

সুর। বাবা, তা আমি জানতে পেরেচি।

বিজ। মা, তোমার কামিনী তাপসের যথেষ্ট অতিথি-সৎকার করেছিলেন; মা, আমি কামিনীর অতিথিসৎকারে পরিতৃপ্ত হইচি।

সুর। বাছা, আমার কামিনী তোমাকে অসুখী করেনি, তার প্রমাণ এই (অঙ্গুরী প্রদর্শন)

কামি। মা, আমি বালিকাদের কাছে যাই।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

সুর। বাছা, তোমার মত সুপাত্র পাত্রে কন্যা দান কত্তে প্রাণ প্রফুল্ল হয়; বাছা, কামিনী আমার এক মাত্র সন্তান, কামিনী তোমার দেবতা-বাঞ্ছিত রূপ গুণে মোহিত হয়ে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করে, তপস্বিনী হয়েচেন; আমি তাতে অতিশয় সুখী হয়েচি; কিন্তু বাছা, আমার এক ভিক্ষা, বাছা, তুমি তার সুসার করিলেই কৃতার্থ হই।

বিজ। জননী, বোধ করি, কামিনী আপনাকে সকল পরিচয় দিয়েচেন।

সুর। না বাছা, কামিনী আমায় বিশেষ কিছুই বলেননি, কিন্তু কামিনীর মৌনভাব, লজ্জা, নম্র-মুখ, তপস্বিনীর বেশ, আর এই অঙ্গুরী, আমাকে সকল পরিচয় দিয়েচে।

বিজ। মা, আমি কামিনীর সুখ-সম্পাদনে দীক্ষিত হলেম, আপনি যে অনুমতি কর্‌বেন, আমার দ্বারায় তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হবে।

সুর। বাবা, কামিনী-কমলিনী তোমার হাতে অর্পণ করিচি, তুমি কামিনীকে বনে নেগেলেও নেযেতে পার, বিদেশে নেগেলেও নেযেতে পার, সাগর-পারে নেগেলেও নেযেতে পার, কিন্তু বাছা আমার ইচ্ছে এই, তোমার জননীর মত করে তুমি আশ্রমী হও, হয় এই দেশেই বাস কর, নয় তোমার পিতৃ পিতামহের দেশে বাস কর; বাছা তুমি যে রত্ন কামিনীকে দান করেচ তোমার জননী কখনই জন্ম-তপস্বিনী নন্।

বিজ। মা, আমার মা আশ্রমে থাকতে স্বীকার করেচেন, কিন্তু কোথায় বাস কর্‌বেন তার কিছুই স্থির নাই, হয়ত বা এখানেই থাকা হয়।

সুর। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা আমি আজ

চরিতার্থ হলেম, কামিনীর কল্যাণে তোমা হেন তেজস্পুঞ্জ তাপসের মা হলেম, এস কামিনীর পড়া শোনসে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামিনীর পড়িবার ঘর।

আসীনা পঞ্চ বালিকা, ও কামিনীর প্রবেশ।

কামি। ওমা শৈল, দেখ কেমন থাল তোমার জন্যে এনিচি, তুমি ভাল করে পড়্‌তে পাল্যে তোমার বিয়ের সময় তোমায় সোণার সিঁতি দেব। তোমরাও বেশ করে পড়ো, মা বাপের কথা শুনো, কারো গালাগালি দিও না, মিষ্টি করে কথা কইও, আজ তোমাদের রাঙ্গা শাড়ী পর্‌য়ে দিইচি, আমি তোমাদের বিয়ের সময় এক এক খানি সোণার গয়না দেব। (থাল দান) কবিতা গুলি তোমাদের মনে আছেত? তোমরা বেশ করে পড়ো। (স্বগত) মা আমার আনন্দময়ী, রাগ করা দূরে থাক্, মা আমার কার্য্যে পরম সুখী হয়েচেন। প্রাণেশ্বর উঠানে এসে দাঁড়্‌য়েচেন, যেন সূর্য্যদেব নেবে এসেছেন। জননী অনুমতি করিলেই জীবিতেশ্বরের সঙ্গে পর্ণকুটীরে গিয়ে দুঃখিনী তপস্বিনীকে মা বলে জীবন সার্থক করি।

বিজয়ের সহিত সুরমার প্রবেশ।

বিজ। একে অপূর্ব্ব পাঠশালা, আহা! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বিদ্যা দান কচ্চেন।

সুর। কামিনী আমার যেমন বিদ্যাবতী, বিদ্যা-বিতরণে

তেমনি যত্নবতী। বিজয়! বাবা বালিকাদের পরীক্ষা কর, কামিনী যে কবিতা শিখয়েছেন তাই জিজ্ঞাসা কর।

প্রথমা। কামিনীর মা, কামিনীর মা, মা আমারে এই থালখানি দিয়েচেন।

সুর। তোমার কোন্ মা?

প্রথমা। কামিনীর মা, এই মা, (কামিনীর অঞ্চল ধারণ)

সুর। তোমরা খুব সুখে আছ, মায়ের কাছে লেখা পড়া শিখচো।

[ইতি প্রস্থিতা।

বিজ। রাম না হতে রামায়ণ—প্রেয়সি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নাই। প্রাণাধিকে, তোমার তনয়ারা আমারও স্নেহের পাত্রী, আমি বালিকাদের কবিতা জিজ্ঞাসা করি।

কামি। জীবিতেশ্বর, প্রতিবাসী বালিকারা আমায় বড় ভাল বাসে, আমিও ওদের স্নেহ করি, সেই জন্যে ওরা আমায় মা, মা, বলে।

বিজ। আমি তা বুঝ্তে পেরিচি, তার প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুমি ওদের গর্ভধারিণী কেহ বিবেচনা করেনি।

কামি। এবিষয়ে পুরুষদের সুবিবেচনা খুব আশ্চর্য্য।

বিজ। তোমার নাম কি?

প্রথমা। আমার নাম শৈল।

বিজ। একটি কবিতা বল দেখি?

প্রথমা। কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পতি,
পতিপায় থাকে মন তারে বলি সতী।

বিজ। এ কোন্ সতীর রচনা—তোমার নাম কি?

দ্বিতীয়া। আমার নাম বিরাজমোহিনী।

বিজ। তুমি কি কবিতা জান?

দ্বিতীয়া। ধর্ম্ম করি পরিণামে পাবে নারায়ণ,
নিরয়ে বসতি হবে পাপে দিলে মন।

বিজ। এ কোন্ ধার্ম্মিকের রচনা—তোমার নাম কি?

তৃতীয়া। আমার নাম চন্দ্রমুখী।

বিজ। তুমি কিছু বল্‌তে পার?

তৃতীয়া। চিনে দিও মন, চিনে দিও মন, পুরুষে
চিনে দিও মন;
আগেতে আমার আমার, শেষে অযতন।

বিজ। এ কোন্ জহরির রচনা—তোমার নাম কি?

চতুর্থ। আমার নাম অভয়া।

বিজ। তুমি একটী কবিতা বল দেখি।

চতুর্থ। নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই;
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু কেড়ে নিলে মই।

বিজ। এ কোন্ বিরহিণীর রচনা—তোমার নাম কি?

পঞ্চম। আমার নাম হেমলতা।

বিজয়। তুমি কি কবিতা শিখেছ?

পঞ্চম। স্বামিমুখে মন্দ কথা, সাপিনী-দশন,
ফুটিলে মানিনী মনে, অমনি মরণ।

বিজ। এ কোন্ মানিনীর রচনা—তোমরা উত্তম পরীক্ষা দিয়েচ, তোমরা আজ্ বাড়ী যাও; প্রেয়সি, তুমি না বল্যে বালিকারা বাড়ী যেতে পারে না।

কামি। শৈল, বেলা শেষ হয়েছে, তোমরা আজ্ বাড়ী যাও।

[বালিকাদের প্রস্থান।

বিজ। তোমায় জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, তাঁর দয়ার সীমা নাই, বনের তাপসকে এমন অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য দান কল্যেন, এক্ষণে তোমার পিতা অনুকূল হলেই সকল মঙ্গল হয়।

কামি। মাতার মতেই পিতার মত। এখন আমি মাকে বলে, তোমার সঙ্গে একবার পর্ণকুটীরে যেতে পাল্যে বাঁচি, তোমার দুঃখিনী জননীকে মা বলে চিত্ত চরিতার্থ করি।

বিজ। আমার নিতান্ত বাসনা, তোমাকে একবার আমার দুঃখিনী মাতার নিকট লয়ে যাই, তোমায় দিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করি—আহা! এত যে দুঃখিনী তোমায় দেখ্‌লে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হবেন; প্রণয়িনি, তোমার যদ্যপি মত হয় আজি তোমায় লয়ে যেতে পারি; অধিক দূর নয়, আবার তোমায় বাড়ীতে রেখে যাব।

কামি। প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে তোমার জননীকে দেখতে যাব তাতে আবার দূর আর নিকট কি! পতির হস্ত ধারণ করে সতী অক্লেশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে পারে—তুমি বসো, আমি জননীকে জিজ্ঞাসা করে আসি। [কামিনী প্রস্থিতা।

বিজ। জননী আমার চিরদুঃখিনী, আমি কতদিন দেখিচি আমার মুখচুম্বন করেন্ আর তাঁর চক্ষে জল ছল্ ছল্ করে, কখন লোকালয়ে যান না, কারো সঙ্গে কথা কন্‌না, আমায় কাছ ছাড়া করেন্ না। কামিনীর যে নির্ম্মল চিত্ত, যে মধুর বচন, মা আমার, কামিনীকে দেখে এবং কামিনীর কথা শুনে মোহিত হবেন— মা বলেচেন আমার বয়স হলেই আশ্রমে বাস কর্‌বেন।

কামিনীর প্রবেশ।

বল বল বিধুমুখি, শুভ সমাচার,
যেতে বিধি দিয়েছেন্ জননী তোমার?

কামি। মনে করে যাইলাম জিজ্ঞাসিব মায়,
মনোভাব রসনায় এলনা লজ্জায়।
বিজ। কি লাজ মনের ভাব বলিবারে মায় ?
কামি। যাই তবে তাঁর কাছে আমি পুনরায়।

সুরমার প্রবেশ।

সুর। কি বলতে গিয়ে ছিলে মা কামিনী ? হাঁ মা, আমি কি তোমার সত্মা তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় করে বলো ?

কামি। দেখ মা, সে দিনে সেই বাগানে কেমন বল্যেন, দুঃখিনী তপস্বিনী দিবা যামিনী নয়ন মুদিত করে জগদীশ্বরের ধ্যান করেন।

সুর। হ্যাঁ মা কামিনী, তুমি তপস্বিনীকে দেখ্তে যাবে ?

কামি। অনেক দূর নয়, আমায় আবার রেখে যাবেন।

সুর। তা আজ্ থাক্, তাঁর মত জিজ্ঞাসা করি, তখন কাল হয় পরশু হয় যেও, তাঁর মত হক্ না হক্ তুমি স্বচ্ছন্দে বিজয়ের সঙ্গে যেও, তাতে কোন দোষ নাই।

বিজ। আপনি বেশ কথা বলেচেন, তাঁর মত জিজ্ঞাসা করা খুব উচিত, তার পর কামিনীকে আমার চিরদুঃখিনী জননীর কাছে লয়ে যাব। আজ যাই।

[বিজয়ের প্রস্থান।

কামি। হ্যাঁ মা, মালতীর স্বামী নাকি আরব দেশে কিসের ছানা আন্‌তে যাবে, মালতী নাকি বড় দুঃখিত হয়েচে, হাঁ মা তাদের বাড়ী যাবে ?

সুর। আমি বাছা আর যেতে পারিনে, তুমি শৈলকে সঙ্গে করে যাও।

[কামিনীর প্রস্থান।

আহা, কামিনী যে দিন বিজয়কে বিয়ে কর্‌বেন, কামিনী শত শত রাণীর অপেক্ষাও সুখী হবেন। পরমেশ্বর আমার কামিনীর মনোমত বর জুটুয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। দেখ তোমারে একটা কথা বলি, তুমি রাগ কর আর যাই কর, তোমাকে আমি স্পষ্ট একটা কথা বলি, তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও, তুমি হাজার বিদ্যাবন্তী হও, তুমি হাজার সুবিবেচক হও, তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই—

সুর। কি বল্‌বে বলো, এত ভূমিকার আবশ্যক কি?

বিদ্যা। না, না, না, ভাল বোধ হচ্চে না, একি, এর পর একটা জনরব হওয়ার সম্ভাবনা—তুমি ও হাঘরে ছোঁড়াকে বাড়ী আস্‌তে দিও না, কোন্‌ দিন কি সর্ব্বনাশ করে যাবে, ওরা অনেক গুণ জ্ঞান জানে, সোণা বলে পেতল বেচে যায়।

সুর। কথার রকম দেখ—পাগল হয়েচ নাকি—অমন সোণার চাঁদ ছেলে, কার্ত্তিকের মত রূপ, লক্ষ্মণের মত স্বভাব, ওকে হাঘরে বল্‌চো—

বিদ্যা। হাঘরে নয়ত কি, ওর হাতের তেলোয় দেখ্‌তে পাওনা আলতা মাখান?

সুর। যে যারে দেখ্‌তে নারে, সে তারে হাঁট্‌নায় খোঁড়ে। তার হাতের তেলোর বর্ণই ঐ, তার আলতা দিতে হয় না, জবা ফুলে হিঙ্গুল, আর পদ্মফুলে আলতা মাখালে, তাদের রূপ বাড়ে না।

বিদ্যা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েছে,—হাঘরে ছোঁড়া তোমারে জাদু করেছে। শুন্‌লেম এক মাগী

হাঘরে তার মা, সে মাগী কারো সঙ্গে কথা কয় না; লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বো, তার মনন, কথা কবে কেন? তোমাকে আমি বরাবর মান্য করে থাকি, কিন্তু এই বার আমার কথাটি রাখ্‌তে হবে—আচ্ছা তুমি রাজাকে মেয়ে না দাও নাই দেবে, ও হাঘরের ঘরে দিতে পার্‌বে না—তা হলে আমার জাত যাবে, আমায় একঘরে করবে।

সুর। আমি আটাসে খুকি নই, তোমার কোন বিষয়ে ভাব্‌তে হবে না—আমি দেখিচি কামিনীর নিতান্ত ইচ্ছে হয়েচে তপস্বীকে বিয়ে করে, কামিনী এক প্রকার প্রকাশ করেচে, আমিও এ সম্বন্ধে অতিশয় সুখী হইচি, এখন আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্চি, তুমি এতে মত দাও।

বিদ্যা। বল কি, বল কি, খেপেচ নাকি, খেপেচ নাকি, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।

সুর। দেখ, কামিনী অতি সুশীলা, বিজয় কামিনীর যোগ্য বর, আর বিজয়কে কামিনীর অতিশয় মনে ধরেচে। আমি বেশ করে বিবেচনা করে দেখিচি এ সম্বন্ধে বাধা দিলে কামিনী আমার এক দিনও বাঁচবে না।

বিদ্যা। রাখ তোমার বাঁচবে না, রাখ তোমার বাঁচবে না, ভাল মানসের কাল নাই, মন্ত্রী ভায়া আমাকে শিখিয়ে দেচেন একটু চড়া না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না—তোমার মতে কখন মত দেব না, আমি যা ভাল বুঝবো তাই করবো, আমি কামিনীকে রাজাকে দান করবো, তুমি কে? তোমার মেয়েতে অধিকার কি!

সুর। বটে, আমি কে, আমার মেয়েতে অধিকার কি, তবে দেখ; মেয়ে নিয়ে সেই তপস্বিনীর ঘরে যাব তবে ছাড়্‌বো, দেখি দিকি তোমার মন্ত্রী ভায়া কি করে। সহজে হাত যোড় করে

ভিক্ষা চাইলাম তা দিলে না, এখন যাতে দাও তাই কর্‌বো। (যাইতে অগ্রসর)

বিদ্যা। ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি; রাগ করো না, যা বল্‌বে তাই কর্‌বো।

সুর। না আমি তোমায় আর কিছু বল্‌বো না।

[প্রস্থান।

বিদ্যা। ন্যাকড়ার আগুন কত ক্ষণ থাকে, জলধর বল্যো একটু চড়া হতে, তাই চড়া হলেম, এখনত আবার জল হইচি— যাই আবার সান্ত্বনা করিগে; জানি কি, যে রাগী যদি আমায় ত্যাগ করে যান, তা হলে যে আমি একেবারে ভিটে ছাড়া হবো। সুরমার মত গৃহিণী কি কারো আছে, না অমন লক্ষ্মী আর মেলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জলধরের কেলিগৃহ।

জলধরের প্রবেশ।

জল। আমি কি সুবুদ্ধির কাজই করিচি— এত ঝাঁ্যাটা নাতিতেও মালতীকে মা বলিনি, এখন তার ফল ফল্লো—মল্লিকে হতেই বার হয়েচে, ওকে মা বলিচি, তা যাক্‌, ওকে আমি চাই না, ওকে এক দিন ভেঙ্গে বল্‌বো, যে তোমাকে মা বলিচি তুমি আর আমার আশা কর না, কিন্তু সহসা বলা হবে না, তা হলে আমায় আর সাহায্য কর্‌বে না; মালতী সে দিন নিরাশ হয়ে বড় দুঃখিত

হয়েচে, মল্লিকে ঠিক্ বলেচে, আমার দোষেই এ ঘটনা ঘটেছে, আমি চারি দিক্ বন্দ করে রাখ্‌বো ভেবে ছিলেম তা আহ্লাদে সব ভুলে গেলেম, এই জন্যেই মালতী যখন আসে তখন জগদম্বা দেখ্‌তে পেয়ে এই সর্ব্বনাশ করেচে। পথে দাঁড়ুয়ে কথা কওয়া রহিত করিচি, এখন লিপির দ্বারায় কথা চল্‌চে; আমার পত্রের প্রত্যুত্তর পেলে জান্‌লেম যে আমার স্বর্গ লাভের বিলম্ব নাই।—

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। হিতে বিপরীত হয়ে উটেচে, তোমার কথাক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করেছিলেম, ব্রাহ্মণী একেবারে পৃথিবী মস্তকে করে তুলেচেন, আমার সহিত বাক্যালাপ রহিত করেচেন; এখন উপায় কি? সেই হাঘরে ছোঁড়াকেই মেয়ে দেবেন।

জল। স্ত্রীলোক বশীভূত করা আতপ চালের কর্ম্ম নয়; প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা কর্‌তে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়, তাতেও যদি না হয়, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ, নাকের উপরে এমনি একটি কিল মাত্তে হয় নৎটা ঘাড় দিয়ে ঠেলে বেরোয়— জগদম্বার শাসনটা দেখ্‌চেন তো।

বিদ্যা। এ অতি বেল্লিকের কর্ম্ম, তা কি পারা যায়, রমণী সহস্র সহস্র অপরাধ করিলেও প্রহারের যোগ্য নয়।

জল। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্ত্রৈণ—আপনারা বিবেচনা করেন ব্রাহ্মণী সাত রাজার ধন—

বিদ্যা। আমাকে আর যা বলো তা করিতে সক্ষম, ব্রাহ্মণীকে চড়া কথা বল্‌তে পার্‌বো না, প্রহারের তো কথাই নাই—

জল। তপস্বিনী মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে স্থানান্তরে পাঠাইবার কি হলো?

বিদ্যা। কোথাকার তপস্বিনী, সে মাগী হাঘরে; সে কারো সঙ্গে কথা কয় না; সে কত কাঙ্গালিনীদের দান কচ্চে, সে কি টাকার লোভ করে? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম তার সঙ্গে দেখা করবো, তা হলো না।

জল। তবে ঐ ছেলেটাকে চোর বলে ধরে দেন—বিচার আমাদের হাতে, আমরা যারে দণ্ড দেব ইচ্ছা করি, তার অপরাধ থাক আর নাই থাক, তাকে কারাগারে যেতে হয়—আমার হাতে ব্যবস্থার যে দুরবস্থা তা আপনার অগোচর নাই, উত্তোর হোক না হোক গলাবাজীতে মাত করি।

বিদ্যা। এ পরামর্শ মন্দ নয়, কিন্তু কর্ম্মটা অতি গর্হিত, তবে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যহানৌ চ মূর্খতা"। ঐ পন্থাই অবলম্বন করা যাক, কিন্তু রাজার বিচারে কি হয় বলা যায় না।

জল। আমরা ভিতরে থাক্‌বো, অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

বিদ্যা। আমি এক সূক্ষ্ম বার করিছি—ব্রাহ্মণী বড় ধরে বসেচেন, কামিনী একবার তপস্বিনীকে, সেই হাঘরে মাগীকে, দেখ্‌তে যাবেন, আমিও তাতে এক প্রকার মত দিইচি; যখন কামিনী দেখ্‌তে যাবেন সেই সময় রাজাকে বল্‌বো হাঘরেরা জাদু করে মেয়ে ভুলায়ে লয়ে গিয়েচে।

জল। ভাল পরামর্শ করেচেন, আর ভাবনা নাই; তপস্বী দ্বীপান্তর হয়েচে।

বিদ্যা। তবে এই কথাই স্থির—উভয় কুল রক্ষা হবে—ব্রাহ্মণীরও মন রাখা হবে, আমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে।

[প্রস্থান।

জল। সদাগরের উপর মালতীর আর মন নাই, আমায় পেয়ে সদাগরকে একেবারে ভুলেচে। তা নইলে সদাগরের আরব দেশে যাওয়ার অনুমতি শুনে দুঃখিত হতো। এবার যা কিছু কর্‌বো, খুব গোপনে কর্‌বো, জগদম্বা কিছু না জানতে পারে।

এক জন ভৃত্যের প্রবেশ, একখানি লিপি দান,
এবং প্রস্থান।

পত্রখানা চন্দন কুমকুম মাখা, এ প্রেমের লিপি তার আর সন্দেহ কি?

পীরিতের গুণে-গোরু তুমি হে লিখন;
এনেচ প্রেমের কথা করিয়ে বহন।

(লিপি পাঠ)

হোঁদোলকুঁৎকুঁতে মহাশয়
সমীপেষু।

যদবধি হাঁদা পেট হেরেচি নয়নে,
পূর্ণ চন্দ্র কার্ত্তিকের নাহি ধরে মনে।
একাকিনী রেখে স্বামী গেল দেশান্তরে,
রসিক রতন বিনে রহিব কি করে?
হাবু ডুবু খায় বামা বিরহ হাঁদোলে,
হোঁদোল কুঁৎকুঁতে বিনে আর কেবা তোলে?
শনি বারে সন্ধ্যাপরে দেবে দরশন,
নহিলে ত্যজিব আমি জীবনে জীবন।

হোঁদোলকুঁৎকুঁতের প্রেয়সী।

আমি যেমন লিপি লিখেছিলেম তেমনি উত্তর পেইচি— যারা রমণী-বাজারে কাজ করে তারাই সকল কথা বুঝতে পারে, ঐ যে হাঁদা পেট বলেচে, ওতে এক ঝুড়ি অর্থ আছে; মেয়ে মানুষ বশীভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাট্টা আর গালাগালি, যে বেটী বাপান্ত কল্যে সে মুটোর ভেতর এলো। মালতি! তোমার উচাটন্ হতে হবে না, সন্ধ্যা না হতে হোঁদোল কুঁৎকুঁতে উপস্থিত হবেন। আমার কৌশলের গুণ বুঝিয়াই আমার হোঁদোল কুঁৎকুঁতে নাম দিয়েচে।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপস্বিনীর পর্ণ কুটীর।

তপস্বিনীর প্রবেশ।

তিমিরে ডুবায়ে পৃথ্বী যায় দিনমণি,
মিহির-মোহিনী ছায়া পায় শুভদিন—
নলিনী সতিনীমুখ—সাপিনীর ফণা—
হেরিতে হবে না আর—আনন্দে আদরে,
আমার আমার বলি, বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গন করে নাথে, সাগরে গোপনে।
কুমুদিনী বিরহিণী, বিষণ্ণ বদনে,
ভাবিতেছিলেন প্রাণপতি আগমন,
সহসা সে ফুল্ল-মুখী; আনন্দে অধীর
হেরে শশধর স্বামী—স্বামীর বদন,
রমণী রঞ্জন. হেরে মন পুলকিত,
যাহার মাধুরী পতিপরায়ণা নারী
দিবা বিভাবরী দেখে মনের নয়নে।
এইত সময় যবে বিহঙ্গম কুল—
আকুল আঁধারে—করি ঘোর কলরব
কুলায়ে লুকায় রাখি হৃদয়ে সাবকে ;

বিলে বিলে বিচরণ করি বকাবলি,
উড়িয়া অম্বর পথে—শ্বেতশতদল-
মালা যেন পীতাম্বর গলে সুশোভিত—
বিটপী আসনে বসে নীরব বদনে ;
চক্রবাকী অভাগিনী, অনাথিনী হয়—
সজোরে রজনী আসি কেড়ে লয় পতি
চক্রবাকে, নিরদয় সতিনী সমান—
কাঁদেন তটিনী তটে মলিন বদনে ;
গোলাপ আলয়ে আসে আনন্দ অন্তর—
ধূলায় ছাইয়ে যায় গগনের কায়—
হম্বারবে সম্ভাষেন আপন নন্দন ;
এইত সময় যবে ব্রহ্ম উপাসক,
এক মনে ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী—
করুণা বরুণাগার, মঙ্গল আধার,
বিমল সুখের সিন্ধু, শান্তি পারাবার।

(নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

আমার বিজয় এখন এলনা ; রাত্রি হয়েচে তবু বাবা বাইরে রয়েচেন। বিজয় আমার এমন ত কখন থাকেন না। বাবা যেখানে থাকুন সন্ধ্যার সময় মা বলে ঘরে আসেন। আজ কেন এমন হলো, আমার মনে যে কত খানা গাচ্চে, আমার বিজয় যে বড় দুঃখের ধন, বিজয় যে আমার সকল ক্লেশ নিবারণ করেচেন, বিজয়ের মুখ দেখে যে আমি সাবেক কথা সব্ ভুলে গিইচি—বোধ করি সুরমার কাছে গিয়েচেন—সুরমা অভাগিনীর ছেলেরে এত যত্ন কচ্চেন। হা জগদীশ্বর! আনায় পৃথিবীতে

স্নেহ করে এমন কেউ নাই; জগদীশ্বর! সকলেই আমায় ত্যাগ করেচে, কেবল তুমিই আমায় চরণ-কমলে স্থান দিয়ে রেখেচ, সেই জন্যেই আমি চিরদুঃখিনী হয়েও পরম সুখী।—যদি দিন পাই তবে সুরমার স্নেহের পরিশোধ দেব।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। ও মা, বিজয় আস্‌চে, আর বিজয়ের সঙ্গে একটি মেয়ে আস্‌চে, ও মা এমন মেয়ে কখন দেখিনি, ঠিক যেন একটি দেবকন্যা—

বিজয় ও কামিনীর প্রবেশ।

ঐ দেখ।

বিজ। মা! কামিনী আপনাকে দেখ্‌তে এসেচেন্।

কামি। মা, আমি আপনাকে মা বলে মানব-জনম্ সফল কত্তে এসেচি।

তপ। এস আমার মা লক্ষ্মী! (ক্ষণকাল একদৃষ্টে দেখিয়া) বাবা বিজয়, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, সেই দিন আমার মনে যত সুখ উদয় হয়েছিল, তত দুঃখও উদয় হয়েছিল; আজও আমার মন একবার আনন্দে ভাস্‌চে, একবার নিরানন্দে নিমগ্ন হচ্চে। ও মা, কামিনী! তুমি লক্ষ্মী, এস তোমায় আলিঙ্গন করে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি—(কামিনীকে আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন) বাবা বিজয়, আমি আজ চরিতার্থ হলেম, আজ আমার সকল দুঃখ নিবারণ হলো।

বিজ। মা, তবে আর কাঁদেন কেন?

তপ। বাবা, আজ সকল কথা মনে হচ্চে, আমার আবার সংসার আশ্রমে যেতে ইচ্ছে কচ্চে—আমি অতি হতভাগিনী, আমি এমন স্বর্ণলতা স্বর্ণ-সিংহাসনে রাক্‌তে পার্‌লেম না! হা পরমেশ্বর! আমি এমন হেমতারিণী, কুঁড়ের ভিতর রাখ্‌বো!

কামি। মা, আমার জন্যে খেদ কচ্চেন কেন? আপনি এই পর্ণকুটীরে পরম সুখে আছেন; আপনার দাসী কি থাক্‌তে পার্‌বে না?

তপ। মা, তুমি আমার লক্ষ্মী, মা তুমি আর বিজয় আমার কাছে থাক্‌লে আমার পর্ণকুটীর রাজ-অট্টালিকা, আমার শৈবাল-শয্যা স্বর্ণ-সিংহাসন, আমার গাছের বাকল বারাণসী শাড়ী—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

বিজ। জননী, আজ আপনি এত অধীর হলেন কেন? মা, আপনার বিলাপ দেখে, কামিনীর চক্ষে জল পড়্‌চে।

তপ। বিজয়, বাবা তুমি তপস্বিনীর পুত্র, তোমার কিছু-তেই ক্লেশ বোধ হয় না; বাবা, কামিনী আমার বড়মানুসের মেয়ে, কেমন করে তপস্বিনী হয়ে থাক্‌বে, কেমন করে পর্ণকুটীরে বাস কর্‌বে, কেমন করে বনে ভ্রমণ কর্‌বে?

কামি। জননি, আমার জন্যে আপনি কোন খেদ কর্‌বেন না, আপনি ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী, আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী, আপনার সেবা কত্তে পেলে আমি পরম সুখে থাক্‌বো; মা, আমার জন্যে খেদ করে আমার মনে ব্যথা দেবেন না।

তপ। (কামিনীর মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! মা আমার সুশী-লতায় পরিপূর্ণ, মার যেমন নরম স্বভাব, মার তেমনি মধু মাখা কথা—শ্যামা, আমার বিজয় কামিনীকে খুব যত্ন কর্‌বে, আমার বিজয় কামিনীকে খুব আদর কর্‌বে, আমার বিজয় কামিনীকে খুব ভাল বাস্‌বে—শ্যামা, আমার বিজয়ের বউকে আমি বুকের ভিতর করে রাখ্‌বো, আমি আপনি কখন মন্দ কথা বল্‌বো না, আমার বিজয়কেও চড়া কথা বল্‌তে দেব না; শ্যামা, আমার প্রাণের বউকে কেউ মন্দ কথা বল্যে আমার বুক ফেটে যাবে। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

কামি। মা, আপনি পরিতাপে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েচেন, মা আপনার একটি একটি কথা মনে হয়, আর নয়নজলে বুক ভেসে যায়, মা আর রোদন করো না, আমরা দিবানিশি আপনার সেবা কর্‌বো, মা আমরা আপনাকে আর কাঁদ্‌তে দেব না।

বিজ। (দীর্ঘনিশ্বাস) হা অনাথনাথ!

[প্রস্থান।

তপ। হ্যাঁমা কামিনী—তোমার মার তুমি বই আর সন্তান নাই?

কামি। আমি মার একমাত্র সন্তান, আর হয় নি।

তপ। তোমার পিতা তপস্বিনীর ছেলেকে মেয়ে দিতে সম্মত হয়েচেন?

কামি। মায়ের যাতে মত হয়, পিতা তাতে অমত করেন না। মা, আমি যে দিন শুন্‌লেম আপনি কারো সঙ্গে কথা কন্‌ না, কেবল কায়মনোবাক্যে চিন্তামণির ধ্যান করেন, সেই দিন হতে আপনাকে দেক্‌বের জন্যে ব্যাকুল হলেম, আপনাকে আজ মা বলে আমার বাসনা পূর্ণ হলো।

তপ। কোথায় শুন্‌লে মা?

কামি। মা, মায়ের সঙ্গে রাজসরোবরে যাচ্ছিলেম, আমাদের সঙ্গে মালতী মল্লিকে ছিল—তখন শুন্‌লেম।

তপ। মালতীর ছেলে হয়েচে?

কামি। না মা, তিনি বাঁজা—আপনি মালতীকে জান্‌লেন কেমন করে?

শ্যামা। আমরা অনেক দিন মালতীর বাপের বাড়ী ভিক্ষে কত্তে গিয়েছিলেম, তাই জানি।

কামি। মা, আপনি পরমেশ্বরের ধ্যানে পরম সুখে থাকেন, তবে আবার সময়ে সময়ে রোদন করেন কেন? জননি, আমি

আপনার দাসী, দাসীর কাছে দুঃখের কথা বল্‌তে দোষ নাই, আপনার কি দুঃখ আমায় বলুন।

শ্যামা। সুমেরু লেখনী হয়, মসি রত্নাকর,
সময় লেখক হয়, কাগচ অম্বর,
তথাপি মনের দুঃখ—অন্তর গরল—
বর্ণনা বর্ণের দ্বারে না হয় সকল।

তপ। মা তুমি বালিকে, তোমার মন অতি কোমল, তোমার মনে স্থান অতি অল্প; আমার মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা তোমার মন ধারণ কত্তে পার্‌বে না, তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে; মা আমার মনোবেদনা মনেই থাক্, তোমার শোনার আবশ্যক নাই।

কামি। জানালে আপন জনে মনের যাতনা,
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা।
আমি আপনার দাসী, স্নেহের ভাজন,
বলিলে মনের ব্যথা হবে নিবারণ।

তপ। মা, আমার মনের ব্যথা, নিবারণ হতে আর বাকি নাই—যে দিন জগদীশ্বরের কৃপায় বিজয়কে কোলে পেইচি, সেই দিন আমার সব দুঃখ গিয়েচে, যা কিছু ছিল আজ তোমায় দেখে একেবারে নিবারণ হয়েচে। মা, আমি যে এমন সুখী হবো তা আমার মনে ছিল না, আমার বিজয় আমার চিত্ত-চকোরে এমন অমৃত দান কর্‌বে তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তে পারিনি—আহা! আমার চক্ষে জল দেখ্‌লেই বাবা বিরস বদনে বিরলে গিয়ে রোদন করেন; এস মা আমরা বিজয়কে শান্ত করিগে?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার কেলিগৃহ।

মাধবের প্রবেশ।

মাধ। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
যাইতে সাগর পারে মাতা করে হেঁট।

রাজা বনবাসী হতে চাচ্চেন, কেউ সঙ্গে যেতে চায় না— উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হোক্ দেকি, সকলেই প্রস্তুত—কেউ বল্‌বেন মহারাজ আমি সেই খানেই স্নান করবো, কেউ বল্‌বেন আমি আগে না গেলে খাওয়ার আয়োজন হবে না, কেউ বল্‌বেন আমি সকালে না গেলে বিছেনা হবে না—ছুঃতোর মোসাহেবের মুখে মারি ভাবের কাটি—ছুঃতোর নিমুর পিরানে আত্মারাম সরকার। মোসাহেবের হাড়ে ভেল্‌কি হয়—মোসাহেবের আল্‌জিব বাড়ীর ঈশান কোণে পুতে রাখ্‌লে অপদেবতার দৃষ্টি হয় না—মোসাহেবের নাকে তুপ্‌ড়ি ওয়ালার বাঁশী হয়। আমি ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, যেখানে নেযাবেন সেখানে যাব—কিন্তু আমার একটা আপত্তি আছে, সেটা কিন্তু সহজ আপত্তি নয়,—আমি উদরের বিলি ব্যবস্থা না করে যেতে পারিনে; ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে ব্যাড়ার ঘর, গো ব্রাহ্মণ হাজার আহার করুক কোঁক ওঠে না, পেটের টোল মরেনা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হার মেনে গিয়েচেন—এ উদর কত যত্নে পূর্ণ করি—রাজবাড়ী পাঁচে ফুলে সাজী পোরে,—যেখানে লুচী ভাজা হয়, সেখানে গিয়ে ঘুনুয়ে ঘুনুয়ে বসি, এক খানি আদ খানি কত্তে কত্তে দেড়্ দিস্তে নিকেশ্ করি—মোণ্ডার ঘরে আগোনা খাই, কতক দেখা নিই, কতক আদেখা নিই—নৈবিদ্দির কলা শর্ম্মারামের জমা করা—এতেও

কি তৃপ্তি জন্মে ? যথার্থ কথা বল্‌তে কি, নিমন্ত্রণ না হলে আমার পেট ভরে খাওয়া হয় না—আমি এই পেট বনে নিয়ে কি ব্রহ্ম-হত্যা কর্‌বো ? ফল মূলে এর কি হয় ? এর ভিতরে তেতালা গুদোম্, ফল মূল যাবে পাড়ন দিতে। এখন উপায়, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—এ দিকে কৃতঘ্নতা ও দিকে ব্রহ্মহত্যা। (উদর বাদ্য করিয়া) উদর, ফল মূল খেয়ে থাকৃতে পার্‌বে ? উঁ, হুঁ, ঐ দেখ—এখন একটা বর পাই যে এক প্রহরের মধ্যে যা খাবো তাই ছানাবড়ার মত লাগ্‌বে, তা হলে দু দিক্ বজায় রাখ্‌তে পারি, আহা তা হলে দুদিনের মধ্যে খাণ্ডব দাহন করি।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। মাধব ! কাল্ সভা হবে, কাল্ আমি সকলের সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করে বল্‌বো;—আমি স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা করিচি, আমার তুষানল প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু কলিতে তুষানলের রীতি নাই, আমি দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হবো, মন্ত্রী আমার নামে রাজ্য কর্‌বেন।

মাধ। জলধর ?

রাজা। মাধব, আমি এমন পাগল হইনি যে জলধরের স্কন্ধে রাজ্যের ভার দিয়ে যাব। জলধরকে কৌতুক করে মন্ত্রী বলা যায়, মন্ত্রীর সমুদায় কার্য্য বিনায়ক নির্ব্বাহ করে।

মাধ। তা হলেই বিদ্যাভূষণ পাগল হবে।

যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়সির ঘুম নাই।

আপনি বনবাস ব্যবস্থা কচ্চেন্, বিদ্যাভূষণ বরাভরণ প্রস্তুত কচ্চেন, আর সকলকে বলে বেড়াচ্চেন তিনি রাজশ্বশুর হয়েচেন; তাঁরে সভাপণ্ডিত বল্যে রাগ করে ওঠেন।

রাজা। ব্রাহ্মণের মনে যথেষ্ট ক্লেশ হবে তার সন্দেহ কি; কিন্তু আমি গৃহে থাকলেও আর বিয়ে কর্‌বেন না। রাণী শব্দটি কাণে গেলে আমার প্রাণ চম্‌কে ওঠে, আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়, আমি বড় রাণীর সেই মলিন বদন, সেই সজল নয়ন, সেই আলু-লায়িত কেশ দেখ্‌তে পাই—আমার ইচ্ছা হয় সপ্রণয় সম্ভাষণে সেই মলিন মুখ চুম্বন করি, অঞ্চলদ্বারা নয়ন মুছায়ে দিই। মাধব, লোকে আমায় কি কাপুরুষ বিবেচনা করে!

মাধ। মহারাজ! যেমন রাজবাড়ীর দ্বারে সতত দ্বারপালেরা অবস্থান করে; উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ না পরিধান করে এলে তাহারা কাহাকেও আস্‌তে দেয় না, দীন দরিদ্র দেখ্‌লেই নেকাল্‌ যাও বলে তাড়ায়ে দেয়; তেমনি মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপ-কোতোয়াল দাঁড়্‌য়ে আছেন, প্রশংসা-চেলি পরাণো কথা শ্রবণ-দ্বারে অবাধে প্রবেশ করে, নিন্দা-ন্যাকড়ায় ঢাকা কথা কোপ-কোতোয়ালের নাম শুনে এগোয় না, যদি একটী আধটী চৌকাটে পা দেয়, কোপ-কোতোয়াল তখনি তাকে জরাসন্ধ বধ করেন। মহা-রাজ! আপনাকে লোকে অতিশয় নিন্দে করে—জনরব এই, আপনি জননীর আর ছোট রাণীর অনুরোধে গর্ভিণী হরিণী বধ করে অন্দরের ভিতর পুঁতে রেখেচেন্—(রাজা মূর্চ্ছিত) ওকি মহারাজ, (হস্তধরিয়া) ওঠো, ওঠো, একথা কেহ বিশ্বাস করে না—

রাজা। আমার প্রাণ বিদীর্ণ হলো; মাধব, আমি আত্মহত্যা করি, আমি আর রাজসভায় মুখ দেখাব না—কি মনস্তাপ, কি অপবাদ—মাধব, আমি এমন কাজ করিনি।

মাধ। আমি ত এ কথা বিশ্বাস করিনে, এ কথা বিশ্বাস হতেও পারে না।

রাজা। বিশ্বাস না হবার কারণ কি?

মাধ। মহারাজ, হিন্দুর শাস্ত্রে গোর দেওয়া পদ্ধতি নাই—

আপনি হিন্দু হয়ে কি বড় রাণীর গোর দিতে গিয়েচেন? একি বিশ্বাস হয়?

রাজা। মাধব, যারা তোমার মত পাগল, তারা পরম সুখী।

মাধ। মহারাজ, যদি আমার কথা শুন্‌তেন তা হলে এ জনরব রট্‌তো না, যদ্যপি সেই লিপি সকলকে দেখাতেন তা হলে বড়রাণীকে আপনি বধ করেন নাই এটা প্রমাণ হতো।

রাজা। আমি বিবেচনা করেছিলেম বড় রাণীকে অবশ্যই পাবো, তাইতে লিপি দেখাবার আবশ্যক বোধ হয় নি—হা! প্রেয়সি, আমি তোমার কি পাষণ্ড পতি! হা! পুত্র, আমি তোমার কি পাষণ্ড পিতা! মাধব সে লিপি আমি পরম যত্নে রেখিচি—এস বনগমনের আয়োজন করি।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রতিকান্তের শয়নঘর।

রতিকান্ত এবং মালতীর প্রবেশ।

মাল। সূর্য্য অস্তে গিয়েচে, তুমি আর বাড়ীতে কেন?

রতি। যাবার সময় দুটী একটী মনের কথা বলে যাই।

মাল। বালাই, তুমি যেতে যাবে কেন? রাজার ভাবগতিক দেখে সকলেই হাহাকার কচ্চে, কেবল ঐ পোড়ার মুখো হোঁদোল-কুৎকুঁতের রঙ্গ লেগেচে।

রতি। প্রেয়সি, যদি ধত্তে পারো, রাজার সম্মুখে ওর শাস্তি দেব—যে ভয়ানক পত্রে স্বাক্ষর করে লয়েচে, ওর অসাধ্য-

ক্রিয়া নাই। তুমি যা যা চেয়েছ সব এনে দিইচি, এখন আমার কপাল, আর তোমার হাত-যশ।

মাল। মন্ত্রীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাক্‌তো তা হলে কিছু সন্দেহ হতো; ও যখন জগদম্বার ঝাঁটা খেয়েও বিশ্বাস করেচে আমি ওর জন্যে পাগল হইচি, তখন আমার হাত-যশের ভাবনা কি?

রতি। আমি ও ঘরে গিয়ে বসে থাকি, সময় বুঝে দ্বারে ঘা দেব।

রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। মল্লিকের যে এখনও দেখা নাই, তার ভাতার হয়তো ছেড়ে দ্যায়নি—ওরা দুটীতে খুব সুখে আছে, দুজনেই সমান রসিক, রাত দিন আমোদ আনন্দে থাকে—

বিনায়ক এবং মল্লিকের প্রবেশ।

মাল। যোড়ে যে?

মল্লি। যার খাই সে ছাড়্‌বে কেন?

(অঞ্চল বদনে দিয়া হাস্য)

মাল। আ মরি, কি কথার কি জবাব!

বিনা। দেখ ঠাকুর-ঝি, মল্লিকে আমায় আজ বড় তামাসা করেচে, আজ নতুন রকম কেস্থুর খাইয়েচে; ওল কেটে কেটে কেস্থুর প্রস্তুত করে রেখে ছিল, আমি ভাই কি জানি, তাই গালে দিয়েছিলেম।

মল্লি। আমি কাছে বসেছিলেম, গালে দেবার সময় হাত ধল্যেম—তা না ধল্যে এতক্ষণ জগদম্বার মত মুখ হতো।

বিনা। তুমি আমায় তামাসা কর কি সম্পর্কে? শালী শালাজেই তামাসা করে, মাগে কোন্ কালে তামাসা করে থাকে?

কেন আমি কি তোমার ছোট বনকে বিয়ে করিচি, না বার করিচি?

মল্লি। বন্ বিয়ে করা রীতি নাই, বোধ করি বার্ করেচ।

বিনা। তুমি আমায় যে তামাসা কর তুমি ঠিক যেন আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার কি?

বিনা। তুমি আমার শালাজ।

মল্লি। আমি তোমার শালাজ হলেম।

বিনা। হলে।

মল্লি। তবে তুমি আমার কে হলে? বল,- বল,—নীরব হলে কেন?

মাল। উনি তোমার ঠাকুরঝির ভাতার হলেন।

বিনা। ঠাকুরঝির ভাতার হলে, মল্লিকের সঙ্গে তোমার চুলো চুলি হবে।

মাল। আবার আমায় পেয়ে বস্‌লে।

মল্লি। এখন মন্ত্রীর কর্ম্ম পেয়েচেন যে।

মাল। সত্য নাকি।

বিনা। হাঁ, আজ হতে মন্ত্রীর ভার পেইচি।

মল্লি। আজ মন্ত্রীর ভার পেয়েচেন, কাল মন্ত্রীর ভাঁড় পাবেন।

মাল। মরণ আর কি! ভাতারের সঙ্গে ও কি না?

মল্লি। তা রঙ্গ কর্‌বার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আনবো? বলে—

দাঁতে মিসি দ্যাখন হাঁসি চুলে চাঁপা ফুল,
পরে ধরে পীরিত করে মজাবে দুকুল।

বিনা। ঠাকুর্‌ঝি, তুমি মল্লিককে পার্‌বে না, মল্লিকে আমাদের এক হাটে বেচ্‌তে পারে এক হাটে কিন্‌তে পারে।

মাল। হ্যাঁলা মল্লিকে, তুই ভাতার বেচ্‌তেও পারিস্, ভাতার কিন্‌তেও পারিস্?

মল্লি। কেন তুমি কি তা জান না, তোমায় কত দিন যে কিনে এনে দিইচি।

বিনা। তোমরা ভাই কেনা কিনি কর, আমি রাজবাড়ী যাই, আমার হাতে অনেক কাজ।

মল্লি। কখন্ আস্‌বে? আজ নাই গেলে, আমি এখনি বাড়ী যাব।

বিনা। আমার অধিক্ রাত হবে না।

[বিনায়কের প্রস্থান।

মাল। আহা! মল্লিকের মুখখানি চুন্ হয়ে গেছে, ভাতার রাজবাড়ী গেল, হয়তো রেতে আস্‌বে না।

মল্লি। আমি বুঝি তাই ভাব্‌চি? ভাই, রাত্রি দিন পরি-শ্রম কল্যে শরীর থাকে? আজ বিকালে এসে ভাত খেয়েচে।

মাল। তা ভাবনা কি বন্, তোমার ঘর খালি থাক্‌বে না, যারে লিপি লিখেছ তারে পাবে।

মল্লি। সক্ করে কেউ সতীন করে না, তোমার আপনার আঁটেনা আমায় দেবে। তুমি দিলেই কোন্ দিতে পারো, তোমার রূপে সে কেমন মোহিত হয়েচে, সে আর কারো চায় না; তোমার চোকে ভাই কি আছে, আমি মেয়ে মানুষ, তোমার চোক্ দেখ্‌লে আমারি মন কেমন কেমন্ করে।

মাল। কত সাধই যায়।

মল্লি। হোঁদোলকুঁৎকুঁতে ধরণের আয়োজন সব হয়েছে ত?

মাল। সব হয়েচে, এখন এলে হয়।

মল্লি। আজ জগদম্বাকে ঠেঁটি পরাবো তবে ছাড়্‌বো, খাঁচা খান কোথায় রেখেচ?

মাল। খিড়্কির দ্বারে আছে।

জলধরের প্রবেশ।

মল্লি। দিলেন দেবতা দিন এত দিন পরে,
মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে।

মাল। মলিন বদন, সুস্থির নয়ন, বচন সরে না মুখে,
কাঁপিতেছে অঙ্গ, এত বড় রঙ্গ, বল বল কোন্ দুখে।

জল। আমার বড় ভয় কচ্চে—আমি সদাগরকে নৌকায় উঠ্তে দেখিচি, তবু যেন আমার বোধ হচ্চে এই বাড়ীতে আছে, আমি দশবার এগ্‌য়েচি দশবার পেচ্‌য়েচি।

মল্লি। তা আপনার ভয় কি, আপনি তো কৌশলের ক্রটি করেন্‌নি, আজ সন্ধ্যার পরে সদাগরকে এখানে দেখ্‌তে পেলে-ইত তারে কারাগারে দিতে পার্‌বেন।

জল। তার হাত হতে বাঁচ্‌লেত তারে কারাগারে দেব?

মাল। তুমি নির্ভয়ে আমোদ কর, সদাগর এতক্ষণ কত দূর যাচ্চে।

জল। এখানে আমার গা ছপ্ ছপ্ করে, তুমি যদি আমার বৈটকখানায় যাও তবে নির্ভয়ে আমোদ কত্তে পারি। আমি এখানে ধরা পড়্‌লে প্রাণ হারাবো।

মল্লি। একি মহাশয়, প্রেমিকের এমন ধর্ম্ম নয়, সকল জোটাজোট করে এখন পটল তোলেন। আপনার কবিতা গেল কোথায়, রসিকতা গেল কোথায়, আড়্ নয়নের চাউনি গেল কোথায়?

জল। অজগর ভয়-সাপ হেরিয়ে কাঁদায়,
ডুবিয়াছে প্রেম ভেক হৃদয়-ডোবায়।

ভেক যদি মাতা তোলে জলের উপর,
কপ্ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।

মাল। আপনার কোন ভয় নাই, আপনি পরম সুখে আমোদ করুন।

জল। কি আমোদ কর্‌বো?

মল্লি। তা কি আমাদের বলে দিতে হবে—আচ্ছা একটি গান গাও।

জল। আচ্ছা গাই—একটা খেম্‌টা গাই—

মালতীর মালা, গাম্‌চা হারায়ে এলেম্ ঘাটে।
তেলের বাটী গাম্‌চা হাতে গিয়েছিলেম্ নাইতে,
পা পিচ্‌লে পড়ে গেলেম্ বঁধোর পানে চাইতে।

মল্লি। আহা! জগদম্বা কত শিব পূজা করেছিল তাই এমন ভাল ভাতার পেয়েছে।

জল। তা সে বলে থাকে, তাইতো সে এত ঝকড়া করে—তবে মালতি, সাধিলেই সিদ্ধি—

মালতী, মালতী, মালতী ফুল,
মজালে, মজালে—

(দ্বারে আঘাত)

নেপথ্যে। মালতি! মালতি! দোর খোলো, একটা কথা বলে যাই।

জল। ঐতো সদাগর; ওমা আমি কম্‌নে যাবো, বাবা, মলেম, (মল্লিকের পশ্চাৎ লুক্কাইত হইয়া) মল্লিকে, বাছা আমাকে রক্ষা করো, জগদম্বা বড় পেড়াপিড়ি করেছিল তাইতে তোমাকে মা বলিচি, আজ্ মার কাজ্ কর, আমারে বাঁচাও—

নেপথ্যে। ঘরে কথা কয় কে ও, আমি না যেতেই এই, তুমি দোর খোলো, তোমাদের সকলকে কীচক্ বধ কর্‌চি।

মাল। (গাত্রোত্থান করিয়া) ফিরে এলে যে? যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন।

জল। মালতি, আমার মাতা খাও দোর খুল না, আমি লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাঁড় করো না।

মল্লিকে। এই পালঙ্গের নীচে যেতে পারো না?

জল। দেখি, (চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্গের নীচে যাইতে চেষ্টা) না, পেট্ ঢোকে না, ভুঁড়িটে বাধে।

মল্লি। মালতি, ঐ থান্‌টা ছেটে দে।

জল। এখন রঙ্গের সময় নয়, আজ্ যদি বাঁচি তবে রঙ্গের সময় অনেক পাওয়া যাবে।

মাল। মল্লিকে, ঐ কোণে করমাসে গাম্‌লায় কোত্‌রা গুড় আছে, তাইতে ডুবয়ে রাখ্, মুখ যদি ডুবুতে না পারেন, সেখানে একটা মুখোস্ আছে সেইটে মুখে বেঁধে দে।

নেপথ্যে। এক প্রহরে দোর্‌টা খুল্‌তে পাল্লে না?

(সজোরে দ্বারে আঘাত)

জল। মল্লিকে, এস এস।

জলধরের মুখে বিকট মুখস্ বন্ধন এবং জলধরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ, মালতীর দ্বার মোচন, রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। আমিতো জন্মের মত চল্যেম—(চুপি চুপি) ব্যাটা কি পাজি, অনায়াসে একটা লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে সম্মত হয়েছে, আমার ইচ্ছে কচ্চে তলয়ারের খোঁচা দিয়ে ওর পেট্ গেলে দিই।

মাল। আর কিছু কত্তে হবে না, যেমন নষ্ট তেম্‌নি শাস্তি পাবে। তুমি ও ঘরে যাও আমি দোর দিই।

রতি। মল্লিকে কোণে গিয়ে দাঁড়্য়েছেন কেন? আমার আর কথা কইবের সময় নাই।

[রতিকান্তের প্রস্থান।

মাল। মল্লিকে, এদিকে আয়, মন্ত্রী মহাশয়কে নিয়ে আয়।

(গুড়ের গাম্‌লা হইতে জলধরের গাত্রোত্থান)

জল। গিয়েচেতো? রস দেখি, গিয়েচে—তুমি ভয় দেখাতে পাল্লে না, যে কেউ দেখ্‌তে পেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে। আরতো আস্‌বে না—আঃ, এমন আটা গুড়্‌তো কখন দেখিনি, আমার হাত গায়ের সঙ্গে জোড়া লেগে গেছে।

মল্লি। ওটা কিসের মুখোস?

মাল। ওটা হোঁদোলকুঁৎকুঁতের মুখোস।

জল। এ কথা নিয়ে খুব আমোদ কত্তে পাত্তেম, যদি ঠিক্ জানুতেম্ যে ব্যাটা আর আসুবে না, আমার এক প্রকার হৃৎ-কম্প হয়েছে।

মাল। আর ভয় কি?

জল। আমি গা হাত না ধুয়ে তোমার করপদ্ম ধারণ কত্তে পার্‌বো না।

মল্লি। হানি কি, এখন একবার করপদ্ম ধারণ কর, "এতে গন্ধ পুষ্পে" হয়ে যাক।

মাল। তুই আর তামাসা করিস্‌নে, তোর সম্পর্ক বিরুদ্ধ হয়েচে।

মল্লি। তা হলে তোমার যে বন্‌পো হলো।

মাল। ওমা তাইতো!

জল। কুলীন বামনের ঘরে এমন হোয়ে থাকে, তার জন্যে মনে কিছু দ্বিধা করে আমায় আবার সেই জগদম্বার হাতে নিক্ষেপ কর না।

মাল। এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জল। তা হলে আমার গুড় মাথাই সার, খাওয়া ঘটে না।

মল্লি। হাঁ, পীরিৎ কত্তে আবার ব্যবস্থা নিতে হবে? তিথি নক্ষত্র দেখ্‌তে গেলে প্রেম হয় না, মন মজ্‌লেই হলো, বলে—

রসিক নাগর, রসের সাগর, যদি ধন পাই,
আদর করে, করি তারে, বাপের জামাই।

জল। বেশ বলেচ, বেশ বলেচ, আমার এতে মত আছে। আমি—

নেপথ্যে। মালতি, আমার সন্দ হচ্চে, তোমার ঘরে মানুষ আছে, আমি এ ঘর ও ঘর সব খুঁজ্‌বো, তার পরে ঘরে আগুন দিয়ে দেশান্তরী হবো।

জল। এবার, ওমা এবার, কি কর্‌বো, কোথায় লুকাবো! মল্লিকে চেঁচ্‌য়ে কথা কয়ে আমার মাতাটি খেলে, এখন প্রাণ রক্ষার উপায় কি?

মাল। সন্দ কল্লে কেমন্ করে; আমার গা ভয়ে কাঁপ্‌চে, ওতো এমন রাগী নয়, একটি কোপে মাথাটি দুখান করে ফেল্‌বে।

মল্লি। মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে—

জল। মন্ত্রী বলে চ্যাঁচাও ক্যান?

মল্লি। মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে লুক্‌য়ে রাখি।

মাল। ওঘর আগে খুঁজ্‌বে।

নেপথ্যে। মালতি, ধরা পড়েচো, আর ঢাক্‌লে কি হবে, দোর খোলো, তা নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলি।

(দ্বারে পদাঘাত)

জল। ওমা, জগদম্বার যে আর নাই, সর্ব্বনাশ হলো, প্রেম কত্তে প্রাণ খোয়ালেম্—

মল্লি। (হাস্য বদনে) জগদম্বার আর নাই—

জল। ওরে আমি বলিচি তার আর কেউ নাই—আহা ছেলে পিলে হয়নি, আমাকে নিয়ে সুখে আছে, এখন এ বিপদ হতে কেমন করে উদ্ধার হই। আহা! সেই সময় যদি মালতীকে মা বলি, তাহলে এমন করে মরণ হয় না!

মল্লি। তুমি জোর করো না, সদাগরকে মেরে তাড়্য়ে দাও, আমরা তোমার সাহায্য কর্‌বো—

জল। আমার তিন কাল গিয়েচে এক কাল আছে, ওদের সঙ্গে কি জোরে পারি—তোমরা বলো আমি ঔষধ নিতে এইছি—

(দ্বারে পদাঘাত)

মাল। ভেঙ্গে ফেল্লে যে—মল্লিকে ওঘরে গদির তুলো গুনো গাদা হয়ে পড়ে আছে, তার ভিতর মন্ত্রী মহাশয়কে লুকুয়ে রাখ্‌গে, আমি কৌশল করে ওঘরে যাওয়া রহিত কর্‌বো।

জল। আমি তুলোর ভিতর ডুবে থাকিগে, নড়্‌বো না চড়্‌বো না, দেখ যদি এঘরে রাখতে পারো; তোমরা মেয়ে মানুষ, তোমরা ভাতারের ভাতার, যা মনে কর তাই কত্তে পারো, তবে আমার কপাল।

মল্লি। আচ্ছা এস, তোমায় আমিই বাঁচাবো।

জল। মালতি, তবে আমি চল্যেম, প্রাণ তোমার হাতে।

নেপথ্যে। পুরুষের গলার শব্দ শুনচি যে, আঁা, কি সর্ব্ব-নাশ! বিদেশে না যেতেই এই বিড়ম্বনা—

একি রীতি রমণীর লাজে যাই মরে,
না যেতে বিদেশে পতি উপপতি ঘরে।

বিহরে বিরহ হেতু সতীত্ব সংহার ;
হায়রে অঙ্গনা তোর পায় নমস্কার !

(দ্বারে পদাঘাত)

জল। আয়, বাছা আয়, ঘর দেখ্য়ে দে, তুলো দেখ্য়ে দে—
প্রেম পুত্লেম পাঁকের ভিতর, পলাই কেমন করে,
হাড়গোড়্ ভাঙ্গা দটি হবো, তাড়্য়ে যদি ধরে।

[মল্লিকের সহিত জলধরের প্রস্থান।

মালতীর দ্বারমোচন, রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। কি হলো ?

মাল। গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েচে, মুখে মুখোস্ দেওয়া হয়েচে, এই বার তুলো, শোন্ আর আবির দেওয়া হবে, তার পরেই হোঁদোলকুঁৎকুঁতে পড়্বে।

রতি। ত্বরায় শেষ কর, ঘুম্ আস্চে।

মাল। তুমি মল্লিকের নাম করে চ্যাচাও।

রতি। মল্লিকে গেল কোথায় ? ওঘরে বুঝি ?

মাল। মল্লিকে এখনি আস্বে, ওঘরে যেওনা।

রতি। যাবনা কেন ? কেউ আছে নাকি ?

মল্লিকের প্রবেশ।

মল্লি। সদাগর মহাশয়, আপনার কি সাহস, এখনো এখানে রয়েচেন ?

রতি। তুমিতো মালতীকে ফাঁকি দিয়ে নির্জ্জনে বিহার কচ্ছিলে।

মল্লি। আহা জলধরের এখন যে মূর্ত্তি হয়েচে জগদম্বা দেখ্লেও বাবা বলে পালায়। আমরা বেশ রামযাত্রা কচ্চি, আমি সাজ্ঘরের কর্ত্তা হইচি।

মাল। মল্লিকে, তুই খাঁচার চাবি নে, (চাবি দান) বল্‌গে, সদাগর আজ গেল না, এস তোমায় খিড়্‌কি দিয়ে বার করে দিয়ে আসি। খিড়্‌কির আর খাঁচার দোর এক হয়ে আছে, যেমন বেরবে অমনি খাঁচার ভিতরে যাবে, আর তুই দোর দিয়ে চাবি দিবি।

মল্লি। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কি, চল্লেম।

[মল্লিকের প্রস্থান।

মাল। তুমি যখন দ্বারে নাতি মাত্তে লাগ্‌লে, জলধরের যে কাঁপনি, আমি বলি ঘুরে পড়্‌লো।

রতি। আগে খাঁচার ভিতর যাক, তার পর খু চুয়ে আদ-মারা কর্‌বো।

মাল। আমি আগে জগদম্বাকে ডেকে দেখাবো, মাগী সে দিন আমার সঙ্গে যে ঝক্‌ড়া কল্যে— জলধরের যেমন বুদ্ধি, জগ-দম্বারও তেমনি বুদ্ধি, মাগী ভাবে তাঁর মহিষাসুরকে সকলেই ভাল বাসে।

রতি। তা আশ্চর্য্য কি; মেয়ে মানুষে কি না কত্তে পারে?

মাল। পোড়া কপাল আর কি, কথার শ্রী দেখ; যাদের ধর্ম্ম নাই তারা সব করে, যাদের ধর্ম্ম আছে তারা পতি বই আর জানে না, পর পুরুষকে পেটের ছেলের মত দেখে।

রতি। আমি কথার কথাটা বল্‌চি—

নেপথ্যে। পড়েচে, পড়েচে, হোঁদোলকুঁৎকুঁতে পড়েচে, ও মালতি, শীঘ্র আয়, সদাগর মহাশয়কে সঙ্গে করে আন্।

রতি। চল, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর সম্মুখ।

গুড় তুলায় আবৃত, লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ
জলধরকে বহন পূর্ব্বক চারি জন
বাহকের প্রবেশ।

প্রথম। ওরে একেণ্ডা ভূঁই দে—তেবু যাতি নেগ্‌লো, হ্যাদি দ্যাক্, মোর কাঁদ্ ক্যাটে গেল, তেবু যাতি নেগ্‌লো।

দ্বিতীয়। হ্যাঁরা ও বেন্দা, বল্লি কথা কানে করিস্‌নে, মেজো তালুই যে ভূঁই দিতে বল্‌চে—হুল্লা, টান্‌তি নেগ্‌লো দ্যাক্।

তৃতীয়। দিত্তি চাস্ ভূঁই দে; (লৌহপিঞ্জর ভূমিতে রাখিয়া) কাঁদ ফুলে ঢিবি পানা হয়েচে, ভাল কাহারি কত্তি গিইলি: মুই বল্লাম্ চেড়ডেয় ঘাড়ে করিস্‌নে—আট্টাতে হিমসিম খেয়ে যায়, মেজো তাল্‌ই এই কুঁদো চেড্‌ডেয় ধত্তি গেল।

চতুর্থ। হ্যাদিদ্যা, হ্যাদিদ্যা, সুমুন্দি খাড়া হয়ে দেঁড়্‌য়েচে। হ্যাগা মেজো তালুই, এডা কি জানয়ার, কত্তি পারিস্?

প্রথম। কে জানে বাবু কি বলে—সয়দাগর মসাই বল্যো—এই যে, দূর ছাই, মনেও আসে না—হাঁদোলের গুতো।

চতুর্থ। সুমুন্দি হাঁদোলের গুতোই বটে—পালে কনে গা?

প্রথম। আরে ও হলো রাজার সয়দাগর, পাঁচ জায়গায় যাতি লেগেচে, কন্‌তে ধরে অ্যানেচে।

জল। (স্বগত) ভাগ্যে মুখোস্ দিয়েছিল, তা নইলে সকল লোক চিনে ফেল্‌তো—এখন একটু নাচি, কেঁউ কেঁউ করি, তা হলে

লোকে যথার্থই হোঁদোল কুঁৎ কুঁতে বিবেচনা কর্‌বে। (নাচিতে২) কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ।

চতুর্থ। হ্যাদিদ্যা, হল্লা, সুমুন্দি কুকুরির মত কেঁউ কেঁউ কত্তি নেগেচে।

দ্বিতীয়। হ্যাদে ও আর ড্রিং করিস্‌নে, বোজা ওলাতি পাল্লিই খালাস্, তুলে দে।

চতুর্থ। মেজো তালুই এটু দাঁড়া, সুমুন্দির গায় গোটা দুই ঢ্যালা মারি [ছোট ছোট ইটের দ্বারা জলধরের পৃষ্ঠে প্রহার]

জল। (চীৎকার শব্দে) উকু, কুউ, উকু, উকু, কুউ, কুউ, কুউ, কুউ, (পিঞ্জরের চাল ধরিয়া ঝুলন)

তৃতীয়। সুমুন্দি বাজ্জি কত্তি নেগ্‌লো—মেজো তালুই তোর হুঁচলো নাটি গাচ্‌টা দেতো, সুমুন্দির গায় গোটা দুই খোঁচা লাগাই। (যষ্টি গ্রহণ করিয়া খোঁচা প্রদান)

জল। (চীৎকার শব্দে) উকু কুউ, উকু কুউ, কুউ উকু, কুউ কুউ—খাবো, মানুষ খাবো, চারটে বেহারা খাবো, হা করে চার্‌টে বেহারা খাবো, মাতা শুনো চিবুয়ে খাবো।

প্রথম। তোরা চেরো, সুমুন্দিরি দানোয় পেয়েচে, চেরো, চেরো, খালে, খালে—

[চার জন বেহারার বেগে প্রস্থান।

জল। বাবা নাটির গুতো হতে ত্রাণ পেলেম। আঃ, কি প্রেম কর্‌রিচি; প্রেমের পিত্তি টেনে বার করিচি।

রতিকান্তের প্রবেশ।

রতি। বেহারা ব্যাটারা রাস্তায় ফেলে গিয়েচে—মন্ত্রী মহাশয়, মালতী তোমায় ডেকেচে, আপনার কি অবসর হবে একবার যেতে পার্‌বেন?

জল। তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে, আমি লাল দিগিতে গা ধুয়ে বাঁচি।

রতি। লালদিগিতে যাবেন না, মাচ মরে যাবে, ও গুড় নয়, আল্‌কাতরা।

জল। তুই আমার বাবা, তোর মালতী আমার মা, আমার চোদ্দ পুরুষের মা, তোর পায় পড়ি বাবা, আমারে ছেড়ে দে, আমি আর কখন কোন মেয়েকে কিছু বল্‌বো না—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খোচার হাত এড়াই।

রতি। তাহলে রাজার পীড়ার উপশম হয় কেমন করে?

জল। সে অনুমতি-পত্রখান ছিঁড়ে ফেল, আপোদ যাক।

রাজা, বিনায়ক ও মাধবের প্রবেশ।

মাধব। এ যে নতুন সদাগরি দেক্‌চি; এ কি জানোয়ার? এর নাম কি?

রতি। মহারাজের এই অনুমতি-পত্রে সকল ব্যক্ত হবে। (অনুমতি পত্র দান)

রাজা। আমার অনুমতি পত্র!—বিনায়ক পড় দেখি।

বিনা। (অনুমতি পত্র পাঠ)

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর,

কুশলালয়েষু।

যেহেতু অপ্রকাশ নাই যে মহারাজ রমণী মোহন রাজকার্য্য পরিহার পুরঃসর সতত নির্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন; রাজ কবিরাজ দক্ষিণ রায় ব্যবস্থা দান করিয়াছেন আরব দেশোদ্ভব হোঁদোলকুঁৎকুঁতের বাচ্চার তৈল সেবন করিলে মহারাজের রোগের প্রতীকার

হইতে পারে; অপ্রকাশ নাই যে আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্চা পাওয়া যায় না; অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি পত্র প্রাপ্তি মাত্রে তুমি আরব দেশে গমন করিবে, আর যত দিন হোঁদোলকুঁৎকুঁতের বাচ্চা না প্রাপ্ত হও তত দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনিবারের সূর্য্যাস্তের পর তোমাকে যদি কেহ এ নগরে দেখিতে পায় তোমাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ইতি।

রতি। মহারাজ, আমি অনেক পর্য্যটনে এই ধাড়ী হোঁদোল কুঁৎকুতে ধরে এনিচি, এইটি গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দেন।

রাজা। কি আশ্চর্য্য, এমত পাগলের অনুমতি-পত্রে আমার স্বাক্ষর হয়েছে!

মাধব। এ কিরূপ জানোয়ার কিছুই স্থির করিতে পারি না—ডাক্‌তে পারে?

রতি। ডাক্‌তে পারে, মানুষের মত কথা কইতে পারে।

মাধব। সত্য না কি, দেখি দেখি। (যষ্টি দ্বারা গুতা প্রহার)

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ,—(যষ্টির গুতা) উকু, উকু, উকু, উকু—(যষ্টির গুতা) কুউ, কুউ, কুউ, কুউ।

মাধব। কথা কও, তা নইলে মুখের ভিতর লাটি দেব।

জল। কোঁ, কোঁ, কোঁ, কোঁ, (নৃত্য)।

রাজা। যথার্থ জানোয়ার নাকি?

মাধ। যথার্থ অযথার্থ গালে লাটি দিলেই জানা যাবে। (গালে লাটি দিয়া) বল্ কে তুই, বল্ কে তুই?

জল। আ—মি, আ—মি, আ—মি।

মাধ। আবার চুপ্ কল্লি (লাটির গুতাপ্রহার)।

জল। আমি জল—আমি জলধর। (সকলের হাস্য)

রাজা। এমন্ রসিক আর কে ?

মাধ। আমি বলি একটা জালায় গুড় তুলো মাখিয়ে এনেচে ? মন্ত্রিবর এরূপ রূপ ধারণ করেচেন কেন ?

জল। আমি ধরিনি, ধর্ য়েচে। এই বার আমার রসিকতা বের্ য়ে গিয়েচে, মালতীর সহিত প্রেম কত্তে গিয়ে যা বলে চলে এসিচি—বাবা সদাগর, আমারে ছেড়ে দাও, আমি গা ধুয়ে বাঁচি।

রাজা। ইতিপূর্ব্বে তোমার রসিকতায় কোন রমণী বশীভূত হয়েছিল ?

জল। শত, শত।

রতি। এক বার জগদম্বাকে ডেকে আনি।

জল। সদাগর মহাশয়, তুমি আমার ধর্ম্ম-বাবা, আমারে রক্ষা কর, এর উপরে ঝাঁটা হলে আর আমি প্রাণে বাঁচ্ব না।

রাজা। তুমি যে বলো, স্ত্রীশাসনের প্রণালী কেবল তুমিই জান, তবে জগদম্বাকে ভয় কচ্চো কেন ?

জল। মহারাজ, এখন পাঁচ রকম বলে এ নরক হতে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি।

মাধব। তেল প্রস্তুত না করে ছাড়্বে কেমন করে ?

জল। মাধব, আর রগান দিওনা, আমার প্রাণ বিয়োগ হলো।

রাজা। ছেড়ে দাও।

মাধ। এস মন্ত্রিবর বাইরে এস, কামড়ো না।

রতি। তবে খুলি, (পিঞ্জরের দ্বার মোচন, জলধরের বাহিরে আগমন এবং বেগে পলায়ন)।

মাধ। মার, মার; হোঁদোলকুঁৎকুঁতে পালাচ্চে, মার্।

———— [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা, মাধব, বিনায়ক, জলধর, গুরুপুত্র, ও পণ্ডিতগণ প্রভৃতির প্রবেশ।

গুরু। মহারাজ, আমাদিগের সকলের বাসনা আপনি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পরমানন্দে রাজ্য করুন।

রাজা। যে বৃক্ষে একবার বজ্রাঘাত হয় সে বৃক্ষ কখনই পুনঃ পল্লবিত হয় না—আমি বিশাল বিটপীর ন্যায় সগৌরবে রাজ্য অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেম, আমার অঙ্গ, মনোহর শাখা প্রশাখায়, রমণীয় কুসুম মুকুলে, সুশোভিত হয়েছিল; কিন্তু ফলের সময় বিফল হলেম, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হলো, আমার ডাল পালা, ফুল মুকুল সকলি জ্বলিয়া গেল; আমি এক্ষণে দগ্ধ তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছি, সত্বরে ধরাশায়ী হবো। হে গুরুপুত্র, হে পণ্ডিতমণ্ডলি, হে সভাসদ্‌গণ, হে প্রজাবর্গ, আমি অতি নরাধম, মূঢ়, পাপাত্মা—পতিপ্রাণা বড়রাণী গর্ভবতী হলে, ছোটরাণী এবং জননী তাঁহাকে অতিশয় তাড়না করেছিলেন, আমি তাড়না রহিত করা দূরে থাকুক, বড়রাণীকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়েছিলেম, সেই অভিমানে প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণী হলেন—তাঁহাকে কেহ বধ করেনি।

গুরু। মহারাজ, রাজা রাজড়ার কাণ্ড, সকলে সকল ঘটনা প্রকৃত বুঝ্‌তে পারেনা, নানারূপ কথা উত্তোলন করে; কেহ বলে বড়রাণী বিষ পান করে প্রাণ ত্যাগ করেছেন, কেহ বলে ছোটরাণী তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়ে হত্যা করেছেন।

প্রথম পণ্ডিত। রাজ্যের ভিতর জনশ্রুতি এই—বড়রাণী

অভিমানে ভোগবতী নদীতে ডুবে মরেচেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে, সে জন্য মহারাজের কাতর হওয়া উচিত নয়।

গুরু। মহারাজের পুণ্যের সংসার, এই সংসারে কি স্ত্রীহত্যা সম্ভব হয়? বিশেষ স্বর্গীয় রাণীরে অতি ধর্ম্মশীলা, তাঁহারা এমন কর্ম্ম কখনই করিতে পারেন না।

মাধ। গুরুপুত্র মহাশয়ের মুখখানি বাজীকরের ঝুলি—ফুঁ উড়ে যা, কাজলে আক্ হ, ফুঁ উড়ে যা, সিউলি পাতা হ—আপনি সে দিন বলেচেন নিষ্ঠুর রাজমাতা এবং নির্দ্দয়া ছোটরাণী ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা বড়রাণীকে বিনাশ করে বাড়ীতে পুতে রেখেচে, আজ্ বল্চেন স্বর্গীয় রাণীরে ধর্ম্মশীলা—

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) জগদীশ্বর!

প্রথম পণ্ডিত। মাধব! এমন কথা মুখে এন না।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, মাধব অমূলক কথা কিছুই বলেনি, সকল লোকে বলে থাকে আপনারা গর্ভিণী বড়রাণীকে বধ করে বাড়ীতে পুতে রেখেচেন।

রাজা। হে সভাসদ্গণ, আমি রাজকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক কল্য বনে গমন কর্বো, এক্ষণে আমি যাহা ব্যক্ত কর্বো তাহা স্বরূপ। আমি বড় রাণীকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়েছিলেম, আমি তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান করে ছিলেম, আমি বিমূঢ় কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার বিমল সতীত্ব স্ফটিককুম্ভে অঙ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, সেই জন্যই তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে আত্মহত্যার উপায় কর্লেন। যদ্যপিও বড় রাণীকে আমি কিম্বা অপর কেহ বধ করেনি, কিন্তু স্ত্রী হত্যা, পুত্র হত্যার যে পাতক তাহা আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। বড় রাণী বাড়ীতেও মরেন্নি, বনে গিয়েও মরেন্নি। তাঁর প্রেরিত পত্রী আমি পাঠ করি, সভাস্থ লোক শ্রবণ কর। (সুবর্ণ কৌটা হইতে পত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ)

প্রাণেশ্বর !

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয়নি, জন্ম দুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নি—শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে—(দীর্ঘ নিশ্বাস) বিনায়ক পাঠ কর (লিপি দান)।

বিনা। (লিপি পাঠ)।

প্রাণেশ্বর !

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয়নি, জন্ম দুঃখিনীর জীবন যমালয়ে যায় নি—শমন আগমন করেছিলেন, কিন্তু অধীনীর উদরে রাজপুত্রের অবস্থান দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাণনাথ! পতি, পতিপরায়ণা কামিনীর প্রণয়-মন্দিরের একমাত্র পরমারাধ্য দেবতা—পতির চরণ সেবা সতীর সুবর্ণ ভুবন, পতির পূজা সতীর জীবনযাত্রা, পতির আদর সতীর সুখসিন্ধু, পতির প্রেম সতীর স্বর্গ। এমন সুখাবহ স্বামিসুখ-বঞ্চিতা বনিতার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিবেচনায় মর্ম্মান্তিক বেদনাতুর জীবন জীবনে বিসর্জ্জন দেওয়াই স্থির করেছিলাম, আমার জীবনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার, যখন স্বামি-সেবায় একেবারে নিরাশ হলেম তখন অপদার্থ জীবন রাখায় ফল কি? কিন্তু আমার গর্ভস্থ রাজপুত্রের প্রাণের উপর আমার কোন অধিকার ছিল না, অভাগিনীর অপকৃষ্ট প্রাণ বিনষ্ট করিতে গেলে রাজপুত্রের উৎকৃষ্ট প্রাণ বিনাশ হয়, সুতরাং প্রাণ সংহারে বিরত হলেম। সাত মাস কাঙ্গালিনী মলিন বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। আজ সাত দিন, যে রাজপুত্রের প্রাণানুরোধে জীবিত আছি, সেই রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাণনাথ! আমি পুত্র প্রসব করিয়াছি—রাজপুত্র, তোমার পুত্র, আমার প্রাণপতির পুত্র, আমার প্রিয় রমণীমোহনের পুত্র! তুমি যে

নামটি অতি সুশ্রাব্য বলিয়া ব্যক্ত করেছিলে, পুত্রকে সেই নাম দিয়াছি। খোকা আমার কোল আলো করে বসে আছেন, আমার লতামণ্ডপে শত চন্দ্রের উদয় হয়েছে ; আমার প্রাণ আনন্দ-সলিলে অবগাহন করিতেছে। এমন ভুবনমোহন রূপ আমি কখন দেখিনি ; তোমার মত মুখ হয়েছে, তোমার মত হাত হয়েছে, তোমার পায়ের মত পা হয়েছে—খোকা তোমার অবয়ব অনুরূপ, যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপ হইতে দীপ জ্বালিলে সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়। আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছে। তুমি সপত্নীকে সোনা দিয়েছ, মুক্তা দিয়েছ, হীরক দিয়েছ, রাজসিংহাসন দিয়েছ, কিন্তু তুমি আমায় অপার আনন্দপ্রদ দেবতাদুর্লভ পুত্ররত্ন দান করেছ, সপত্নী যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার শতগুণে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আবশ্যক। স্ত্রী ভাগ্যে ধন, স্বামি-ভাগ্যে পুত্র—তোমার ভাগ্যে আমি এমন অমূল্য নিধি কোলে পেয়েছি। প্রাণনাথ! আবার আমার হৃদয়ে আক্ষেপ-ক্ষীরোদ উথলিয়া উঠিতেছে, নয়ন দিয়া খেদ প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। আমার কাঁদিবার কারণ কি? আমি কি সপত্নীর একাধিপত্য বিবেচনায় কাঁদিতেছি? আমি কি রাজসিংহাসন হইতে বিবর্জ্জিত হইয়াছি বলিয়া কাঁদিতেছি? আমি কি তোমার দুঃসহ দারুণ বিরহে কাঁদিতেছি? না নাথ, তা নয়। সে রোদন সাত মাস সম্বরণ করিয়াছি। আমার নয়ন হইতে নব সলিল নিপতিত হইতেছে ; আমি এমন অকলঙ্ক সোনার চাঁদ প্রসব করিয়াছি, প্রাণপতিকে দেখাইতে পারিলাম না, আমি একবার জনমনোরঞ্জন নয়ননন্দন নবশিশু বক্ষে করিয়া তোমার সমক্ষে দাঁড়াইতে পেলেম না ; আমি সানন্দে, সগৌরবে, সহাস্য বদনে প্রাণ পুত্রকে হাতে হাতে তোমার কোলে দিতে পেলেম না ; আমি একবার তোমার কাছে বসে প্রাণ পুত্রকে স্তন পান করাইতে পার্‌লেম না ; এই জন্যে আমার

সুখের সহিত বিষাদ হইতেছে। তোমায় ছেলে দেখাইতে আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; আমি ইচ্ছা করিতেছি এই দণ্ডে প্রিয়পুত্র কোলে করিয়া তোমার নিকট গমন করি, কিন্তু সাহস হয় না—সপত্নী আমার পুত্রকে অনাদর করুন তাহাতে আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিবে না, শাশুড়ী আমার পুত্রকে অনাদর করুন সে দুঃখ অনেক ক্লেশে সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু পাছে তুমি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এ আদরের ধনে অনাদর কর, তাহলে যে তদ্দণ্ডেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এই কারণে রাজভবনে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইলাম। প্রাণবল্লভ, রমণীর প্রেম বিপুল পয়োধি, অনাদর-নিদাঘ-তাপে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। যে হস্ত অসিলতা ধারণ করিয়া প্রাণ সংহার করিতে যায়, সেই হস্ত গৃহপালিত কুরঙ্গিণী আনন্দে অবলেহন করে; সেইরূপ যে পদ দ্বারা প্রাণপতি প্রণয়িনীকে দলনা করেন, পতিপ্রাণা প্রণয়িনী অবিচলিত ভক্তি সহকারে সেই পদপুণ্ডরীক চুম্বন করে। প্রাণনাথ, ভবনে থাকি আর কাননে থাকি, আমি তোমারি দাসী। দাসীর জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে, পতির বিরহে সতী কদিন বাঁচে! কুলহারা কুলকামিনী যূথহারা কুরঙ্গিণীর ন্যায় অচিরাৎ ধরাশায়িনী হয়; সরোবর ছাড়িলে সরোজিনী সহসা স্পন্দহীন হয়। জীবিতেশ্বর, দাসীর সুখেরও শেষ নাই, দুঃখেরও শেষ নাই; দাসীর জন্যে দাসী কিছুমাত্র চায় না, যদি কালসহকারে করুণাময়ের কৃপায় আমার পুত্র তোমার সমক্ষে দাঁড়ায়, পুত্র বলে কোলে লইয়া মুখচুম্বন কর, দাসীর এই একমাত্র ভিক্ষা। ইতি।

তোমার পতিরতা প্রমদা।

রাজা। হে সভাসদ্‌গণ, আমি বড় রাণীর এবং আমার প্রিয়পুত্রের ক্রমাগত ষোড়শ বৎসর অনুসন্ধান করিয়াছি, আমি

পতিব্রতা প্রমদার অন্বেষণে নানা বনে, নানা নগরে, নানা রাজ্যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম, কোথাও আমার প্রাণাধিকা প্রমদার সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে হরিদ্বারে জনশ্রুতিতে জানা গেল, প্রমদা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, প্রাণ পুত্রকে পারস্য দেশে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি আপন দোষে এমত পতিপ্রাণা নারীরত্নের অপচয় কর্‌লাম, আমি আপন দোষে এমন পবিত্র পুত্র হইতে বঞ্চিত হইলাম, আমার কি আর সংসার আশ্রম সম্ভবে? আমি কি আর মনকে কিছু দিয়া তুষ্ট করিতে পারি? যে বন একদা আমার পুত্রের জ্যোতিতে আলোকময় হইয়াছিল; আমি সেই বনে গমন কর্‌বো। তোমরা এ নরাধমকে, এ স্ত্রীপুত্রহত্যাকারী পাপাত্মাকে এ রাজ্যে থাকিতে অনুরোধ করনা।

গুরু। মহারাজ! আমাদিগকে একেবারে অনাথ করিয়া বনে গমন করা বিধি হয় না; আমাদিগের আর কেহ নাই; মহারাজ, বনে গমন করিলে রাজ্য একেবারে ছার খার হয়ে যাবে।

বিজয়ের হস্ত বন্ধন রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক দুই জন প্রহরী এবং বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের; হাঘরেদের উপদ্রবে আর কেহ মেয়ে ছেলে লয়ে ঘর করিতে পারে না। মহারাজ, এই বেল্লিক ব্যাটা বিষম হাঘরে, আমার বাড়ীর সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছে।

মাধব। আহা! আহা! বিদ্যাভূষণ এমন কোমল করেও রজ্জু দান করেছ! (বন্ধন মোচন করিয়া) ইনি অতি পুণ্যাত্মা তাপস, ইনি কি কাহারো দ্রব্য অপহরণ করেন।

বিদ্যা। মহারাজ, দশ দিন বারণ করিছি, আমার বাড়ীর দিকে গমন করিস্‌নে, বেল্লিক ব্যাটা যেটা বারণ করি সেইটি অগ্রে

করে। কাল আমার মেয়েকে ভুলায়ে লয়ে গিয়েছে, তাই ওর হাতে দড়ি দিয়ে রাজসভায় লয়ে এসিচি।

মাধব। আপনার মেয়ের কি করেচেন?

বিদ্যা। সে বালিকা, তার বোধ কি।

মাধব। আপনারা বামন জাত, কুকুর মারেন হাঁড়ি ফেলেন না।

রাজা। বিদ্যাভূষণ, তুমি এমন নবীন তাপসকে কি জন্য পীড়ন করিতেছ; আহা! বাছার মুখ দেখ্‌লে স্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। কি অলৌকিক রূপ, যেন সুমিত্রা-নন্দন জটাবল্কল পরিধান করে রাজসভায় দাঁড়্‌য়েছেন।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরেরা এক্ষণে ঐরূপ বেশ করে দেশ লণ্ডভণ্ড কর্‌তেছে, আপনি দেশপালক, এই ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করে আমার বাড়ী নিষ্কণ্টক করিয়া দেন।

রাজা। কি অপরাধে এ নিদারুণ দণ্ড বিধান করি?

বিদ্যা। মহারাজ, আমার কামিনীকে এই ব্যাটা হাঘরে জাদু করেছে। কামিনী রাজসিংহাসন অবজ্ঞা করে হাঘরের গৃহিনী হতে উন্মত্তা হইয়াছে। তার অঙ্গুলে মন্ত্রপূত করে একটা অঙ্গুরী দিয়াছে, তাহাতেই কামিনী একেবারে পাগল হয়ে গিয়েচে। আমি গোপনে দাঁড়ায়ে দেখিছি কামিনী সেই অঙ্গুরী চুম্বন করে, আর হা তপস্বিন্, হা তপস্বিন্, বলিয়া রোদন করে। মহারাজ এই হাঘরে ব্যাটাকে দ্বীপান্তর করুন, নচেৎ বিদ্যাভূষণ মহারাজের সমক্ষে গলায় ছুরি দিয়ে মর্‌বে।

রাজা। আচ্ছা স্থির হও। হে নবীন তপস্বিন্, তোমার যদ্যপি কিছু বক্তব্য থাকে তবে এই সময় বলো।

বিদ্যা। মহারাজ, ও আর বল্‌বে কি? ওরে বলুন ও সেই অঙ্গুরীটে ফিরে লউক, সেই আংটিটে জাদু মাখা।

মাধব। দেখ যেন তোমার বিদ্যাভূষণীকে ছোঁয়ায় না।

রাজা। তোমার কন্যা কামিনী কি তপস্বিনীর সহিত গমন করেচেন?

বিদ্যা। মহারাজ, কামিনী ছেলে মানুষ, বালিকা, কৌতুকাবিষ্ট হয়ে এই বেল্লিক ব্যাটার মাকে দেখ্‌তে গিয়েছে। সে মাগী হাঘরের শেষ, কারো সহিত কথা কয় না, কেবল রাত্রি দিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, কার সর্ব্বনাশ কর্‌বো, এই চিন্তা করে।

রাজা। বিনায়ক, তুমি দুই জন ব্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে তপস্বিনীর ঘরে গমন কর, তপস্বিনীকে এবং কামিনীকে রাজসভায় আনয়ন আবশ্যক, নতুবা যথার্থ বিচার হয় না।

বিনায়কের প্রস্থান।

বিদ্যা। সে হাঘরে মাগী কখনই এখানে আস্‌বে না, আমি আজ্ দশ দিনের মধ্যে তার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে পার্‌লেম না।

রাজা। হে তপস্বিন্, বোধ করি তোমার মনোহর রূপলাবণ্যে স্বরূপা কামিনী বিমোহিত হইয়া তোমায় পতিত্বে বরণ করেচেন, তোমা কর্ত্তৃক কুলকামিনী কৌশলে অপহরণ সম্ভবে না।

বিজ। মহারাজ, আমি তপস্বী, বনবাসী, কন্দমূলফলাশী—

মাধব। ওহে বাবাজি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি ফল মূলে পেট ভরেত?

বিজ। মহারাজ, তপস্বীরা পরম সুখী, ভার্য্যার ভাবনা ভাবিতে হয় না, সন্তানের ভাবনা ভাবিতে হয় না; চোরের ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের ভয় নাই। তাহারা পরমানন্দে অনুত্যক্ত চিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করে।

সহসা কোন ব্যক্তি এমন পবিত্র ব্যবসায়কে সহস্র-শোক-সমাকুল সংসারাশ্রমের সহিত বিনিময় করে না। আমি সরলা কামিনীকে সোণার চক্ষে দেখ্‌লেম, মন বিমোহিত হয়ে গেল, কামিনীর জন্যে তপস্বিবৃত্তি পরিত্যাগ করে সংসারী হতে প্রবৃত্ত হইচি। মহারাজ, কামিনীও আমাকে শুভ দৃষ্টিতে দর্শন করেছেন, তিনি একদিন নির্জনে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে ছিলেন, আমি তাহা দর্শন করে তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পারুলেম এবং বিবাহের কথা ব্যক্ত কর্‌লেম। কামিনীর জননী সম্মতি দান করিয়াছেন, এক্ষণে কামিনীর পিতা মত দিলেই পরম সুখে পরিণয় হয়।

বিদ্যা। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা; ব্রাহ্মণীকেও জাদু করেচে।

গুরু। তোমার মাতার মত হয়েচে?

বিজ। মহাশয়, আমার সপ্তদশ বৎসর বয়স হইয়াছে, আমি ইহার মধ্যে আমার চিরদুঃখিনী জননীর মুখে কখন হাসি দেখিনি, কিন্তু মিষ্টভাষিণী কামিনীকে ক্রোড়ে করে তাঁহার বিরস বদনে সরস হাসির উদয় হয়েচে, তিনি কামিনীকে পেয়ে পরম সুখী হয়েছেন।

রাজা। তোমার নাম কি?

বিজ। আমার নাম বিজয়।

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরের মিষ্ট কথায় ভুলবেন না, ঐ দেখুন বেল্লিক ব্যাটার হস্তে আলতা মাখা।

রাজা। (বিজয়ের হস্ত ধারণ করিয়া) কোই, কোই, (দীর্ঘনিশ্বাস)।

গুরু। মহারাজ, সিংহাসনে উপবেশন করুন—একি, একি, মহারাজের শরীর রোমাঞ্চিত হয়েচে, বদনমণ্ডল মলিন হয়েচে—

রাজা। হা জগদীশ্বর!, বিদ্যাভূষণ, যদ্যপি তোমার ব্রাহ্মণীর

এবং কামিনীর মত হইয়া থাকে তবে এমন সুপাত্র পাত্রে কন্যা দান কত্তে অমত করা কখন উচিত নয়।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, ও কখন তপস্বী নয়, ও হাঘরের ছেলে—বিবাহের নাম করে হাঘরে মাগী কামিনীকে লয়ে যাবে, তার পরে কোন সহরে গিয়ে বিক্রয় কর্‌বে।

রাজা। আমার বিবেচনায় কামিনী যেমন পাত্রী, বিজয় তেমনি পাত্র; কামিনী যদি আমার কন্যা হতো আমি বিজয়কে দান কত্তেম।

বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, আপনাকেও জাদু কল্যে নাকি? আপনি হাঘরের হস্ত স্পর্শ করে ভাল করেন নি। হা পরমেশ্বর! এমন আশা দিয়ে নিরাশ কল্যে—হয়েছে, আমার রাজশ্বশুর হওয়া হয়েছে!

রাজা। বিদ্যাভূষণ, আমি স্ত্রী পুত্র হত্যা করিছি, আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু কল্য বনে গমন কর্‌বো; সংসার করা দূরে থাকুক সংসারে আর ফিরে আস্‌বো না। আমি বড় রাণীর বিরহে ব্যাকুল হইয়াছি, আমি আর জনসমাজে থাকবো না। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, কামিনীকে এই মনোহর পাত্রে সম্প্রদান কর।

বিদ্যা। কখন হবে না, কখন হবে না, দোহাই মহারাজের; হাঘরের ছেলে কামিনীর পাণিগ্রহণ কখন কর্‌তে পাবে না—

বিনায়কের সহিত কামিনী ও আবৃতমুখী তপস্বিনীর প্রবেশ।

আমি বলি হাঘরে মাগী আস্‌বে না, মাগী কি একটা নূতন অভিসন্ধি করেছে—মহারাজ, ঐ দেখুন কামিনী সেই আংটি হাতে দিয়ে রেখেছে।

রাজা। দেখি মা কামিনী, তোমার হাতের আংটি দেখি। (কামিনীর নিকট হইতে অঙ্গুরী গ্রহণ) তোমায় এ আংটি কে দিয়েছে?

কামি। বিজয়—তপস্বী দিয়েছেন।

রাজা। (তপস্বিনীর চরণ অবলোকন পূর্ব্বক অঙ্গুরী চুম্বন করিয়া) এ আমার অঙ্গুরী, (তপস্বিনীর চরণ ধরিয়া) প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়সি! তোমার বিরহে আমি বনবাসী হতেছিলেম—

তপ। (মুখাচ্ছাদন মোচন পূর্ব্বক রাজার হস্ত ধরিয়া) প্রাণনাথ—হৃদয়বল্লভ—জীবিতেশ্বর—আমি কি তোমায় দেখতে পেলেম? দাসী কি আবার পাদপদ্মে স্থান পাবে! ওঠো, ওঠো, প্রাণনাথ, ওঠো!

সকলে। (উচ্চ স্বরে) বড় রাণী, বড় রাণী!

রাজা। প্রাণেশ্বরি! হে পতিরতে প্রমদে, হে সতীত্বময়ি, তোমার অকৃত্রিম প্রগাঢ় পবিত্র প্রণয়ানুরোধে এ পাপাত্মার অপরাধ ক্ষমা কর, এ মূঢ়মতির নৃশংস আচরণ বিস্মৃত হও।

গুরু। মহারাজের অতিশয় ঘর্ম্ম হচ্চে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়েচেন; মা বাতাস দেন।

তপ। (বল্কল দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে) প্রাণনাথ, দাসীর কোন কথা মনে নাই, এত কাল দাসীর আর কোন চিন্তা ছিলনা, কেবল এইমাত্র কামনা ছিল কতদিনে কি প্রকারে তোমার পদসেবায় অধিকারিণী হবে। হৃদয়বল্লভ, তোমার মুখমণ্ডল দেখে আমার দগ্ধ দেহ শীতল হলো, আমার মৃত প্রাণ সজীব হলো, আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেলনা। আমি আপন শরীরে সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারি, আমি তোমার মুখ মলিন দেখতে পারিনে, তোমার কোন ক্লেশ হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

রাজা। ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার বিবেচনায়, ধিক্ আমার রাজত্বে—আমি এমন সরলা সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্ম-পত্নীকে অবমাননা করিয়াছি ; আমি এমন পতিপ্রাণা বিশুদ্ধচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি, আমি এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিলাম—আহা ! আহা ! প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হলো, অনুতাপ-অনলে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল। প্রাণাধিকে, আমি আর এ পাপ দেহ রাখ্‌বো না—আমি আর আমার অপবিত্র হস্ত দ্বারা তোমার পবিত্র চরণ দূষিত কর্‌বো না। (চরণ ছাড়িয়া) আমি যে মানসে আজ রাজসভা করিয়াছি, সেই মানসই সমাধান কর্‌বো, আপনাকে আপনি নির্ব্বাসন কর্‌বো।

তপ। (জানুভর করিয়া উপবেশনানন্তর রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) জীবিতনাথ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর ; দাসীর বিনতি রক্ষা কর ; সেবিকার বচনে কর্ণপাত কর—প্রাণেশ্বর, আমি তোমার মুখকমল মলিন দেখে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি, আমার প্রাণ বিয়োগ হয়ে যাইতেছে ! আমি সতের বৎসর মলিন বেশে দেশে দেশে পথের কাঙ্গালিনী হয়ে বেড়াইতে ছিলেম, তাতে আমার এত ক্লেশ হয়নি, তোমার মুখচন্দ্র বিবর্ণ দেখে যত ক্লেশ হচ্চে। প্রাণকান্ত, শান্ত হও, আর রোদন করোনা, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। প্রাণনাথ ! চক্ষের জল মোচন কর, দাসীকে গ্রহণ কর, দাসীকে পদসেবায় নিযুক্ত কর, দাসীর মনোরথ পূর্ণ কর।

রাজা। প্রাণাধিকে, স্নেহময়ি, আমার দোষের কি মার্জ্জনা আছে ? তবে তোমার প্রেম বিপুল পয়োধি, তোমার স্নেহের সীমা নাই, এই বিবেচনায় জীবিত থাকতে বাসনা হচ্চে। আমি তোমায় যার পর নাই অসুখী করিচি, কিন্তু তুমি সুখময়ী, তোমার চিত্ত নির্ম্মল, তোমার আত্মা পবিত্র, তুমি সতত আমার সুখ অনু-

সন্ধান করেচ। তুমি অতঃপরও আমায় সুখী কর্‌বে তার আর সন্দেহ কি?

বিজয়। (রাজার চরণ ধরিয়া) পিতঃ! রোদন সম্বরণ করুন; বাবা আর কাঁদ্‌বেন না; গাত্রোত্থান করুন; রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হউন; আমি পরমানন্দে মনের সুখে আপনার চরণ সেবা করি। বাবা! আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমার জন্ম সফল হলো, আমার প্রাণ প্রফুল্ল হলো—শিশু কালে যদি কোন দিন আধো বোলে বাবা বল্‌তেম, আমার চিরদুঃখিনী জননীর চক্ষে অমনি শত ধারা বহিত, শ্যামা আমার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধর্‌তো, এমন স্নেহপূর্ণ বিমল বাবা-শব্দ আমায় বল্‌তে দিত না; আজ আমার শুভ দিন, আজ আমার জীবন সার্থক, আজ আমি প্রেমাস্পদ পরম উপাস্য পিতার পাদপদ্ম দর্শন কর্‌লেম। আর আমি অনাথ নই, আর আমি বনবাসী নই, আর আমি কাঙ্গালিনীর ছেলে নই, আমি পুত্রগতপ্রাণ পিতাকে প্রাপ্ত হইচি।

রাজা। (বিজয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া) আহা! যার পুত্র আছে সেই জানে পুত্রমুখ চুম্বন করিলে কি লোকাতীত পরম প্রীতি জন্মায়—(বিজয়ের মুখচুম্বন) আহা পুত্রের মুখাবলোকন করিলে চক্ষের পল্লব পড়ে না, ইচ্ছা হয় যাবজ্জীবন স্থির নেত্রে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি। জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত মহিমা, তোমার করুণার শেষ নাই; হে করুণানিধান, দয়াসিন্ধো, মঙ্গলময়, আমার হারা ধন বিজয়কে চিরজীবী কর—তুমিই আমার বিজয়ের গৃহধর্ম্মে, রাজকর্ম্মে, প্রজাপালনে উপদেষ্টা হও,—হে অনাথনাথ, তুমিই আমার বিজয়কে এত দিন ভয়াবহ অরণ্যে রক্ষা করিয়াছ, তুমিই আমার বিজয়কে বাঘের মুখ হইতে বাঁচায়ে রেখেচ, তুমিই আমার বিজয়কে দুর্গম বনে আহার দিয়াছ; হে পতিতপাবন, পাপাত্মার বক্ষে বিজয় এসেছে বলে বিজয়কে কুপথে

পাতিত করনা। আহা! আমি কি পাষাণ-হৃদয়, কি নিষ্ঠুর; আমার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্ররত্ন গহন বনে ভ্রমণ করে বেড়াইতেছিল, আমি সচ্ছন্দে রাজঅট্টালিকায় বাস করিতেছিলাম; আমার জীবনাধার অনাহারে দিনপাত করিতেছিল, আমি পরমানন্দে উপাদেয় ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছিলাম; আমার নবনীর পুতুল পাতা পেতে শুয়ে থাক্‌তো, আমি কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যেতেম। রে প্রাণ, ধিক্ তোরে, প্রাণ তুই পোড়ামাটি, তোতে অণুমাত্র স্নেহ রস নাই, তা থাক্‌লে কি তুই নিশ্চিন্ত থাক্‌তিস, যে দিন পতিপ্রাণা প্রমদা পুত্র প্রসব করেছিলেন, সেই দিন আমায় বনে লয়ে যেতিস; আমি স্বর্ণলতায় মুক্তাফল দেখে চরিতার্থ হতেম।

তপ। প্রাণকান্ত! ক্ষান্ত হও, আর বিলাপ করোনা, দাসীর মুখ পানে চাও, অনেক দিনের পর তোমার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াই; তোমার মুখ এক বার দেখ্‌লে দাসীর দশ হাজার বৎসরের বনবাস-যাতনা দূর হয়। মুখ তোলো, (হস্ত ধরিয়া) ওঠো, ওঠো, প্রাণেশ্বর, গাত্রোত্থান কর; পরমানন্দে প্রাণপুত্র পুত্রবধূ ক্রোড়ে লও।

রাজা। প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী, তোমার আগমনে আমার নিরানন্দ ভবন আনন্দময় হলো, তুমি উপবাসির মুখে অমৃতদান কল্যে। বাবা বিজয়, (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) আমার বড় সাধের নাম, আমি বিজয় নাম ভাল বাসি বলে প্রমদা তোমায় বিজয় নাম দিয়েচেন। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) মা কামিনী, তুমি আমার স্বর্ণলক্ষ্মী। এমন লক্ষ্মী বধূকে প্রমদা কি বলে পর্ণকুটীরে রেখেছিলেন! তোমরা দুই জনে রাজসিংহাসনে বসো, আমার এবং পতিরতা প্রমদার চক্ষু সার্থক হউক।

(রাজা, তপস্বিনী, বিজয় এবং কামিনীর সিংহাসনে উপবেশন, নেপথ্যে হুলুধ্বনি)

তপ। বিজয় আমার কামিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়েছিলেন; বিজয় কামিনীকে রাজসিংহাসনে বসায়ে পুলকে পূর্ণিত হলেন; বাবা, কামিনীকে কিসে সুখী কর্‌বেন এই চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। কামিনী আমার, বিজয়ের সুখে পরম সুখী হয়েছিলেন, পর্ণকুটীর মার রাজসিংহাসন বোধ হয়েছিল।

রাজা। প্রেয়সি, বিজয় আমার যেমন পুত্র, কামিনী আমার তেমনি পুত্রবধূ। জগদীশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ কর্‌লেন। কামিনীর লোকাতীত রূপ লাবণ্যের কথা শুনে মনে মনে আক্ষেপ করিতে-ছিলাম, যদ্যপি পতিপ্রাণা প্রমদার গর্ভজাত পুত্র থাক্‌তো, কামিনীর সহিত বিবাহ দিতাম, আমার সে আশা আজ পূর্ণ হলো।— হে সভাসদ্‌গণ, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, আমার রাজলক্ষ্মী আলয়ে আগমন করেছেন, পুত্র পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে এনেছেন। আজ সকলে পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ কর, আমাকে কেহ আজ রাজা বিবেচনা কর না, আমাকে সকলে প্রিয়বয়স্য ভাব, আমাকে সকলে অভিন্নহৃদয় প্রিয় বন্ধু গণ্য কর। হে প্রজাবর্গ, আমার প্রাণাধিকা প্রমদার পুনরাগমনের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ অদ্যাবধি আয়-সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ কর্‌লেম।

তপ। প্রাণবল্লভ, লবণ ব্যবসায় রাজার একায়ত্ত হেতু দীন প্রজাগণের যে ক্লেশ, অধীনী কাঙ্গালিনী অবস্থায় তাহা বিশেষ রূপ অনুভব করেছে, অধীনীর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম খণ্ডন করে দীন প্রজাসমূহের অসহনীয় দুঃখভার হরণ কর।

রাজা। প্রেয়সি, তুমি অতি ধন্যা, অতি বিহিত প্রস্তাব করেচ—হে প্রজাবর্গ, তোমাদের সহৃদয়া দয়াময়ী রাজমহিষীর প্রার্থ-নায়, বিজয় কামিনীর প্রকাশ্য পরিণয়ের অধিবাসস্বরূপ, অদ্যাবধি লবণ ব্যবসায় সাধারণাধীন কর্‌লেম, আজ হতে এ অকলঙ্ক রাজ্য-শশাঙ্কের অঙ্ক স্বরূপ নিদারুণ লবণ-নিয়মের অপনয়ন হলো।

তোমরা মুক্ত কণ্ঠে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর আমার বিজয় কামিনী দীর্ঘজীবী হন; পরমানন্দে ধর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, রাজা ও রাজমহিষীর কৃপায় আজ প্রজার আনন্দের পরিসীমা নাই, প্রজার সুখসাগর উচ্ছলিত হলো; আমরা সকলে সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে অকপট চিত্তে প্রার্থনা করি, রাজা, রাজমহিষী, বিজয়, কামিনী চিরজীবী হন, পরমসুখে রাজ্য ভোগ করুন—আমাদের এ রাজ্য রামরাজ্য, এই রাজ্য যেন চির-স্থায়ী হয়। জয়, বিজয় কামিনীর জয়।

সকলে। জয়, বিজয় কামিনীর জয়।

বিদ্যা। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি! আমার বোধ হয় নিশাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি।

রাজা। বৈবাহিক মহাশয়, বোধ হয় হাঘরে মাগী তোমাকে জাদু করেচে।

বিদ্যা। যাকে জাদু করে সুখী হবেন তাকেই জাদু করেচেন।

তপ। ব্যাই মহাশয়ের অতিশয় ভয় ছিল পাছে সোনা বলে পিতল্ বেচে যাই।

বিদ্যা। ব্যান ঠাকুরুণ, সে বিষয়ে আর কসুর কল্যেন কি—জাদুর জোরে মহারাজকে পতি কল্যেন, তপস্বিনীর পুত্রকে রাজ-পুত্র কল্যেন, আমার জীবন সর্ব্বস্ব কামিনীকে পুত্রবধূ কল্যেন। যে মহিলা মুহূর্ত্ত মধ্যে পতি পুত্র পুত্রবধূ বেষ্টিতা হয়ে রাজ-সিংহাসনে বসিতে পারে সে জাদু জানে তার সন্দেহ কি।

মাধ। রাম বলো, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্লো, বনে যেতে হবে না। উদর! আনন্দে নৃত্য কর, ছানাবড়া রসগোল্লার বিরহ যন্ত্রণা তোমার ভোগ করিতে হবে না। আঃ, বড় রাণীর আগমনে পেট ভরে খেয়ে বাঁচবো।

তপ। মাধব, এতদিন কি উপবাস করেছিলে?

মাধ। উপবাস না হোক, উপবাসের বৈমাত্র ভ্রাতা হয়েছিল—এ সকল উদরে গুণে মোণ্ডা দেওয়া উপবাসের বৈমাত্র ভাই অর্থাৎ প্রায় উপবাস। আগোনা মোণ্ডা ব্যতীত এ উদরের মনও ওঠে না, টোলও ওঠে না।

জল। যখন হোঁদোল কুঁৎকুঁতের বাচ্ছা ধরা পড়েচে তখনি আমি জানি মহারাজের শুভদিন উপস্থিত।

রাজা। কোই জলধর, হোঁদোলকুঁৎকুঁতের বাচ্ছাতো ধরা পড়েনি, হোঁদোলকুঁৎকুঁতের ধাড়ী ধরা পড়েছিল।

জল। মহারাজ, মেঘ চাইতে জল, এক জন হারায়ে তিন জন পেলেন।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন।

রাজা। কি শ্যামা, আজো বেঁচে আছো, তুমি কি প্রনদার সঙ্গিনী হয়েছিলে?

শ্যামা। তা নইলে কি আপনার স্ত্রী পুত্র জীবিত পেতেন, আমি কত কষ্টে বিজয়কে বাঁচ্‌য়েচি।

তপ। প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ হবে না।

রাজা। প্রেয়সি, শ্যামা যাকে ভাল বাসে, যে শ্যামাকে মাধবীলতা নাম দিয়েছে, শ্যামা তাকে পাবে, শ্যামাকে পরম সুখী কর্‌বো, আমার প্রিয় মাধবের সহিত শ্যামার বিয়ে দেব, শ্যামা প্রকৃত মাধবীলতা হবে। মাধব "মাধবীলতা বিরহে মরে ভূত হয়ে আছে"।

[সলাজে শ্যামার প্রস্থান।

মাধব। লোকের পাতা চাপা কপাল, আমার পাত্তর চাপা কপাল; অনেক দিন পরে পাত্তর খানি প্রস্থান কল্যেন—মন্ত্রি মহাশয়, দেখ দেখি আমার কপালটা চিক্ চিক্ কচ্চে বটে?

শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল গুঞ্জরিল অলি,
সরভাজা, মতিচুর, শামলী, ধবলী।

বিদ্যা। আপনারা অন্তঃপুরে আগমন করুন, আপনাদের দর্শন করে আমার স্বর্ণপ্রতিমা সুরমা চরিতার্থ হউন।

তপ। চল নাথ, প্রাণনাথ, অন্তঃপুরে যাই,
সুরমা বিয়ানে হেরি জীবন জুড়াই।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।

Printed by Girisha chandra Vidyaratna, at the Girisha-Vidya-ratna Press,
No. 24, Bye-lane, Upper Circular Road, Calcutta.